Contents

A. Hakim

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

(চতুর্থ বর্ষ, ১৩৭২-৭৩ হিজরী, ১৩৫৯-৬০ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

বর্ষ-সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
	অ	
১। অগ্রগতির পথে ইন্দোনেশিয়া	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৫৯
	আ	
২। আহ্বান (কবিতা)	কবি শেখর জহির বিন কুদ্দুছ	১৮৮
৩। আমার প্রভুর বন্দনা গান আকাশ ভুবন গায় (কবিতা)	আবুল হাশেম	২৩১
৪। আদর্শের প্রেরণা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত	মুজিবর রহমান	২৪০
৫। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ	মোহাম্মদ আবদুল গণি জামালী	২৪২
৬। আমার সকল খেলা মিটবে কি আজ অশ্রুজলে ? (কবিতা)	আতাউল হক তালুকদার	৪১৪
	ই	
৭। ইবনে কাসীর	অধ্যাপক আঃ কাঃ মোঃ আদমউদ্দীন এম, এ	৫
৮। ইমাম বোখারীর (রঃ) প্রতি বিশ্বমোছলেমের শ্রদ্ধা নিবেদন ও সন্দিহানগণ কর্তৃক পরীক্ষাগ্রহণ	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন	৬৬
৯। ইমাম বোখারীর চরিত্রের ঔদার্য ও ব্যবহারিক জীবন	ঐ	১০০
১০। ইছলামে সাম্যের আদর্শ ও রূপায়ণ	আবু সাঈদ মোহাম্মদ	১১৮
১১। ইমাম বোখারীর ইন্তেকাল	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন	১৮৪
১২। ইমাম বোখারীর বিখ্যাত শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	ঐ	২২০, ২৯২
	ঈ	
১৩। ঈদের সওগাত (কবিতা)	কাজী গোলাম আহমদ	১৩৫

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্ষ সূচী

বিষয় :	লেখক :	পৃষ্ঠা :
	উ	
১৪। উষর মরুর বুকে আসিছে জোয়ার	আবদুল মান্নান এম, এ	১৩
	ক	
১৫। কৌমি নিশান (কবিতা)	জাফর হাশেমী	১৬
১৬। কাশ্মীর সমস্যার আগাগোড়া	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৩২; ৩১১
১৭। কায়েদে আজম স্মরণে (কবিতা)	সৈয়দ রেজা কাদের	২৫০
১৮। কায়েদে আযম ও পাকিস্তান	ঐ	৩৬৩
১৯। কাজী মিনহাজ উদ্দীন সিরাজ	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এম, এ	৪০৭
	গ	
২০। গুলদস্তায়ে-হাদীছ	মোহাম্মদ যিল্লুর রহমান আনছারী	১৮১
	চ	
২১। চতুর্থ বর্ষের উপক্রমণিকা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১
২২। চির নির্ভুল (কবিতা)	রাশীদুল হাছান	৫১
	জ	
২৩। জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছের অধিবেশন	সেক্রেটারী	১৩৯
২৪। জাগিয়াছে মদিনার যুগ আনছার (কবিতা)	আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ	১৭০
২৫। জম্‌ঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	সেক্রেটারী	২০৬, ২৮১, ৩২৮, ৩৯৩, ৪৫৬
২৬। জম্‌ঈয়তের কার্যনির্বাহক সমিতির জরুরী সভা	ঐ	২৫৭
২৭। জিজ্ঞাসা ও উত্তর :—	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	
(৩৭) বিভিন্ন মছজিদের একত্রিকরণ		২৬২
(৩৮) এক বৈঠকে তিন তালাক		২৬৩
(৩৯) গরুর আকীকা		৩০৮
(৪০) মুখে নীয়তের শব্দ উচ্চারণ		৩০৯
(৪১) পূজার মেলা		৩০৯
(৪২) হুরমতে ছিয়াম		৩১০
(৪৩) ঈদের দিনে জুমা'		৩১৫
(৪৪) জামাতে ইছলামী বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন		৩১০
(৪৫) তিন ইদ্দতে তিন তালাক		৩৭৭
(৪৬) বিবাহ ও তালাক		৩৭৮
(৪৭) মুছিন্নার তাৎপর্য		৩৭৯
(৪৮) মছজিদের শর্ত কি		৪৪০
২৮। তক্‌বীর (কবিতা)	কাজী গোলাম আহমদ	২৯২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্ষ সূচী

বিষয় :	লেখক :	পৃষ্ঠা :
দ		
২৯। দোযখের শাস্তি	ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ, বি, এল, ডি লিট্	৫৭
৩০। দুষখের অবিনশ্বরত্ব (বিতর্ক ও বিচার)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	৩৬৮
৩১। দিল্লী পথে (ঐতিহাসিক কথিকা)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৮৬
৩২। দীন সম্পাদকের আবেদন	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	২৭৯
৩৩। দুর্নীতির বিষবৃক্ষ	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৩০৩
৩৪। ধ্বংসের মুখে "সুসভ্য" দুনিয়া	ঐ	১৯
ন		
৩৫। নূর নবী (দঃ) (কবিতা)	আবদুল আজিজ ওয়ারেছী	৪
প		
৩৬। পুণ্য পরশ (ঐতিহাসিক কথিকা)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৮৮
৩৭। পূজারী জগৎ (কবিতা)	শেখ মহম্মদ হোসেন	১১১
৩৮। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুছলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১১২
৩৯। পবিত্র রামাযান সমাগমে আবেদন	পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ	১৩৬
৪০। পাকিস্তান কোন পথে ?	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	১৫৬
৪১। পাকিস্তানে ইছলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় জমঈয়তে আহলেহাদীছের অভিযান	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৫১
৪২। পাকিস্তানের শাসন সংবিধান সম্পর্কে—		৩১৭
৪৩। পূবপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের কমিটী অধিবেশন	সেক্রেটারী	৩৪৪
৪৪। পূর্বপাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার আসন্ন নির্বাচন এবং পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ : নির্বাচনী নীতি ও উহার ব্যাখ্যা	প্রেসিডেন্ট	৩৪৮
৪৫। পাকিস্তানের আদর্শ ও বাংলা সাহিত্য	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৪১৬
৪৬। পূর্বপাকিস্তান আইন-সভার আসন্ন নির্বাচনে মুছলিম নির্বাচক মণ্ডলীর খিদমতে যরূরী আবেদন	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	৪২৬
ফ		
৪৭। ফিলিপাইনে ইছলাম—	এম, এ, সলিম এম, এ	৮০
৪৮। ফাযায়েল ও মাছায়েলে রামাযান— ...	মোহাম্মদ বিল্লুর রহমান আনছারী	১২১
৪৯। ফিরকাবন্দীর উত্থান— ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	১২৮
৫০। ফিরকাবন্দীর ভয়াবহ পরিণতি—	ঐ	১৪৭
ভ		
৫১। ভারতে মোগল শাসনের এক অধ্যায়— ...	সগীর এম, এ	২৬, ৬২, ১০৬, ১৭৬, ২১৫, ২৯৭, ৩৪১
৫২। ভোরের গান (কবিতা)	আতাউল হক তালুকদার	৩৫৬

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্ষ সূচী

বিষয় :	লেখক :	পৃষ্ঠা :
ম		
৫৩। মুনাজাত (কবিতা)	আবুল কাছেম কেশরী	৪
৫৪। মহাকবি ইকবালের ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গি	মোহাম্মদ মওলা বখশ নদভী	৩২
৫৫। মানুষ মোহাম্মদ (দঃ)	সৈয়দ রেজা কাদের	১৭১
৫৬। মুছল্লা চতুষ্টয়ের ইতিহাস—	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	১৯৫
৫৭। মোবারক ঈদ (কবিতা)	খোন্দকার আবদুর রহীম	২৩০
৫৮। মুহাররম (কবিতা)	ঐ	৩০২
৫৯। মুছলিম নারী : সে যুগে এবং এ যুগে	মুজিবর রহমান	৪১২
ব		
৬০। বিশ্ব নবীর (দঃ) অমর বাণী	খাদেমুল ইছলাম	৪১, ৫৩
৬১। ব্যাধির চিকিৎসা ও মুক্তির উপায়	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৭৫
৬২। বিশ্ব পরিক্রমা (সংবাদ)	সহ-সম্পাদক	৯১, ২০৩, ২৬৫, ৩৭৪, ৪৪৩
৬৩। বর্ষ শেষের বিদায় সম্ভাষণ	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	৪৫৩
শ		
৬৪। শরীঅত ও তরীকত	মূল : মওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অনুবাদ : মোঃ ফিল্লুর রহমান আনছারী	৩৮, ৭১
স		
৬৫। সংবাদ (কবিতা)	অধ্যাপক মুফাখখারুল ইছলাম	৩০
৬৬। স্বদেশ ও বিদেশ (সংবাদ)	সহ-সম্পাদক	৪৩
৬৭। সমস্যা ও সমাধান পদ্ধতি	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	২০৭
৬৮। সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি	ঐ	২৮৩, ৩২৯, ৩৯৫
৬৯। সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য (অনুবাদ)	মূল : আলেকজাণ্ডার ওরলোফ	৩৫৮, ৪৩৩
৭০। ছালাম তোমায় ধর্মগুরু (কবিতা)	এ, আর, এম, জিয়াউদ্দীন হায়দর	৯৯
৭১। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়)		৪৮, ৯৭, ১৪৪, ১৯৭, ২৭২, ৩২১, ৩৮২, ৪৪৮
৭২। সোওয়ার (কবিতা	মোহাম্মদ কে, এম আবদুর রহীম	১৮৮
হ		
৭৩। হাদীছ সংগ্রহের প্রাথমিক ইতিহাস ও ছহীহ বোখারীর সঙ্কলন	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন	৬
৭৪। হিজরী সনের ইতিবৃত্ত	আবদুল মান্নান এম, এ	২২৬

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

চতুর্থ বর্ষ || একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি
ও
অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

فخرالائمة مالك
نعم الامام السالك
مولده نجم هدى
وفاته فاز مالك *

রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের প্রতি ইমাম মালেকের অপরিসীম শ্রদ্ধা,

দারুলহিজ্‌রত মদীনায়-তৈয়েবার ইমাম হযরত মালিক বিনে আনছ (রহঃ) রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীছসমূহের প্রতি কিরূপ অসামান্য শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, সে সম্পর্কে ইমাম ছাহেবের অন্যতম ছাত্র স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ ও মুজাহিদ হযরত আবদুল্লাহ বিনুল মুবারক (১১৮—১৮১) এক রোমাঞ্চকর ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা আমি ইমাম ছাহেবের খিদ্‌মতে উপস্থিত ছিলাম, তখন

* বিগত সংখ্যায় এই কবিতায় অনুলিখন ও অনুবাদ উভয় ব্যাপারেই প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছিল। মূল কবিতায় দ্বিতীয় পংক্তিতে نعم الامام السالك পাঠ نعم الامام مالك বাক্যের স্থলে করিতে হইবে। ইহার অর্থ হইতেছে "উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শক ধর্ম-গুরু!" হিদায়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র বাক্যটীর আরাবী (نجم هدى) অক্ষর গুলি আবজাদ অনুসারে হিসাব করিলে ৯৩ হইবে, ইহাই তাঁহার জন্মসন আর মৃত্যুসন হইতেছে ১৭৯ হিজরী, অর্থাৎ আরাবী "ফাযা মালেক" বাক্যের যোগফল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ রেওয়ায়ত করিতে-ছিলেন। ইতিমধ্যে একটী বৃশ্চিক দশবারের অধিক ইমাম ছাহেবকে দংশন করে, তাঁহার বদনমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তিনি অংগসঞ্চালন পর্যন্ত না করিয়া সমানভাবে হাদীছের রেওয়ায়ত করিতে থাকেন। রেওয়ায়ত শেষ হইলে বৃশ্চিকটী দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইবনুলমুবারক এ বিষয়ে ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, স্বীয় ধৈর্যশক্তি প্রদর্শন করার জন্য এরূপ করিনাই, রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের প্রতি সম্মানের বশবর্তী হইয়াই আমাকে এই কার্য করিতে হইয়াছে—যুর্কানীর শরূহে মুওয়াত্তা, উপক্রম ভাগ (১) ৩ পৃঃ।

ইমাম ছাহেবের কূপমণ্ডুকতা-বিরোধী নীতি,

বর্তমান জগতে ইলমুল হাদীছের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হইতেছে "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক" ইমাম ছাহেব সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে এই অমূল্য গ্রন্থ সংকলিত ও সুসম্পাদিত করিয়া-ছিলেন। খলীফা মনছুর আব্বাছী এই অপূর্ব গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হইয়া হজ্জ করিতে আসিয়া ইমাম ছাহে-বের নিকট প্রস্তাব করেন, আমি আপনার প্রণীত গ্রন্থগুলি নকল করাইয়া মুছলিম অধ্যুষিত নগর সমূহে প্রেরণ করিতে এবং সর্বত্র এই আদেশ প্রচার করিতে চাই যে, সকলকে শুধু আপনার গ্রন্থগুলিরই অনুসরণ করিতে হইবে এবং কেহ ওগুলিকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারিবেনা। ইমাম ছাহেব খলীফার প্রস্তা-বের উত্তরে বলিলেন,— আমীরুল মু'মেনীন, আপনি কদাচ এরূপ কার্য— করিবেননা। কারণ "মুওয়াত্তা" সংকলিত হইবার পূর্বেই বিভিন্ন উক্তি জনগণের হস্ত-গত হইয়াছে এবং তাঁহারা হাদীছসমূহ শ্রবণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন রেওয়ায়ত— বিদ্বানগণ বর্ণনা — করিয়াছেন, যেরূপ উক্তি যে দলের হস্তগত হইয়াছে, তাঁহারা তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন, এই ভাবে ব্যবহারিক বিষয়সমূহে বিদ্বানগণের মতভেদ জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রত্যেক নগরের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাদের নিজেদের জন্য যে যাহা অব-লম্বন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে সেই অবস্থা-তেই থাকিতে দিন!

يا امير المؤمنين لاتفعل هذا' فان الناس قد سبقت اليهم اقاويل' وسمعوا احاديث' ورووا روايات' واخذ كل قوم بما سبق اليهم واتو به من اختلاف الناس' فدع الناس وما اختار اهل بلد منهم لانفسهم !

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়া-ছেন যে, আর একটী বর্ণনা সূত্রে খলীফা হারূনরশীদও ইমাম মালেকের নিকট তাঁহার গ্রন্থ মুওয়াত্তাকে পবিত্র কা'বার প্রাচীর গাত্রে ঝুলাইয়া দিবার এবং জনমণ্ডলীকে উহার অনুসরণে বাধ্য করার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ইমাম ছাহেব তদুত্তরে— হারূনরশীদকে বলেন, আপনি এরূপ করিবেন না, কারণ রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে ব্যবহারিক বিষয়সমূহে মতভেদ ঘটিয়াছিল আর এই ভাবেই তাঁহারা— বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহা-দের সমুদয় মতভেদ অতিক্রান্ত ছুন্নত রূপে পরিগৃহীত! খলীফা হারূন বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনার মহানুভবতা-কে আল্লাহ বর্ধিত করুন— হুজজাতুল্লাহেল বালেগা, ১৫০ পৃঃ।

لا تفعل' فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع و تفرقوا فى البلدان' و كل سنة مضت قال : وفقك الله يا ابا عبد الله !

নির্দিষ্ট কোন মযহবে জনমণ্ডলীকে সমবেত

www.ahlehadeethbd.org

হইবার জন্য বাধ্য করা জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও গবেষণার পক্ষে হানিকর, হারূন রশীদও যে তাহা বুঝিতেন, তাঁহার শেষ কথায় ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মনছুর ও হারূন ইমাম ছাহেবকে শুধু পরীক্ষা করার জন্যই তাঁহার সম্মুখে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা এক দিকে যেমন ইমাম মালেকের জ্ঞানের প্রখরতা ও তদীয় গ্রন্থ মুওয়াত্তার গৌরব গরীমা প্রতিপন্ন হইতেছে, তেমনি ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ইমাম মালেক তাঁহার মযহবে জনসাধারণকে সমবেত করার কার্যে সম্মতি দেন নাই, অথচ একথা প্রণিধানযোগ্য যে, মুওয়াত্তা ফিক্‌হ শাস্ত্রের অর্থাৎ কোরআন ও হাদীছ হইতে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত সমূহের গ্রন্থ নয়, উহা রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ ও ছাহাবাগণের আছার সমূহের—সমষ্টিমাত্র। যে হেতু তখন পর্যন্ত দেশ দেশান্তরে সম্প্রসারিত ছাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত সমুদয় হাদীছ সংকলিত ও সুসম্পাদিত হয় নাই এবং বিভিন্ন নগর নগরীতে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ যে সকল ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন, সেগুলিকে একত্রিত ও পরীক্ষিত করা তখনও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই,—তাই শুধু নিজের সংকলিত হাদীছগুলির উপর—নির্ভর করা এবং অন্যান্য হাদীছসমূহ প্রত্যাখ্যান করার কার্য ইমাম ছাহেব সমীচীন বোধ করেন নাই।

পরবর্তীকালে মুদাউয়ানার উপর নির্ভর করিয়া মালেকী আর উম্‌মের উপর আস্থা পোষণ করিয়া শাফেয়ী, জামে'কবীর, ছগীর ও মবছুত প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া হানাফী ইত্যাদি মযহবসমূহ যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইমাম মালেকের উল্লিখিত অনুসরণীয় নীতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধানের কোনই উপায় নাই।

রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা,

রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের প্রতি ইমাম মালেকের অনাবিল শ্রদ্ধার বিবরণ পাঠকগণ ইতিপূর্বে শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ইমাম ছাহেবের সীমাহীন ও গভীরতম ভক্তির পরিচয় তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের একটী আচরণ হইতে গ্রহণ করুন। দুর্বলতা ও বার্ধক্য সত্ত্বেও ইমাম ছাহেব তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মদীনার বুকে কোন দিন কোন যানবাহনে আরোহণ করেন নাই। কেহ বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, যে-

মদীনার মাটির নীচে	لاأركب فى مدينة فيها
রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র	جثة رسول الله صلى الله
দেহ সমাহিত রহি-	وسلم مدفونة -

য়াছে, সেই মদীনার বুকের উপর আমি কোন যানবাহনে উঠিতে পারিনা—ইবনে খল্লকান (১), ৪৩৯ পৃঃ; শযরাতুয্‌যহব (১), ২৮৯ পৃঃ।

محمدى عربى كابروے هردو سراست
كسيكه خاك درش نيست خاك برسراو ! *

মৃত্যু শয্যায় ইমাম,

হাফেয হুময়দী "জয্‌ওয়াতুল মুক্‌তাবিছ" গ্রন্থে ইমাম মালেকের অন্যতম ছাত্র আবদুল্লাহ বিনে মুছলিমা কাঅ্‌নবীর প্রমুখাৎ বিবৃত করিয়াছেন যে, ইমাম মালেকের মৃত্যু শয্যায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করি। ছালামের পর আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া দেখিতে পাই, তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। আমি আরয করিলাম, আবূ আবদুল্লাহ, আপনি কাঁদিতেছেন কিসের জন্য? ইমাম ছাহেব আমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ওগো কাঅ্‌নবের পুত্র,

আমি কাঁদিবনা কেন?	يا ابن قعنب' مالى
আমি যদি না কাঁদি,	لاابكى ومن احق بالبكاء
তাহা হইলে আর—	منى ؟ والله لوددت انى
কাঁদিবে কে? আল্লাহর	ضربت بكل مسئلة افتيت
শপথ! আমি যতগুলি	فيها برا ى بسوط سوط'

* মোহাম্মদ আরাবী (দঃ) উভয় জগতের আবরু, যে তাঁর দুয়ারের মাটি নয়, তার কপালে মাটি!

www.ahlehadeethbd.org

ফত্ওয়া কোরআন ও ছুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া স্বীয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির সাহায্যে প্রদান করিয়াছি, সে গুলির প্রত্যেকটীর বিনিময়ে এক একটী করিয়া কোড়ার আঘাত সহ্য করা আমার পক্ষে উত্তম ছিল। অথচ এরূপ ফত্ওয়ায় নিরস্ত থাকা আমার সাধ্যাতীত—ছিলনা! হায় দুর্ভাগ্য, যদি ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া আমি ফত্ওয়া প্রদান না করিতাম! —ইব্নে খল্লকান (১) ৪৩৯ পৃঃ।

و قد كانت لى السعة فيما قد سبقت اليه و ليتنى لم افت بالراى !

ইমাম মালেকের এই ন্যায়নিষ্ঠা ও কোরআন ও হাদীছকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে অনুসরণ করার রীতি তাঁহাকে হাদীছপন্থীগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং ইহার ফলেই উত্তর কালে তিনি আহ্লেরায় ও আহ্লেহাদীছ উভয় দলের সেতুবন্ধনে পরিণত হইয়াছিলেন।

ইমাম ছাহেবের ছাত্রমণ্ডলী.

ইমাম মালেকের প্রমুখাৎ যাঁহারা হাদীছ শ্রবণ করিয়াছিলেন, অথচ যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং জ্ঞানগরিমায় তাঁহার তুলনায় নিকৃষ্টও ছিলেননা পক্ষান্তরে যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইমাম মালেকের উছ্তাযও ছিলেন, এরূপ বিদ্বানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় নয়। ছাত্রের প্রচলিত অর্থ সূত্রে এই সকল বিদ্যাবিশারদকে ইমাম মালেকের ছাত্র বলা চলেনা কিন্তু রেওয়ায়তে-হাদীছের দিক দিয়া—মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় ইহারাও ইমাম ছাহেবের ছাত্ররূপে অভিহিত হইয়াছেন। হাফেয ইব্নে-আবদুলবর নিম্নলিখিত বিদ্যামহার্ণবগণকে ইমাম মালেকের উল্লিখিত শ্রেণীর ছাত্র রূপে গণনা করিয়াছেন:— ইয়াহ্য়া বিনে ছঈদুল আন্ছারী, আবুল আছ্ওয়াদ মোহাম্মদ বিনে আবদুররহ্মান ইব্নে নওফল আল্ আছাদী আল কোরায়শী, যিয়াদ বিনে ছঅদ খুরাছানী, ইমাম আবুহানীফা নু'মান বিনে ছাবিত কুফী, ছুফ্য়ান ছওরী, ছুফ্য়ান বিনে—উআয়না, শো'বা বিনুল হাজ্জাজ, ইমাম আওযায়ী, ইমাম লয়েছ বিনে ছঅদ মিছ্রী। ইঁহাদের মধ্যে ছুফ্য়ান বিনে উআয়না ব্যতীত অন্য সকলেই ইমাম মালেকের জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন,—আল্ইন্তিকা, ১২ পৃষ্ঠা।

আর যাঁহারা প্রকৃতই ইমাম ছাহেবের নিকট হইতে বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন, হাফেয দারকুত্নী স্বীয় গ্রন্থে তাঁহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা এই জনসমুদ্র হইতে মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি— আবদুল্লাহ বিনুল মুবারক, ইয়াহ্য়া বিনে ছঈদুল কাত্তান, আবদুর্-রহ্মান বিনে মহ্দী, ইব্নে ওয়াহাব, ইব্নুলকাছেম, কঅনবী, আবদুল্লাহ বিনে ইউছুফ, ছঈদ বিনে মন্ছুর, ইয়াহ্য়া বিনে ইয়াহ্য়া নেশাপুরী, ইয়াহ্য়া বিনে ইয়াহ্য়া উন্দুলুছী, ইয়াহ্য়া বিনে বকীর,—কোতায়বা, আবুমছ্অব যুবায়রী, আবুহুযাফা ছহ্মী, মোহাম্মদ বিনুল হাছান শয়বানী ও **ইমাম মোহাম্মদ বিনে ইদ্রীছ শাফেয়ী।**

ইমাম মালেকের ছাত্রমণ্ডলীর তালিকা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে একটী চমৎকার ব্যাপার পরিলক্ষিত হইবে। অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আহ্লে ছুন্নতগণের মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধতম মযহবগুলির উদ্ভব-কেন্দ্র রূপে ইমাম মালেক পরিগণিত হইয়াছেন। ইরাকের ফকীহগণের অধিনায়ক ইমাম আবুহানীফাকে যে রূপ ইমাম মালেকের রেওয়ায়তে-হাদীছের মণ্ডলীতে দেখা যাইতেছে,—ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বলের উছ্তায ইমাম শাফেয়ীও সেইরূপ ইমাম মালেকের ছাত্রদলে দৃশ্যমান হইতেছেন। ইমাম আবুহানীফাকে বাদ দিলেও হানাফী মযহবের সংকলয়িতা ইমাম মোহাম্মদ বিনুলহাছান

www.ahlehadeethbd.org

যে ইমাম মালেকের প্রত্যক্ষ এবং বিশিষ্ট ছাত্র, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই। সুতরাং তাঁহার সাগর তীর্থে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও যাহেরী সমুদয় আহ্‌লেময্‌হবকে আসিয়া মিলিত হইতে হইয়াছে—রাযিয়াল্লাহো আন্‌হু।

ইমামুল আয়েম্মা শাফেয়ী মুত্তলবী

الشافعى امام كل ائمة

تربى فضائله على الآلاف !

ختم النبوة والامامة فى الهدى

بمحمديين هما لعين مناف ! *

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ মোহাম্মদ বিনে ইদ্‌রীছ বিনে আব্বাছ বিনে উছ্‌মান বিনে শাফেঅ, বিন্‌ছ্‌ছায়েব বিনে উবায়দ বিনে আব্দেইয়াযীদ বিনে হাশেম বিন্‌ল মুত্তালিব ইব্‌নে আব্দেমনাফ বিনে কুছাই বিনে কিলাব আলকোরায়শী আল-মুত্তালাবী। ইমাম শাফেয়ীর অন্যতম প্রপিতামহ ছায়েব বিনে উবায়দ বদরযুদ্ধে কাফের দলের পক্ষে বনিহাশেমদের পতাকাধারী ছিলেন। স্বেচ্ছায় মুছ্‌লিম বাহিনীর নিকট ধরা দেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হস্তে ইছলাম গ্রহণ করেন। ইমাম ছাহেবের ঊর্ধতন পুরুষ আব্দেমনাফ এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পূর্ব পুরুষ আব্দেমনাফ অভিন্ন ব্যক্তি। অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে অন্য কেহই এ গৌরবের অধিকারী হন নাই। ইমাম শাফেয়ীর জননী আয্‌দ গোত্রের জনৈকা মহিয়সী নারী ছিলেন।

ইমামের জন্ম,

ইহা অবিসম্বাদিত যে, ইমাম শাফেয়ী ইমামে-আ'যমের মৃত্যুসনে অর্থাৎ ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন-রূপী রেওয়ায়ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়ত সূত্রে তিনি আছ্‌কালানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন আবার অন্যান্য বর্ণনা অনুসারে ইমাম ছাহেব গাযায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কেহ বলেন, গাযা ইয়েমেনের অন্তরগত, আবার কেহ বলেন, উহা সিরিয়ায় অবস্থিত।

মক্কায় আগমন

ইমাম ছাহেব তাঁহার দুই বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন। তাঁহার জননী শাফেয়ীর বংশগৌরব যাহাতে ক্ষুন্ন না হয়, তজ্জন্য শিশু পুত্র সমভিব্যাহারে মক্কায় চলিয়া আসেন এবং জনৈক কোরায়শী—জ্ঞাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাফেয়ী কোরায়শী-দের মধ্যে থাকিয়া প্রতিপালিত এবং স্বীয় ঊর্ধতন পুরুষগণের গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হউন, এই আশা-তেই তাঁহার মহিয়সী জননী তাঁহাকে মক্কায় বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। জননীর আশা যে সার্থক হইয়াছিল, এ কথা বলা বাহুল্য। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শাফেয়ীর জননী মাঝে মাঝে মক্কার বাহিরেও তাঁহাকে লইয়া যাইতেন কিন্তু অতঃপর তিনি স্থায়ী ভাবে মক্কায় রহিয়া যান। ৭ বৎসর বয়সে শাফেয়ী কোরআন আর ১০ বৎসর বয়সে ইমাম মালেকের মুওয়াত্তা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন।

ইমাম শাফেয়ীর উছ্‌তাযগণ,

ইমাম শাফেয়ীর বহুসংখ্যক উছতাযের মধ্যে তাঁহার চাচা মোহাম্মদ বিনে আলী বিনে শাফেঅ, ইবরাহীম বিনে আবি ইয়াহ্‌য়া ছঅদ, ইছমাঈল

* শাফেয়ী সমুদয় ইমামের অধিনায়ক; তাঁহার গৌরব শতলক্ষ বিদ্বানকে অতিক্রম করিয়াছে। নবুওত আর সঠিকপথের ইমামত দুইজন মোহাম্মদে নিঃশেষিত হইয়াছে আর সে দুইজনই আব্দেমনাফ গোত্রের! অর্থাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) ন্যায় ইমাম শাফেয়ীও আব্দেমনাফ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামও মোহাম্মদ ছিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) দ্বারা কোরআন ও ছুন্নতের সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে যেরূপ নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, কবির কল্পনায় ইমাম শাফেয়ীর দ্বারাও তেমনি হিদায়তের ইমামত শেষ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় মহাবিদ্বান ও পথপ্রদর্শক অতঃপর আর কেহই জন্মগ্রহণ করিবেননা। কবির কল্পনার পিছনে কোরআন ও ছুন্নতের কোন প্রমাণ বিদ্যমান না থাকিলেও ঐতিহাসিক ভাবে এযাবৎ এই ধারণার ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয়নাই।

www.ahlehadeethbd.org

বিনে কছতনতীন্, ইছমাঈল বিনে জা'ফর, দাউদ বিনে আবদুর রহমান আবদুল আযীয দরাওয়ার্দী, ইবরাহীম বিনে আবি ইয়াহ্য়া, আবদুর রহমান মলীকী, আবদুল্লাহ মখযুমী, ইবরাহীম বিনে আবি মহযুরা, আবদুল্লাহ বিনুল হারেছ মখযুমী, মোহাম্মদ বিনে আবি ফুদয়ক, আবদুল মজীদ বিনে আবি রাউয়াদ, মোহাম্মদ বিনে উছমান জমহী, ছঈদ বিনে ছালেম কদ্দাহ্, ইয়াহ্য়া বিনে ছলীম তায়েফী, হাতেম বিনে ইছমাঈল, মুত্তারুরফ বিনে মাযেন, হিশাম বিনে ইউছুফ, ইয়াহ্য়া বিনে আবি হাছছান, আবদুল—ওয়াহ্হাব ছকফী, ইছমাঈল বিনে আলীয়া, মুছলিম বিনে খালিদ যনজী, আবদুল আযীয বিনুল মাজশুন, মোহাম্মদ বিনুল হাছান শয়বানী, ছুফ্য়ান বিনে উআয়না ও ইমাম মালেক সমধিক প্রসিদ্ধ।

কির্আত বিদ্যায় পারদর্শিতা,

মক্কার বিখ্যাত কারী ইছমাঈল বিনে কছতনতিনের নিকট হইতে কির্আতের বিদ্যায় শাফেয়ী অতুলনীয় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। রামাযানের তারাবীহে তিনি ৬০ বার কোরআন সমাপ্ত করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর এরূপ সুমধুর এবং পাঠভংগী এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, বহর বিনে নছর বলেন, আমরা যখন কাঁদিতে ইচ্ছা করিতাম তখন পরস্পর বলাবলি করিতাম, চল, আমরা সেই মুত্তলবী নওজওয়ানের কাছে গিয়া কোরআন শ্রবণ করিয়া আসি। অতঃপর আমরা শাফেয়ীর নিকট সমবেত হইতাম এবং তিনি কোরআন মজীদের কিরআৎ আরম্ভ করিয়া দিতেন, তাঁহার সম্মুখে শ্রোতারা অজ্ঞান হইয়া পতিত হইতেন এবং তাঁহার সুমধুর ও উদাত্ত কণ্ঠের কোরআন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যাইত।

স্মৃতি ও অধ্যবসায়,

স্মরণ শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও অধিকতর স্মৃতিশক্তি লাভ করার জন্য লোবান ব্যবহার করার ফলে শাফেয়ী অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।—অসামান্য স্মৃতিধর হইয়াও ইমাম শাফেয়ী কাপড় ও চামড়ায় হাদীছ লিখিয়া লইতেন। দারিদ্র নিবন্ধন কাগজ কিনিতে অক্ষম হওয়ায় অনেক সময়ে সরকারী দফতরের পরিত্যক্ত কাগজের শূন্য পৃষ্ঠায় হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতেন।

সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা,

ইমাম শাফেয়ী প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইছলামী ফিক্হ, ছুন্নত ও কোরআনে—বিশেষজ্ঞের আসন অধিকার করিতে হইলে আরাবী সাহিত্যে ও সাহিত্যিকতায় অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত তিনি আরব বেদুইনদের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, হুযয়লদের দশ সহস্র কবিতা, সঠিক উচ্চারণ ও প্রয়োগ-পদ্ধতিসহকারে ইমাম ছাহেবের কণ্ঠস্থ ছিল। প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও আভিধানিক আছমায়ী (১২২—২১৬) ইমাম শাফেয়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হুযয়লীদের কবিতা তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি শন্ফরী আযদীর কবিতামালা মোহাম্মদ বিনে ইদ্রীছ শাফেয়ীর নিকট পাঠ করিয়াছি।

قرأت شعر الشنفرى الازدى على محمد بن ادريس الشافعى –

মু'তাযেলাদের ইমাম স্বনামধন্য সাহিত্যিক জাহেয—বলেন, আমি এই সকল অনুসরণজীবী অর্থাৎ আহ্লে-ছুন্নতদের গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, মুত্তলবী—অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক আর কেহই নাই। তাঁহার ভাষা যেন মুক্তার মালা গাঁথিয়া যাইতেছে। কোরআন মজীদের ছুরত

نظرت فى كتب هؤلاء التابعة الذين اتبعوا فى العلم يعنى اهل السنة فلم ار احسن تاليفا من المطلبى كان لسانه ينظم الدرر!

আন্‌নিছার তৃতীয় আয়তে কথিত ذلك ادنى ان لاتعولوا বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুতাযেলী হানাফী ইমাম আল্লামা যমখশরী (৪৬৭—৫৩৮) তাঁহার "কশ্‌শাফে" ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক প্রদত্ত— ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, শাফেয়ীর ন্যায় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মুখপাত্র, শরীঅতের— ইমাম, মুজতাহিদগণের শিরোমণি — ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক ও অভ্রান্ত মনে করা উচিত!— আরাবী সাহিত্যে—

وكلام مثل الشافعي من اعلام العلم وائمة الشرع وروس المجتهدين حقيق بان يحمل على الصحة والسداد' وكان اعلى كعبا و اطول باعا في كلام العرب !

তিনি আসাধারণ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ মাযেনী (—২৪৯) আভিধানিক ছঅলব (২০০—২৯১) ও আযহারী (২৮২—৩৭০) সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, মোহাম্মদ বিনে ইদ্‌রীছ

قول محمد بن ادريس حجة في اللغة -

শাফেয়ীর উক্তি অভিধানের দিক দিয়া অথরীটি বা প্রামাণ্য।

লক্ষভেদে অসাধারণত্ব,

আরাবী সাহিত্য, ব্যাকরণ ও অভিধানের ন্যায় ইমাম শাফেয়ী শরসন্ধানেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। একদিন ছাত্র ও বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত মজ্‌লিছে তিনি বলিতেছিলেন, আমার ষোলআনা মনোযোগ বাল্যে ও যৌবনে তীরকামান শিক্ষা করার ও বিদ্যাঅর্জনের কার্যে নিবিষ্ট ছিল, তীর নিক্ষেপ করার কার্যে আমি এরূপ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলাম যে, আমার নিক্ষিপ্ত দশটী তীরের মধ্যে একটীও লক্ষ-চ্যুত হইতনা। ইমাম ছাহেব তীরকামানে তাঁহার দক্ষতার কথা বলিলেন বটে কিন্তু নিজের জ্ঞানগরিমা সম্বন্ধে কিছুই বলিলেননা কিন্তু মজ্‌লিছে সমাগত জনৈক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহর শপথ! বিদ্যার গরিমায় আপনি তীরকামানের নৈপুণ্যকেও অতিক্রম করিয়াগিয়াছেন।

মদীনায় আগমন,

মক্কার গুণী ও সুধী বৃন্দের নিকট হইতে শিক্ষাসমাপ্ত করিয়া ইমাম ছাহেব ১৬৩ হিজরীতে মদীনার ইমাম মালেক বিনে আনছের নিকট উপস্থিত হন। শাফেয়ী স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি ইমাম মালেক কর্তৃক ক্লাসে শরীক হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তী দিবস দর্‌ছের হল্‌কায় যোগদান করিলাম, মোওয়াত্তা আমার হাতেই ছিল, আমি উচ্চকণ্ঠে উহা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম কিন্তু আমি ইমাম মালেকের প্রতাপে স্তব্ধ হইয়া গেলাম এবং আবৃত্তি শেষ করিতে উদ্যত হইলাম। ইমাম মালেক আমার আবৃত্তির সৌন্দর্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হে জওয়ান, পড়িতে থাক! আবৃত্তি বন্ধ করিওনা! ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি এইভাবে কয়েক দিবস পর্যন্ত মোওয়াত্তা আবৃত্তি করিতে থাকিলাম। ১৭৯ হিজরীতে ইমাম মালেকের ওফাত হয়, ইমাম শাফেয়ী উছ্‌তাযের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার সাহচর্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই, মাঝে মাঝে মাতৃদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় এবং দেশপর্যটনের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতেন।

চাকুরী জীবন,

দারিদ্রের কবলে নিষ্পেষিত হইতে থাকায় অতঃপর ইমাম ছাহেবকে অর্থোপার্জনের কার্যে মনোনিবেশ করিতে হইল। ইয়ামানের শাসনকর্তা তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানগরিমার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে ইয়ামানে একটী সরকারী চাকুরী দিতে সম্মত হন। ইমাম ছাহেব তখন এরূপ সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পাথেয় সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে তদীয় মাতার বাসগৃহ বন্ধক রাখিতে হইয়াছিল। মোটের

www.ahlehadeethbd.org

উপর তিনি ইয়ামানে প্রথমতঃ একটী সরকারী কার্যে নিয়োজিত এবং কিছুকাল পরেই ইয়ামানের অন্তর্গত নজ্‌রানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। চাকুরী এবং শাসনকর্তৃত্বের কার্য উপলক্ষে বহু ফকীহ, মুহাদ্‌দিছ ও বিদ্বান ব্যক্তির সহিত তাঁহার যোগাযোগ স্থাপনের পথ সুগম হইল, তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার কথা দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু এক দল বিদ্বান তাঁহাকে চাকুরী পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বুঝাইতেছিলেন যে, চাকুরির জন্য বিদ্যাকে সৃষ্টি করা হয়নাই।

বিদ্রোহের অভিযোগ,

ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হইল যাহার ফলে ইমাম শাফেয়ী খলীফা হারূনের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। ইমাম ছাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেন, "আমি যখন নজ্‌রানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হই, তখন উক্ত অঞ্চলে বনুহারিছ ও বনু-ছকীফের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসরা বসবাস করিত। কোন নূতন ব্যক্তি শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া নজ্‌রানে আগমন করিলে এই মওয়ালীর দল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নানারূপ চাটুকারিতা ও স্তবস্তুতির সাহায্যে তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টিত হইত। কিন্তু আমার কাছে সমবেত হইবার তাহারা সুবিধা পায়নাই।" ইতিমধ্যে নূতন একজন লোক ইয়ামানের গভর্ণর হইয়া আসে। এই লোকটি অত্যন্ত বদ-মিযাজ ও অত্যাচারী ছিল। তাহার অত্যাচারের হস্ত হইতে নজ্‌রানের অধিবাসীবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য ইমাম শাফেয়ী বদ্ধপরিকর হইলেন এবং উহার অত্যাচারের প্রতিরোধ কল্পে তিনি তাহার কার্য-কলাপের কঠোর সমালোচনা শুরু করিয়া দিলেন।

আব্বাছীরা হযরত আলীর বংশধরদের সাহায্যেই খিলাফতের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, কিন্তু গদ্দী অধিকার করার পর তাঁহারা আলাব্বীদিগকেই নিজেদের সর্বাপেক্ষা বড় দুশ্‌মন ভাবিতে আরম্ভ করেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) আত্মীয়তার দাবীতেই আব্বাছী খলীফারা সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, আর আলাব্বীরা আত্মীয়তার দাবীর দিক দিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন, ফলে আব্বাছী সম্রাটগণ আলাব্বীদিগকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করিয়া তাঁহাদের নিধনকল্পে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। ইয়ামানের শাসনকর্তা ইমাম শাফেয়ীর ক্ষুরধার সমালোচনার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য খলীফা হারূনররশীদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মোহাম্মদ বিনে ইদ্‌রীছ নামক জনৈক শাফেয়ী মুত্তলবী আলাব্বী বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই লোকটীর রসনা যেকার্য করিতে সক্ষম অন্য কাহারও তরবারি তাহা করিতে সমর্থ নয়। হারূন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ৯ জন বিদ্রোহী আলাব্বীকে ইমাম শাফেয়ী সমভিব্যাহারে বাগ্‌দাদের দরবারে প্রেরণ করিবার ফর্মান জারী করিলেন।

ইমাম শাফেয়ীকে খলীফা হারূনরশীদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে খলীফা তাঁহার বিরুদ্ধে — আব্বাছী খিলাফতের অবসানকল্পে আলাব্বীদের সহিত ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং তাঁহার আচরণের কৈফিয়ত চান। ইমাম ছাহেব অভিযোগের জওয়াবে বলেন, আমীরুল মুমেনীন, আচ্ছা বলুন দেখি, দুইজন লোকের মধ্যে একজন আমাকে তাহার ভাই মনে করে আর অপর ব্যক্তি আমাকে তাহার ক্রীতদাস ধারণা করে, এতদুভয়ের মধ্যে আমার প্রীতিভাজন হইবে কে? খলীফা বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে ভাই মনে করিয়া থাকে, স্বভাবতঃ সেই আপনার প্রীতিভাজন হইবে। শাফেয়ী বলিলেন, আমিরুল মুমেনীন, ইহাই আপনার অভিযোগের জওয়াব। আপনি হযরত আব্বাছের আর আলাব্বীরা রছুলুল্লাহর (দঃ) জামাতা হযরত আলীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বংশধর। আমি মুত্তালিবের বংশধর! আপনারা আমাদিগকে আপনাদের ভ্রাতা বিবেচনা করেন, কিন্তু আলাব্বীরা আমাদিগকে তাহাদের দাস ধারণা করিয়া থাকে।

ইমাম ইব্নে আবদুলবর এবং ইব্নুলইমাদ তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হারূণ তখন বাগ্দাদের অন্তঃপাতী রক্কা নামক নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত নগরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন ইমাম আবূহানীফার বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুল হাছান শয়বানী। তিনি শাফেয়ীর সুহৃদ ছিলেন এবং যাঁহাদের কাছে শাফেয়ী বিদ্যালাভ করার জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন, ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুলহাছান তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ইমাম ছাহেব হিজায হইতে ৯ জন আলাব্বীদের সহিত রাজদ্রোহের অভিযোগে শৃংখলাবদ্ধ হইয়া রক্কায় নীত হন। অন্য একটী রেওয়ায়ত সূত্রে শাফেয়ী কতিপয় কোরায়শী সমভিব্যাহারে জনৈক আলাব্বীর সহিত বিদ্রোহ সৃষ্টি করার অভিযোগে ধৃত হইয়া শৃংখলিত অবস্থায় মক্কা হইতে রক্কায় হারূনের সম্মুখে নীত হন। হারূনরশীদ ইমাম শাফেয়ীকে মক্কার কোরায়শীদলের মুখপাত্র স্বরূপ কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করিলে শাফেয়ী উপরিউক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। হারূন তাঁহার জওয়াবে সন্তুষ্ট হইয়া সমুদয় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৫ শত সুবর্ণমুদ্রা এবং শাফেয়ীকে পৃথকভাবে পঞ্চাশ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করার আদেশ দিয়া মুক্তিদেন। কিন্তু অপর রেওয়ায়ত অনুসারে হারূন ৯ জন আলাব্বীকেই নিহত করিয়াছিলেন। আর ইমাম শাফেয়ী জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি জওয়াব দিয়াছিলেন যে, আমি তালেবী (আবুতালেবের বংশধর) অথবা আলাব্বী (হযরত আলীর বংশধর) এতদুভয়ের কোনটাই নই। আমাকে যবরদস্তি এই দলের সংগে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি আব্দেমানাফের পুত্র মুত্তালিব বংশীয় — [রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রপিতামহ হাশিমের ভ্রাতা; মুত্তালিবের পুত্র হাশিম আর রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রপিতামহ হাশেম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রব্যক্তি।] এতদ্ব্যতীত আমি কিছু বিদ্যাবুদ্ধিও রাখি, ফিক্হশাস্ত্রও অবগত আছি। আপনার কাযী অর্থাৎ ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুলহাছান আমাকে চিনেন, আমার নাম মোহাম্মদ বিনে ইদ্রীছ! তখন ইমাম মোহাম্মদও শাফেয়ীকে সমর্থন করেন এবং তাঁহার জ্ঞানগরিমা ও বিদ্যাবত্তার কথা খলীফা হারূনের নিকট ব্যক্ত করেন। হারূনরশীদ সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া ইমাম শাফেয়ীকে ইমাম মোহাম্মদের সংগে যাইতেদেন। এই ব্যাপার ১৮৪ হিজ্রীতে অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর ৩২ বৎসর বয়সে ঘটিয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম শাফেয়ীর বৈশিষ্ট্য.

ইমাম মালেক যেরূপ মদনী ও কুফী বিদ্যার উদ্ভবকেন্দ্র ছিলেন, সেইরূপ ইমাম শাফেয়ীর মধ্যে মদনী ও কুফী অর্থাৎ "হাদীছ" ও "রায়" উভয় বিদ্যা সংগম লাভ করিয়াছিল। হাফেয ইব্নে হজর আছ্কালানীর ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, "মদনী ফিক্হের সার্বভৌমত্ব ইমাম মালেকের ভিতর নিঃশেষিত হইয়াছিল, ইমাম শাফেয়ী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ করিয়া ইমাম মালেকের সমুদয় বিদ্যার ধারক হইয়াছিলেন। — আবার ইরাকী ফিক্হের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব ইমাম আবূহানীফার মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। ইমাম শাফেয়ী তাঁহার সন্দর্শন লাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট ছাত্র, যিনি ইমাম মালেকেরও অন্যতম ছাত্র ছিলেন, সেই ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুল হাছানের নিকট হইতে ইরাকী ফিক্হের সমস্তই শ্রবণ করিয়াছিলেন। ফলে ইমাম শাফেয়ীর মধ্যে আহ্লেহাদীছ ও আহ্লেরায় উভয় দলের বিদ্যার সমাবেশ হইয়াছিল এবং

www.ahlehadeethbd.org

তিনি উভয় বিদ্যার মধ্যে সমন্বয় ঘটাইয়া ফিকহ শাস্ত্রের অছুল [Principles] বিরচিত এবং উহার নিয়মকানুন গঠিত করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি মোহাম্মদ বিনুল হাছানের নিকট হইতে উষ্ট্রের বোঝা পরিমাণ বিদ্যা সংকলিত করিয়াছিলাম

لقد كتبت عن محمد وقر بعير و لولاه ما انفتق لي من العلم ما انفتق -

এবং যদি তিনি না হইতেন তাহা হইলে আমার বিদ্যা যেরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, সে রূপ করিত না, —শযরাতুয যহব (১). ৩২৩ পৃঃ। ইমাম মোহাম্মদ ইমাম শাফেয়ীকে যেরূপ ইরাকের বিদ্যায় সমৃদ্ধ—করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহার অভাব অভিযোগেও সকল সময়ে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। ইমাম মোহাম্মদ স্বীয় উচ্চতাযন্তাই — ও গৌরবান্বিত ছাত্রকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। একদা খলীফার দরবারে গমন করার জন্য — কাযী মোহাম্মদ বিনুল হাছান অশ্বারোহণ করিয়াছিলেন এমন সময়ে ইমাম শাফেয়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করা মাত্র ইমাম মোহাম্মদ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় খাদিমকে বলিলেন, যাও, খলীফার কাছে গিয়া বল, আমার পক্ষে এখন উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হইল না। শাফেয়ী উছতাযকে বলিলেন, আমি অন্য সময় উপস্থিত হইলেই চলিবে। ইমাম মোহাম্মদ বলিলেন, তাহা হইতে পারেনা। এই কথা বলিয়া তিনি শাফেয়ীর হস্ত ধারণ পূর্বক স্বীয় বাসভবনে প্রবেশ করিলেন।

মক্কায় প্রত্যাবর্তন,

কোরআন, হাদীছ, ফিক্হে-মদীনা, ফিক্হে-ইরাক, আরাবী সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস, রিজাল প্রভৃতি বিদ্যায় আপন যুগের বিদ্বানগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ইমাম শাফেয়ী মক্কায় প্রত্যাবর্তিত হন। মক্কায় হজ্জের মওছমে ইছলাম জগতের সকল প্রান্ত হইতে সমস্ত দলের বিদ্বান, ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণ সমবেত হইতেন। মুছলিম জগতের এই নাভিস্থল হইতে ইমাম শাফেয়ীর যশোসৌরভ মৃগনাভির ন্যায় পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল, এই স্থানেই ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ও ইছহাক বিনে রাহুওয়ে প্রভৃতির ন্যায় বিদ্বানগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

ইছহাক বিনে রাহুওয়ে বলিতেছেন, একদা আমরা ছুফয়ান বিনে উআয়নার দর্ছে আমর বিনে দীনারের হাদীছগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম, এমন সময় আহমদ বিনে হাম্বল আসিয়া আমাকে বলিলেন, চল আবূইয়াকুব, আমি তোমাকে এমন একজন লোক দেখাই, যাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তিকে তোমার চক্ষু কোনদিন দর্শন করেনাই।

تعال حتى اذهب بك الى من لم ترعيناك مثله -

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলাম, তিনি আমাকে ইমাম শাফেয়ীর দর্ছের হল্কায় লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার বিদ্যার গভীরতা এবং স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। ইমাম আহমদ বলিলেন, হে আবু ইয়াকুব, ইঁহার নিকট হইতে যাহা পার শিখিয়া লও, কারণ ইঁহার তুল্য কোন ব্যক্তি আমি দর্শন করিনাই। ইমাম শাফেয়ী মক্কায় ৯ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার যশোভাতি মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় দিক দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে।

বাগদাদে প্রবেশ,

সর্বজনমান্য বিশ্ববিশ্রুত মহাবিদ্বান রূপে সর্বপ্রথম ১৯৫ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী ইছলাম জগতের তৎকালীন কেন্দ্রভূমি বাগদাদে প্রবেশ করেন। তখন তিনি ইছলামী ফিক্হের একটী নিজস্ব স্কুল প্রতিষ্ঠা করার

www.ahlehadeethbd.org

যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। বাগ্দাদে উপনীত হওয়ার সংগে সংগে দারুল খিলাফতের ফকীহ্ ও মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত হইলেন। খলীফার গোষ্ঠির বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও শাফেয়ীর বিদ্যাবত্তার প্রভাবে নতশীর হইলেন। তিনি এ যাত্রায় দুই বৎসর বাগ্দাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইমাম আবু ছওর বাগ্দাদী, ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বল, হাছান বিনে মোহাম্মদ ছবাহ যাআফরানী ও আবু আবদুর রহমান প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।— বাগ্দাদের তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম হাদীছতত্ত্ববিশারদ আবদুর রহমান বিনে মহ্দী ইমাম শাফেয়ী অপেক্ষা পনের বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে কোরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াছের সাহায্যে মছআলা প্রতিপাদন করার রীতি এবং নাছেখ,— মন্ছুখ ও অমুম, খছুছের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। ইবনে মহ্দীর অনুরোধক্রমে— ইমাম শাফেয়ী 'কিতাবুর রিছালা' নামক তাঁহার যুগান্তকারী পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। শাফেয়ীর —"কিতাবুল হুজ্জত"ও এই সময়ের লিখিত গ্রন্থ।

দুই বৎসর পর্যন্ত বাগ্দাদে অবস্থান করার পর ইমাম শাফেয়ী মক্কায় প্রত্যাবর্তিত হন।

বাগ্দাদে পুনঃপ্রবেশ ও মিছর যাত্রা,

১৯৮ হিজ্রীতে ইমাম শাফেয়ী পুনরায়— বাগ্দাদে আগমন করিলেন, কিন্তু তখন হারুনরশীদের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তদীয় পুত্র মামুন ভ্রাতা-আমীনের রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করিয়া খিলাফতের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। আমীনের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবীয় শক্তি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন আর মামুনের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে তদানীন্তন পারসীক শক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ফলে আমীনের পরাজয় দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ইছলামী খিলাফতে আরবীয় প্রভাবেরই অবসান সূচিত হইয়াছিল। এই নবোদ্ভূত পরিবেশ ইমাম শাফেয়ীর প্রকৃতির অনুকূল হয় নাই। এতদ্ব্যতীত খলীফা হারুনরশীদের যুগে তদানীন্তন ইছলাম জগতের অন্যান্য নগর নগরীর ন্যায় বাগ্দাদেও আহলেছুন্নতগণেরই সর্বাধিক প্রভাব ও প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত কিন্তু মামুনরশীদের গায়ের-ইছলামী দার্শনিক রুচি ও দৃষ্টিভংগী বাগ্দাদে জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল। আহ্লেছুন্নত বিদ্বানগণের পরিবর্তে বাগ্দাদে তখন মু'তাযেলাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাইতেছিল। মু'তাযেলারাই রাজ দরবারের ভিতরে ও বাহিরে সর্বেসর্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি এমন কি ফিক্হ— শাস্ত্রেও খলীফা মামুন তাঁহাদিগকেই অগ্রগন্য বিবেচনা করিতেন। এ দিকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফার ন্যায় মু'তাযেলাদিগকে মোটেই বরদাশত করিতে পারিতেননা, তাঁহাদের প্রতিপাদন ভংগী ও সমস্যার সমাধানরীতি তাঁহার মনঃপুত হইত না। ইতিমধ্যে মু'তাযেলাদের প্ররোচনায়, মামুন কোরআন সৃষ্টি পদার্থ কিনা, সে সম্পর্কে এক অভিনব অভিমত অত্যন্ত — কঠোরতার সহিত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তৎকালীন আহলেছুন্নত বিদ্বানগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্বয়ং মামুনরশীদ ইমাম শাফেয়ীকে বাগ্দাদের প্রধান বিচার পতির পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু সমুদয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইমাম ছাহেব খলীফার প্রস্তাব— সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করিতে করিতে চিরদিনের মত এশিয়া মহাদেশ পরিত্যাগ করিয়া মিছরের যাত্রী হইলেন :

لقد اصبحت نفسی تتوق الی مصر!
ومن دونها ارض المهامة والقفر!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فوالله ما ادرى الفوز والغنى ?
اساق اليها ام اساق الى قبرى ?

অর্থাৎ আমার মন মিছরের দিকে এখন বড়ই আগ্রহান্বিত হইয়াছে, কিন্তু এ পথ দুঃখপূর্ণ ও তৃণ-লতাদিশূন্য! আল্লাহর শপথ! আমি জানিনা, আমি সাফল্য ও সম্পদের সহিত মিলিত হইবার জন্য তথায় গমন করিতেছি, না কবরের মুখে প্রবেশ করার জন্য?

মিছরে পদার্পণ,

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ইমাম শাফেয়ী তদীয় কবিতায় দুইটী বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটীর প্রত্যাশা করিলেও মিছরে তিনি উভয় বস্তুরই অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৯৮ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী মিছরে উপস্থিত হইবার সংগে সংগেই উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তা রাজকোষ হইতে অভাবগ্রস্ত জ্ঞাতির অংশ (ذوى القربى) ইমাম শাফেয়ীর জন্য বরাদ্দ করিয়া দিলেন। ফলে অতঃপর তিনি জীবিকার চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া নবোদ্যমে স্বীয় ফিক্হী স্কুলের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আবদুল্লাহ বিনে আবদুলহাকাম (মৃঃ ২১৪ হিঃ), মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবদুলহাকাম (মৃঃ ২৭৮ হিঃ), রুবাইয়অ্ বিনে ছুলায়মান (মৃঃ ২৭০ হিঃ) ইছমায়ীল বিনে ইয়াহ্য়া মুযানী (মৃঃ ২৬৪ হিঃ) ও ইউছুফ বিনে ইয়াহ্য়া বুওয়ায়তী (মৃঃ ২৩১ হিঃ) প্রভৃতি প্রথিতযশা বিদ্বানগণ কেহ মালেকী ও কেহ হানাফী স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ইমাম ছাহেব — কর্তৃক স্থাপিত নূতন শাফেয়ী স্কুলে দীক্ষিত হইলেন। মিছরেই ইমাম ছাহেব তাঁহার নূতন মযহব অনুসারে বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থরাজি যথা কিতাবুল উম, ইমালীয়ে কুব্রা, ইম্লায়ে ছগীর, মুখ্তছর বুওয়ায়তী, মুখ্তছর মুযানী, মুখ্তছর রুবাইয়অ্ ও কিতাবুছ ছুনন প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী বাগদাদে অবস্থানকালীন আপন গ্রন্থসমূহে যেসকল সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেগুলি "মযহবে কদীম" আর মিছরে লিখিত গ্রন্থরাজিতে বর্ণিত অভিমত "মযহবে-জদীদ" বলিয়া শাফেয়ী ফিক্হে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইমাম শাফেয়ীর পরিগৃহীত ব্যবহারিক মযহব,

১৯৫ হিজরী অর্থাৎ বাগদাদে প্রবেশ করার অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইমাম মালেকের অন্ধ ভক্তের দল তাঁহার উক্তি ও সিদ্ধান্ত সমূহকে — রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছেরও ঊর্ধ স্থান দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রমাদহীন সাব্যস্ত করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন, তখন ইমাম শাফেয়ী বাধ্য হইয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ সমূহের রক্ষী এবং প্রহরীরূপে ইমাম মালেকের মযহবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মযহবী ফির্কাবন্দীর প্রতিবাদ,

ইমাম শাফেয়ী একাধারে ইমাম মালেক, ইমাম আবূহানীফা ও ইমাম আওযায়ীর সিদ্ধান্ত-সমূহের কঠোর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। স্বীয় উছতায ইমাম মালেকের বিরোধ করিতে গিয়া তিনি বৎসরাধিক কাল ধরিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থ "খিলাফ-মালিক" ভুবন বিখ্যাত। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখিয়াছেন: ইমাম শাফেয়ী অবগত হইলেন যে, স্পেনে ইমাম মালেকের একটী টুপী আছে, মালেকীরা সেই টুপীর দোহাই দিয়া বৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই সকল অন্ধভক্তদের যখন বলা হইত যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ বলিয়াছেন, তাহারা সেকথার জওয়াবে তৎক্ষণাৎ বলিত, ইমাম মালেক এইরূপ বলিয়াছেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি অবলোকন করিয়া ইমাম শাফেয়ী ইহা প্রতিপন্ন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন যে, ইমাম মালেক যত বড়ই বিদ্বান হউননা কেন, তিনি নবী বা রছুল ছিলেননা এবং তাঁহাকে অভ্রান্ত ও প্রমাদবিহীন মনে করা মূর্খতার নিদর্শন মাত্র। তাই যেসকল সিদ্ধান্তে ইমাম মালেকের ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, ইমাম শাফেয়ী অকাট্য প্রমাণ সহকারে সেগুলির স্বরূপ স্বীয় গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত করিলেন। এইভাবে তিনি ইমাম আবূ-হানীফা ও ইমাম আওযায়ীর মযহবের ভ্রান্তিগুলিও ধরাইয়া দিয়াছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

"কাজী মিনহাজউদ্দিন সিরাজ"

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান—এম, এ।

সূচনা :

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের ন্যায় ইতিহাস রচনায়ও মুসলমানগণ গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সত্যকথা বলিতে কি, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সত্যমিথ্যা যাচাই করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ও ধারাবাহিকতার সহিত ইতিহাস রচনার প্রবর্ত্তন মুসলমানরাই করিয়াছিলেন। যে ইতিহাস দর্শন [philosophy of History] লইয়া বর্ত্তমান যুগের সুধীসমাজ গর্ব্ব অনুভব করেন, তাহাও বর্ত্তমান যুগের নিজস্ব বিদ্যা নয়। উহারও প্রবর্তক মুসলমানেরাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খল্লদুনের মোকদ্দমা উক্ত বিষয়ের পথপ্রদর্শক।

যে সব মুসলিম সুধী ইতিহাস রচনায় অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইবনে কুতাইবা, ইবনে সাআদ, ইবনে জরীর তাবারী, ইবনে আসীর, বালাজুরী, মসউদী, ইবনে খল্লদুন, ইবনে খল্লিকান, মাকরেজী, ইবনে কাছির প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের গ্রন্থগুলি আরবী ভাষায় রচিত। বাগদাদের পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আরবীই ছিল মুসলিম জগতের রাষ্ট্রভাষা। শুধু তাই নয়, তৎকালে উহাই ছিল একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা। পরবর্তীকালে নানাবিধ কারণে ফারসী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়া যায় এবং সাহিত্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কাজী মিনহাজউদ্দিন সিরাজের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তিনিই প্রথম মুসলিম ঐতিহাসিক যিনি পাক-হিন্দ উপমহাদেশের ইতিহাস সর্ব্ব প্রথম ফারসী ভাষায় রচনা করেন। তাঁহারই সংক্ষিপ্ত জীবনকথা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

তাঁহার পূর্ণ নাম হইতেছে কাজী মিনহাজউদ্দিন আবুওমর উসমান। তিনি ১১৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, উহা পূর্ব্বাবধিই জ্ঞানচর্চ্চা ও বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঐ বংশের আদিবাসস্থান ছিল জুরজান নামক স্থানে। উক্ত স্থানটী হিরাতের নিকট অবস্থিত। ঐ বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পুরুষ হইতেছেন ইমাম আবদুল খালেক। তিনি সুলতান ইবরাহিমের রাজত্বকালে গজনী আগমন করেন। জ্ঞানগরিমা ও চরিত্র-মাহাত্ম্যের জন্য তথায় তিনি অচিরেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। স্বয়ং সুলতান তাঁহার হস্তে তদীয় কন্যাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ ইবরাহীম নামক পুত্রের জন্ম হয়। এই ইবরাহিমও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষ। ইবরাহিমের পুত্রের নাম মিনহাজ উদ্দিন উসমান; তাঁহার পুত্র হইতেছেন সিরাজউদ্দিন এবং তদীয় পুত্র হইতেছেন কাজী মিনহাজউদ্দিন সিরাজ, যাঁহার চরিত-কথা হইতেছে অত্র সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়।

কোন কোন চরিতকার লিখিয়াছেন যে, মিনহাজউদ্দিনের জন্মস্থান হইতেছে লাহোর। কিন্তু উহা সত্য নহে। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বপ্রথম লাহোরে আসেন ১২২৭ অব্দে। তিনি "উচ" নামক স্থান হইতে এখানে আগমন করেন এবং তথায় "মাদ্রাসা ফিরোজীর" সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা হিসাবে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার মাতা ছিলেন গৌরী সুলতান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গিয়াসউদ্দিনের কন্যার 'দুধ বোন' ও সহপাঠিনী। সেইসূত্রে মিনহাজের শিক্ষা শাহী-মহলেই আরম্ভ হয়।

ঐ যুগের 'খাওয়ারজমের' অধিপতির প্রাধান্য খুব বৃদ্ধি পায়। তিনি বাগদাদের খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। খলিফা তাঁহাকে দমন করার জন্য 'গৌর' এর অধিপতির সাহায্য চাহিয়া পাঠান। সেই সূত্রে গৌর এর সুলতান ইমাম শামসউদ্দিন ও মওলানা সিরাজউদ্দিনকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বাগদাদে খলিফার সমীপে প্রেরণ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে মওলানা সিরাজউদ্দিন হইতেছেন কাজী মিনহাজউদ্দিনের পিতা। বাগদাদ গমনকালে পথিমধ্যে তাঁহারা দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং মওলানা সিরাজ উদ্দিন নিহত হন। সেই সময় মিনহাজ উদ্দিনের বয়স অতি অল্প। তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার কাজী জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ গ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি সুলতান মোয়েজউদ্দিনের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। 'সরহিন্দ' ও 'ভাটিণ্ডা' বিজয়ের পর উহাদের শাসনভার তাঁহার উপর অর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু 'তারাইন' এর ১ম যুদ্ধে ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে রাজপুতেরা 'সরহিন্দ' অধিকার করিয়া লয়। ফলে বাধ্য হইয়া কাজী জিয়াউদ্দিনকে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ ও ভারত আগমন

সুলতান মোয়েজ উদ্দিনের মৃত্যুর ১০ বৎসরের মধ্যে 'গৌর' এর রাষ্ট্রশক্তি হ্রাস পায়। আর অন্য দিকে 'খাওয়ারজম' এর রাষ্ট্রশক্তি খুব প্রবল হইয়া উঠে, এবং 'গৌর' এর এলাকাভুক্ত অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া বসে, কিন্তু 'খাওয়ারজাম' এর এই প্রাধান্য খুবই স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। দুর্দ্ধর্ষ তাতারীদের প্রবল আক্রমণে উহা মিসমার হইয়া যায়। ১২২১ সালে চেঙ্গীজ খান সসৈন্য আমুদরিয়া (دریائے جیحون) উত্তীর্ণ হইয়া খোরাসানে উপনীত হন; এই সময় মিনহাজ উদ্দিনের বয়স ৩০ বৎসর। তাতারীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি হিরাত চলিয়া যান এবং তথাকার শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তিনি স্ববংশের একজন ললনার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। তথায় ২ বৎসর অবস্থান করিয়া তিনি ১২২৪ সালে 'তৌলক' নামক স্থানে চলিয়া যান এবং কার্য-কারণ-পরম্পরায় তথাকার জনৈক আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ফলে তথায় তাঁহার তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠে। সুতরাং তিনি ঐ বৎসরই তথা হইতে ভারতের দিকে রওয়ানা— হন এবং মুলতান ও 'উচ' এর শাসনকর্ত্তা নাসির উদ্দিন কাবাচার সমীপে হাজির হন। মিনহাজউদ্দিনের বিদ্যাবুদ্ধি ও দক্ষতার কথা কাবাচার অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি মিনহাজউদ্দিনকে সাদরে গ্রহণ করিয়া 'মাদ্রাসা ফিরোজীর' অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। ১২২৭ সনে সুলতান ইল্‌তমাস কাবাচার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করেন। অতঃপর মিনহাজউদ্দিন দিল্লীর সম্রাট ইল্‌তমাসের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার সঙ্গে দিল্লী — আগমন করেন।

ইহার ৪ বৎসর পর ইল্‌তমাস গোয়ালিয়র— অভিযান করিয়া উহা করায়ত্ব করিতে সমর্থ হন। ঐ অভিযানে মিনহাজউদ্দিন সম্রাটের সমভিব্যাহারে ছিলেন। গোয়ালিয়র জয়ের পর তথায় ঈদোজ্জোহার উৎসব সম্পন্ন হয়। ঈদের নামাজে মিনহাজ উদ্দিন ইমামতি করার সুযোগ পান। নামাজের শেষে ঐ উপলক্ষে তিনি যে খোত্‌বা (ভাষণ) দিয়াছিলেন তাহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সুলতান তাঁহাকে ঐ স্থানের জুমা মসজিদের ইমাম ও কাজী নিযুক্ত করেন। বিচার বিভাগীয়, তবলীগ সম্বন্ধীয় ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকালে মিনহাজউদ্দিন দিল্লী আগমন করেন। তথায় তিনি সুলতানা কর্তৃক 'মাদ্রাসা নাসিরিয়ার' অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই মাদ্রাসাটী তখন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সম্রাট ইল্‌তমাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে উহা প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুলতানা রাজিয়ার পর তাঁহার ভ্রাতা বাহরাম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিনহাজ উদ্দিন তাঁহার উদ্দেশ্যে এক প্রশংসাসূচক কবিতা দরবারে পাঠ করেন। ফলে সম্রাট তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ ইনাম দিয়া সম্মানিত করেন। এই সময় এক দল তাতারী হঠাৎ দিল্লীর উপর আপতিত হয়। লোকজন ইহাতে— অতিশয় ভীত হইয়া পড়ে। এই সময় মিনহাজ উদ্দিন অতিশয় সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় লোকজন শান্ত ও আশ্বস্ত হয়।

এই ঘটনার পর তিনি সম্রাট কর্তৃক রাজধানী দিল্লী সমেত সমগ্র সাম্রাজ্যের 'কাজী-উল-কোজাত' পদে নিযুক্ত হন। ক্ষমতা ও মর্য্যাদার দিক দিয়া তৎকালে এই পদটী অতুলনীয় ছিল। 'কাজী-উল-কোজাত' যে কেবল বিচার বিভাগের সর্ব্বময়-কর্ত্তা ছিলেন তাই নয়। ধর্ম্মীয় বিভাগও তাঁহার পরিচালনাধীন ছিল। জনগণের নৈতিক, চারিত্রিক ও ধর্ম্মীয় বিষয় সমূহের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই হইতেন 'শেখুল-ইসলাম'। সদর-উস্-সদুরের পদও তিনি প্রায় অলঙ্কৃত করিতেন। শরিয়তের নিয়ম কানুন সর্ব্বত্র পালিত হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধান তিনিই করিতেন। যাহা হউক, এই পদ লাভ করার পর মিনহাজউদ্দিনের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা যে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। এর ফলে দরবারের অনেকেই তাঁহার উপর হিংসা পোষণ করিতে আরম্ভ করিল। অন্য পরে কা কথা! স্বয়ং উজির মহজবউদ্দিন তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া — উঠিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই ইঙ্গিতে কয়েকজন গুণ্ডা মিনহাজউদ্দিনকে একদিন মসজিদে একাকী পাইয়া তাঁহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যক্রমে ঐ আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই ঘটনায় তিনি রাজনীতির খারাপ — দিকটার পরিচয় পাইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, সরকারী পদে সমাসীন হইলে যেরূপ মর্য্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব হয়, তদ্রূপ নিজের জীবনকেও বিপদে নিক্ষেপ করিতে হয়। পদ-মর্য্যাদা ও বিপদ অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। ফলে সরকারী চাকুরীর উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে এবং তিনি কাজী-উল-কোজাতের পদে ইস্তেফা দেন।

ইহার পর ১২৪৩ সনে তিনি বাঙলার তৎকালীন রাজধানী লক্ষণাবতীতে চলিয়া আসেন এবং এখানে ২ বৎসর অবস্থান করেন। এই সময়েই তিনি — মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার কর্তৃক বাঙলা বিজয় ও ঐতিহাসিক অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করেন। তৎকালে সরকারী পদে নিযুক্ত না থাকিলেও বাঙলার তৎকালীন গভর্ণর "তুগরিল" এর নেক নজর যে তাঁহার উপর আপতিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তিনি যে তুগরিলের একাধিক অভিযানে সহযাত্রী ছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অতঃপর দিল্লী দরবার হইতে তুগরিলকে আহ্বান করা হয়। মিনহাজউদ্দিন আবার তুগরিলের সহিত দিল্লী ফিরিয়া আসেন। এক্ষণে দিল্লী দরবারের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। উজীর মহজাবউদ্দিন নিহত ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গোরা দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সম্রাট শাসন-শৃঙ্খলার গুরু দায়িত্বভার বুলবনের উপর ন্যস্ত করেন। বুলবনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচেষ্টায় মিনহাজউদ্দিন পুনরায় 'মাদ্রাসা নাসিরীয়া'র অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই সময় সুলতান মাসুদ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন।

ইহার পর সিংহাসনে আরোহণ করেন স্বনাম-খ্যাত সুলতান নাসিরউদ্দিন। সুলতানের অভিষেক উপলক্ষে মিনহাজউদ্দিন একটী কসিদা (প্রশংসা-গীতি) রচনা করিয়াছিলেন। এর পরও তিনি সুলতানের রাজ্যজয়ের কাহিনী কবিতার ছন্দে গ্রথিত করেন। ইহাতে সুলতান তাঁহার উপর প্রীত হইয়া একটী বৃত্তি মঞ্জুর করেন এবং বুলবনও তাঁহাকে জায়গীর-স্বরূপ একটি গ্রাম দান করেন। ১২৫১ সালে তিনি পুনরায় দিল্লীর কাজীর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এবারও এই পদ স্থায়ী হয় না। হঠাৎ একটী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুনঃ দরবারের সভাসদবৃন্দের পরিবর্ত্তন ঘটে। ইমাদউদ্দিন রিহান উজীর নিযুক্ত হন এবং বুলবনকে অন্যত্র পাঠান হয়। বুলবনের সঙ্গি-সাথিরাও তাঁহার সহিত দিল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তন্মধ্যে কাজী মিনহাজউদ্দিনও অন্যতম। অবশ্য তাঁহাদিগকে দরবার হইতে বেশীদিন দূরে থাকিতে হয় নাই। অচিরেই সুলতান বুলবনকে দিল্লীতে ফিরাইয়া আনেন এবং পুনঃ তাহাকে পূর্ব্বপদে বহাল করেন।

ঐ সময় 'আলীগড়' নগরী 'কোয়েল' নামে পরিচিত ছিল। উক্ত স্থানে সুলতানের আদেশে এক বিশেষ দরবারের অধিবেশন হয়। উহাতে মিনহাজউদ্দিনও যোগদান করেন। ঐ দরবারে বুলবনের সুফারেশ অনুযায়ী পুনরায় মিনহাজউদ্দিনকে কাজী-উল-কোজ্জাতের পদে নিযোগ করা হয়। ফলে তাঁহার পূর্ব পদমর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসে।—১২৬০ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। উহার পরের ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে অনুমতি হয় যে, তিনি সুলতান নাসির উদ্দিনের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন।

১২৬০ খৃষ্টাব্দের একটী স্মরণীয় ঘটনা হইতেছে ঐ সনে হালাকু খানের দূতের দিল্লী আগমন। ঐ সময় মিনহাজ উদ্দিনের বয়স ৭০ বৎসর। এই ঘটনার বিবরণ তিনি বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খোরাসানের এই রাজপ্রতিনিধির—আগমন উপলক্ষে সম্রাট বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিলেন। রাজধানী দিল্লীর বহির্ভাগে রাস্তার দুই পার্শ্বে বিপুল সৈন্যদল কুচকাওয়াজ—করিয়াছিল। উহার মধ্যে ২ হাজার হস্তী, ৫০ হাজার অশ্বারোহী ও ২ লক্ষ সাধারণ সৈনিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কুচকাওয়াজের পর প্রচুর পরিমাণ আতশবাজির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই কুচকাওয়াজ ও আতশবাজীর উৎসব আগন্তুকদের মনে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহাদের অবস্থানের জন্য 'শ্বেত প্রাসাদ' নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। উহা আগাগোড়া মূল্যবান গালিচা ও ঝালর প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষেও মিনহাজউদ্দিন একটী 'কসিদা' রচনা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার পুত্র কর্তৃক পঠিত হয়। ইহার পরেই মিনহাজউদ্দিন তাঁহার রচিত ইতিহাস গ্রন্থখানা সমাপ্ত করেন এবং উহা সম্রাটের সমক্ষে পেশ করেন। সম্রাটের নাম অনুযায়ী তিনি উহার নামকরণ করেন "তাবকাতে নাসিরী" বলিয়া। বলা বাহুল্য, সম্রাট এই ব্যাপারে তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার জন্য আজীবন একটী বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

'তাবকাতে নাসিরীর' প্রণেতা হিসাবেই মিনহাজউদ্দিন অবিস্মরণীয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। 'তাবকাতে নাসিরী' হইতেছে একখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে বহু সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীর প্রথম মুসলিম রাজ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বংশের তথ্যাদি সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া উত্তরকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

'তাবকাতে নাসিরী' ৩৩টী বাব বা অংশে বিভক্ত। উহার ১ম অংশে মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পরলোকগমন পর্যন্ত বহু ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তারপর খেলাফতের জামানার ইতিহাস। অতঃপর ঈরান, আফগানিস্তান, হিন্দুস্থান প্রভৃতি স্থানে যে সব মুসলিম রাজবংশের উদ্ভব হয় তাহাদের কথা লিপিবদ্ধ করা—হইয়াছে। এই ইতিহাস গ্রন্থে গজনী ও গৌরী রাজবংশ সম্বন্ধে অতি বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক ছিল মুসলমানদের জন্য অতি ভয়াবহ ফেৎনার কাল। দুর্দ্ধর্ষ তাতারীরা এই সময় মুসলিম জগতের বিখ্যাত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-কালচারের কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। তাহাদের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারী হিন্দুস্তানে আসিয়া আশ্রয় লয়। আশ্রয়-প্রার্থীদের মধ্যে বহু আলেম ফাজেল, জ্ঞানী গুণী ও শিল্পী ছিলেন। স্বয়ং কাজী মিনহাজউদ্দিনও যে উহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত এবং জ্ঞানী-লোকেরা নিহত ও নির্ব্বাসিত হওয়ায় ঐ যুগের ইতিহাসের খুব অল্প উপাদানই পাওয়া যায়। কিন্তু সুখের বিষয় 'তাবকাতে নাসিরীর' কল্যাণে আমরা ঐ সময়ের ভারতীয় ইতিহাসের কথা বেশ ভালভাবেই জানিতে পারি। এই জন্যই ঐতিহাসিক তথ্যাভিলাষীদের নিকট উহা গত ৭০০ বৎসর ধরিয়া একখানা অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ফেরেশ্‌তা ইহার খুব গুণগান করিয়াছেন। ঐতিহাসিক এলফিন্‌ষ্টন ও ষ্টুয়ার্টও উহার খুব সমাদর করিয়াছেন। ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, অপরের উপর নির্ভর না করিয়া গ্রন্থকার নিজেই তথ্যগুলি প্রভূত পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ইহারই জন্য বাঙলার রাজধানী গৌড় বা লক্ষণাবতী আগমন করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহাই ফার্‌সী ভাষায় লিখিত ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ। *

* করাচী হইতে প্রকাশিত پیام حق নামক মাসিক উর্দু পত্রিকার ১৯৫২ সালের মে সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ সৈয়দ মঈনুল হক কৃত قاضی منهاج الدین سراج নামক প্রবন্ধ হইতে এই প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য লওয়া হইয়াছে। —লেখক

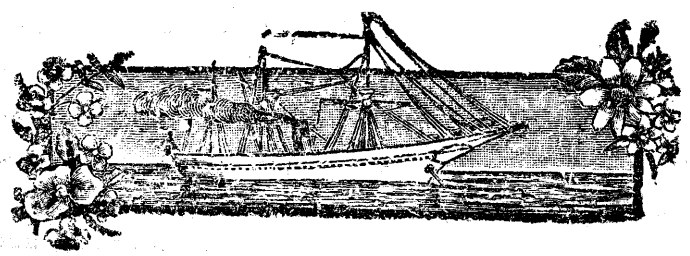

www.ahlehadeethbd.org

মুছলিম নারীঃ সে যুগে এবং এ যুগে

মুজিবর রহমান

ইছলাম পৃথিবীর ভাগ্যবিড়ম্বিত ও নিগৃহীত নারী সমাজকে দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং অবমাননার পঙ্কিল খাদ হইতে উত্থিত করিয়া পুরুষের পার্শ্বে সমমর্যাদা ও ন্যায্য অধিকারের যে গৌরব-আসনে সমাসীন করে তাহারই বরকতে ইছলামের গৌরব যুগে মুছলিম নারীগণ তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও চরিত্র মহিমাকে সুবিকশিত করিয়া সমাজজীবনকে সুষমা-মণ্ডিত করিয়া তোলার অপূর্ব সুযোগ প্রাপ্ত হন। পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ আমাদের মুছলিম নারীদের জীবনে সেই পূত চরিত্রা-নারীদের সুমহান জীবনাদর্শের একটা নিকৃষ্টতম ঝলকও নয়ন পথে পতিত হয় না। তাঁহাদের জীবনের সেই উজ্জ্বল আদর্শ এবং পবিত্র দৃষ্টান্তকে আমাদের এ যুগের মা-ভগ্নিগণ যদি নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে আজিকার সর্বব্যাপী অশান্ত পারিবারিক জীবনেও সেই সৌভাগ্য, সফলতা এবং অনাবিল শান্তি যে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। আফছোছ, ইছলামের সুমহান আদর্শ ও শিক্ষাকে পর্দার আড়ালে পশ্চাতে রাখিয়া আজ আমাদের মুছলিম মহিলাগণ পাশ্চাত্য মেয়েদের অন্ধ অনুকরণ করিয়া এবং তাহাদেরই আদর্শ ও নমুনাকে সামনে রাখিয়া পবিত্র ইছলামের রীতি-নীতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি হইতে নিজেদিগকে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে দূরে লইয়া যাইতেছেন। ইউরোপ-আমেরিকা এ যুগে নারীকে করিয়াছে ভোগের বস্তু—প্রদর্শনীর সামগ্রী, আর তারই অন্ধ অনুকরণে আজিকার মুছলিম নারীরাও সমভাবে প্রদর্শনী বাতিক-গ্রস্ত ও বিকৃত মনোভাবসম্পন্ন! একদিন যাহাদিগকে গৃহের সৌন্দর্য বলিয়া মনে করা হইত, আজ তাহারা হইয়াছে প্রকাশ্য মহফিলের সৌন্দর্য এবং প্রধানতম আকর্ষণীয় অঙ্গ! এতদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মেয়েরা আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানকে বিদ্রূপ করিয়া অজ্ঞাতসারে নিজেদেরই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। আশা ছিল স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নারীপুরুষ সকলেই পুনঃ কিতাব ও ছুন্নতের শিক্ষা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া আপন গৌর-বোজ্জ্বল আদর্শের কদর করিতে শিখিবে এবং নিজেদের জীবনকে উক্ত আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু সে আশা আজ দুরাশায় পর্যবসিত হইয়াছে।

আদর্শ নারী ও আদর্শ পুরুষের জীবন চরিতের দ্বারাই জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জল হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষ বাস করে বহির্জগতে আর মহামানব মহামানবীরা বাস করেন মানুষের অন্তর্জগতে। এই হিসাবে ইছলামের আদর্শ নর-নারীগণ দুনিয়ার বুক হইতে চলিয়া গিয়াও সমাজের অন্তর্জগতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অনুসৃত পথে চলিয়া মোছলেম সমাজ দীর্ঘদিনপর্যন্ত গৌরবের সমুন্নত আসনে সমাসীন ছিল কিন্তু আজ আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁহাদের রীতিনীতি ও জীবনপদ্ধতিকে একান্ত অবজ্ঞার ভরে দূরে ঠেলিয়া জগতের কাছে হেয়, তুচ্ছ এবং উপেক্ষিত হইতে বসিয়াছি। ইতিহাস তাঁহাদের আদর্শ জীবনপথ, কীর্তিকলাপ ও আখ্-লাকের অবলুপ্ত গৌরব গাঁথা বক্ষে লইয়া যুগে যুগে মুছলমানদের জাতীয় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল দিক ও উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই বুনিয়াদ কায়েম রাখিয়া আমাদিগকে

www.ahlehadeethbd.org

উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিজাতীয় সভ্যতা ও বিদেশীয় সংস্কৃতির মোকাবিলায় জাতীয়— ভাবধারা ও ধর্মীয় রীতিনীতি বজায় রাখিয়া আমাদের নিজস্ব তাহ্জীব ও তামদ্দুনকে প্রয়োজন মোতাবেক পূর্ণবিকাশের পথে লইয়া যাইতে হইবে। এজন্য আমাদের গরীয়ান পুরুষ ও গরীয়সী মহিলাদের জীবনী ও জীবন-পদ্ধতির আলোচনা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিবে। এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহা সম্ভবপর হইবেনা।

কিন্তু যে আদর্শকে অনুসরণ করিয়া ইছলামের গৌরব যুগে মুছলমানগণ নারীকে পুরুষের পার্শ্বেই সম্মানকর আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল, উহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। ইছলামের কল্যাণেই যুগযুগ বঞ্চিত, দেশ দেশ নিন্দিত ও নিগৃহীত নারী সমাজ পরম সম্ভ্রমের সহিত পশুর পর্য্যায় হইতে সম্মানিত মানুষের পর্য্যায় ভুক্ত হইল। পুরুষের মত নারীও প্রাপ্ত হইল ধর্মের অধিকার, কর্মের অধিকার, বিদ্যা অর্জনের অধিকার, অবাঞ্ছিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার। ইছলাম ঘোষণা করিল, সাবধান, উভয়ের উপর উভয়ের সমান অধিকার বিদ্যমান। পরস্পর যেন একই বৃন্তের দুইটী ফুল। মনে রাখ, তোমরা পরস্পর পরস্পরের অলঙ্কার। ছহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছে—

الرجل راع على اهل بيته وهو مسؤل عن رعيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسؤلة عنهم -

"পুরুষ তার পরিবারের উপর রাখালস্বরূপ, তাহাকে উহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে আবার স্ত্রীও স্বামীগৃহের ও তাহার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণকারিনী, তাহাকে উক্ত বিষয়সমূহে প্রশ্ন করা হইবে।" নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইছলামের আরও নির্দ্দেশ الجنة تحت اقدام الامهات 'মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশ্‌ত।' কিন্তু সন্তানের বেহেশ্‌ত কি সেই সমস্ত মাতৃজাতির পায়ের তলে যাহারা আজ বাহ্যিক প্রসাধন ও বিলাসব্যসনে মত্ত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে মিছিল বাহির করেন, জিন্দাবাদ ধ্বনি করেন, অসঙ্কোচে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইতে পারেন এবং রাস্তায়, রাজপথে যেখানে সেখানে চলাফিরা করিয়া কৃত্রিম আড়ম্বর দ্বারা অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস পান? কস্মিনকালেও ইঁহাদের পায়ের তলায় বেহেশ্‌ত নয়। বেহেশ্‌ত ঐ সমস্ত পুণ্যময়ী জননীর পদতলে যাঁহারা নারীকুল-শ্রেষ্ঠা উম্মুলমোমেনিন হযরত আয়েষার (রাঃ) ন্যায় ধর্ম্মকার্য্যে একনিষ্ঠ সাধিকা, খাদিজাতুল কুবরার ন্যায় পূত-চরিত্রা এবং বিনতুর রাসুল ফাতেমা যোহরার ন্যায় পর্দ্দানশীন ও ধার্ম্মিকা। ইছলাম নারীত্বের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে আজ আমাদের মা-ভগ্নিদের দৃষ্টি পথ হইতে উহা অন্তর্হিত হইয়াছে, কোরান ও হাদিসের সেই অমৃত শিক্ষা হইতে আজ আমাদের পুরুষদের ন্যায় নারীরাও বিচ্যুত হইয়া গিয়াছেন— একদিন যাহার ফল্গুধারা হজরত আয়েষা সিদ্দিকার (রাঃ) কণ্ঠে নিঃসৃত হইয়া নারী জীবনের উষর ভূমীকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। একান্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত হইয়া সম্ভ্রম-ভারে সেই মহিয়সী মহিলাদের নাম স্মরণে আপনা আপনি মাথা নত হইয়া যায়— —যাঁহারা ইসলামী সভ্যতার মহান ইমারত গড়িয়া তুলিতে পুরুষদিগকে বুদ্ধি, সাহস ও শক্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আজও তাঁহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে শোভা পাইতেছেন।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় ইতিহাসের গৌরব করে এবং যথাযথরূপেই তাহা করে কিন্তু ইছলাম ব্যতীত "পৃথিবীর যে কোন ধর্মীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নারীজাতির গৌরবময় কীর্ত্তি হইতে উহার পৃষ্ঠা

www.ahlehadeethbd.org

শূন্য। বাইবেল হয়তো এই ব্যাপারে হযরত মরিয়ামকে পেশ করিবে এবং তৌরাৎ করিবে হযরত — আছিয়াকে। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপরিউক্ত মহিলাদ্বয়ের জীবনবৃত্তান্ত ও কার্য্যকলাপ সংরক্ষিত আছে কি? ইতিহাস না-বাচক শব্দেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে। কারণ আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস তাঁহাদের জীবনীর বিস্তারিত ঘটনাবলীর কোন সন্ধান দিতে পারে নাই। একমাত্র ইসলামই হযরত মরিয়মকে ও হযরত আছিয়াকে গৌরব প্রদান করিয়াছে। বাইবেল ও তৌরাৎ তাঁহাদের মহিমা প্রচারে নীরব। কিন্তু ইস্‌লাম যে সমস্ত নারীকে আদর্শ মহিলারূপে উপস্থাপিত করিয়াছে তাঁহাদের প্রত্যেকের কারনামা ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহাদের সেই সমুজ্জ্বল জীবন বৈশিষ্ট্যে ও চরিত্র মাহাত্ম্যে পৃথিবীর ইতিহাস সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত।

এখন প্রশ্ন এই যে, নারীদের জন্য ইছলামের সুমহান ধর্মীয় আদর্শ ও মুছলিম ইতিহাসের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের বিদ্যমানতা এবং ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান কর্তৃক সমাজজীবনে ইছলামী বিধানের রূপায়ণ ও ঐতিহ্যের অনুসরণের কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রগতিসম্পন্ন মুছলিম মহিলাবৃন্দ বিজাতীয় জীবনপদ্ধতি এবং বিধর্মীয় রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণকেই শ্রেয় মনে করিতেছেন কেন? এই প্রশ্নের জওয়াবে এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, দুই শত বৎসরের গোলামীর জগদ্দল পাথরে আমাদের দেহের শিরায় শিরায় এবং রক্ত ও অস্থিমজ্জায় যে হীনমন্যতা (Inferiority Complex) এবং অন্তরের গভীরতম গহ্বরে যে পরানুকরণবৃত্তি গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহা দূর করিয়া নিজস্ব আদর্শের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে হইলে যে ব্যাপক অবলম্বন এবং পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের শাসকগোষ্ঠি সেদিকে দৃষ্টি প্রদান মোটেই আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না। আমাদের নারী সমাজের উপর অযথা দোষ চাপাইয়া কোন লাভ নাই, ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী আমাদের সরকার এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। শিক্ষার বর্তমান আদর্শ ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং ইছলামী শাসনের পূর্ণ এবং বাস্তব প্রয়োগের দ্বারাই মুছলিম নারীদিগকে সত্যিকারভাবে নারীত্বের ইছলামী আদর্শের পানে আকর্ষিত করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে উহা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হইতেছে!

আমার সকল খেলা মিটবে কি আজ অশ্রুজলে?

—আতাউল হক তালুকদার

আমার সকল খেলা মিটবে কি আজ অশ্রুজলে?
আজও জ্বল্‌ছে আগুন দিবারাতি বিশ্বতলে!
দগ্ধ-উষর বিয়াবন-এ
গন্ধ-বিধুর পুষ্প-বনে
ওগো, সাজ্‌বে নাকি, ঢাক্‌বে নাকি পুষ্প দলে?
আমার সকল খেলা মিটবে কি আজ অশ্রুজলে?

www.ahlehadeethbd.org

আমি চল্‌ছি ফিরে'। বল্‌ব কিরে বিশ্ব 'মরু' ?
হোথা জ্বল্‌বে আগুন ? দগ্ধ হ'বে পুষ্প-তরু ?
বল্‌ব কিরে 'মরুবাসী'
চায় না কভু ফুলের হাসি ?
তা'রা চাইছে ফাঁসী ? চায় না চিত্ত মুক্ত-চারু ?
আমি চল্‌ছি ফি'রে। বল্‌ব কিরে বিশ্ব 'মরু' ?
নিত্য ডুক্‌রে' কাঁদে কাঁটা-বনে মুক্তিকামী !
হায়রে, মুক্তি কোথা ? ভস্ম হ'ল পুষ্প-ভূমি !
নর কাঁদে আজ নরের পাশে ;
হাস্‌বে তা'রা কিসের আশে ?
মানুষ চল্‌ছে ভেসে উল্টা দিকে দিবাযামী !
নিত্য ডুক্‌রে' কাঁদে কাঁটা-বনে মুক্তিকামী !
কেউ ত মানবতার সফেদ সৌধ গ'ড়লি না ভাই !
মোদের পরাণ গেল বিরাণ হ'য়ে লক্ষ্য ত নাই !
গগন ভেদি' উঠবে যে-শির
নিম্নগতি হ'ল সেটীর !
আজি মানব-শিরে মুকুট-শোভা দেখতে না পাই !
কেউ ত মানবতার সফেদ সৌধ গ'ড়লি না ভাই !
মানুষ বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন নিয়ে বিভোর আজি !
বল, আত্ম-জয়ের ডঙ্কা কোথা উঠল বাজি' ?
আত্মজয়টী রইলে দূরে
বিশ্বে স্বর্গ আসবে নারে !
দেখ, নিখিল বিশ্ব নরক কুণ্ডে উঠল সাজি' !
মানুষ বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন নিয়ে বিভোর আজি !
আমি দ্বারে দ্বারে ফেললাম অশ্রু অঝোর ঝরে !
ওরে, কেউ নিলি না আমায় তোরা বরণ ক'রে !
মানুষ যদি না হয় আজি
চিত্তজয়ী শহীদ-গাজী,
ও ভাই বিশ্ব তবে নরক হবে অসুর বলে !
আমার সকল খেলা মিটবে কি আজ অশ্রুজলে ?

www.ahlehadeethbd.org
Contents

পাকিস্তানের আদর্শ ও বাংলা সাহিত্য

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমরা পাকিস্তান রূপ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি কিন্তু সেটা শুধু ভৌগলিক পাকিস্তান। সংগ্রাম শেষে একে খাঁটি পাকিস্তানে পরিণত করার দায়িত্ব এসে বর্তায় পাকিস্তান বাসীদের উপর। যে আদর্শ এর প্রেরণা যুগিয়েছিল তার বাস্তব রূপায়ণের কাজে অগ্রসর হওয়াই জাতির সামনে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতির কর্ণধারগণ এমন অপরিহার্য জরুরী কার্যে যথাযোগ্য মনোযোগ দেননি আর যদিই বা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এজন্য সামনে এক পা এগিয়েছেন অথবা তাদের পদনিক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন কিন্তু কাজের বেলায় অন্য দিকে পিছিয়েছেন দু পা। এজন্য অবশ্য সমস্ত দোষ নির্বিচারে আমাদের পরিচালকবৃন্দের উপর চাপিয়ে লাভ নেই। এর সঠিক কারণ অনুধাবন করতে হলে বিষয়টাকে হাল্কা ভাবে না দেখে, বেশ একটু গভীরে নাবা দরকার।

প্রশ্ন করতে হয়, যেযৌবন-জল-তরঙ্গ এবং প্রাণ-বন্যা-প্রবাহ পাকিস্তান সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছিল সংগ্রাম শেষে তার গতিবেগ আংশিক ভাবে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? আর আংশিক গতি মোড় পরিবর্তন করে অন্য পথে ধাবিত হ'ল কেন?

নিম্ন আলোচনা থেকে এর জওয়াব পাওয়া যেতে পারে। পাকিস্তান আন্দোলন ছিল আদর্শ-ভিত্তিক। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় হাজার বছর হিন্দু মুছলমান একত্রে বসবাস করেছে। ইতিপূর্বে ভারতাগত বহু বিদেশী জাতিকে বিশাল হিন্দু জাতি তার বাহু বেষ্টনে আকর্ষণ ক'রে আপন সত্তায় নিঃশেষে বিলীন ক'রে দিয়েছে কিন্তু পারেনি শুধু মুছলমানকে। চেষ্টা হয়েছে বার বার, বিচিত্র উপায়ে, বিবিধ কৌশলে কিন্তু মুছলমান তার সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে তার—পৃথক সত্তাকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। তার এই স্বাতন্ত্র্যের রূপ সুপরিস্ফুট ছিল যেমন তার ধর্মীয় আদর্শে—সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বনিয়ন্তার স্বরূপ উপলব্ধিতে তেমনি পরিদৃশ্যমান ছিল জাতির প্রবহমান ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে। এ পার্থক্যের ছাপ অঙ্কিত ছিল তার অনড় ধর্মীয় বিশ্বাসে যা নিয়ন্ত্রিত করত তার নৈতিকবোধকে, সামাজিক আচরণ ও রীতি নীতিকে এবং ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে। তার হাতে ছিল শাশ্বত এক সঞ্জীবন ঐশ্বরিক গ্রন্থ যা ছিল তার-জীবন দর্শনের নিয়ামক, প্রেরণার স্থায়ী ও সচল উৎস এবং শক্তির সুদৃঢ় স্তম্ভ।

মুছলিম শাসনের পতনের ফলে মুছলিম জনগণের মনে যে হতাশ এবং অবসাদক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং অপর দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সংস্কার সমূহের অবাঞ্ছিত প্রভাবে মুছলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতি নীতি বিকৃত ও বিনষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা দেখা দেয় তাহার প্রতিরোধার্থে এবং খালেছ ইছলামী শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী এবং আল্লামা ইছমাইল শহীদের নেতৃত্বে এক ইনকেলাবী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। পাক-ভারত উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্ত থেকে উত্তর-পশ্চিম—সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এ আন্দোলনের তরঙ্গপ্রবাহে হিল্লোলিত হয়ে উঠে এবং অবশেষে মুক্তিপাগল অগণিত ইছলাম দরদী আল্লাহর সার্বভৌম রাজত্ব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কায়েমের মহান আকাঙ্খায় দলে দলে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের জেহাদ-ক্ষেত্রে সমবেত হতে থাকে। বালাকোটের পার্বত্য প্রান্তরে কপটাচারীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মহান নেতৃদ্বয় শাহাদতের অমৃত পান করার পরও দীর্ঘ দিন এ পবিত্র আন্দোলনের তীব্র গতিধারা অব্যাহত থাকে। অপর দিকে মুছলিম জনমনে মুশরিকানা ভাবধারা ও ইছলাম-বিরোধী বেদআতী আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বোধ ও ইছলাম প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলার মানসে জনসাধারণের উপযোগী মৌখিক হেদায়ত এবং দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রচারণা শুরু হয়ে যায় এবং এই ভাবে হিন্দু মুছলমানের সমন্বয়সাধন ও মিলিত জাতীয়তা গঠনের অশুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দুঃখের বিষয় পরবর্তী পর্যায়ে শক্তিশালী শাসক গোষ্ঠি এবং অর্থ ও প্রতিপত্তির নব সুবিধাভোগী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর যোগসাজসে পরাধীন শাসন-ব্যবস্থা ও শিক্ষা নীতিতে এমন কার্যক্রম গ্রহণ করা হল যার ফলে মুছলমান সমাজ ক্রমেই কোণঠাশা হ'তে লাগল এবং তাদের যুগ যুগ সুরক্ষিত ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিল। ইছলাম-দরদী মুছলিম চিন্তা-নায়কগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং প্রতিকার ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুতির কার্য চালাতে লাগলেন কিন্তু সে চেষ্টা চলল বিচ্ছিন্নভাবে, অস্পষ্ট নীতিতে, দুর্বল পদ্ধতিতে।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মুখে, ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির হুবহু প্রচলন আশঙ্কায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের মারমুখী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় স্বাতন্ত্র্য আন্দোলন পেল নবশক্তি। ফলে সর্বশেষ লক্ষ্য রূপে নির্ধারিত হ'ল: মুছলমানদের স্বাতন্ত্র্যের নিরাপত্তা বিধান,—জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ এবং উহাদের—প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজস্ব আবাসস্থল অর্জন। সুতরাং একথা ভুলা উচিত নয় যে, আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণ। মুছলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ইলাকায় ভৌগলিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল এই বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্যই। নবপর্যায়ে এর প্রেরণা দান করেন অমর কবি ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল, ভৌগলিক ভিত্তিভূমিকে প্রতিষ্ঠিত করেন কায়েদে আযম মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আর তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় পূর্ণ আনুগত্যের শক্তি নিয়ে—আসমুদ্রহিমাচলের আপামর মুছলিম জনবৃন্দ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, যে আনুগত্যের প্রমাণ তারা দিল তার পিছনে কতটুকু ছিল আদর্শের প্রেরণা, সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণের স্বাভাবিক আকাঙ্খা, ব্যক্তি-গত বা দলীয় সুবিধাভোগের উৎকট বাসনা অথবা মানসিক ভাবাবেগের উচ্ছলতা? একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিভিন্নরূপী স্বার্থ এবং বিচিত্রভঙ্গী উৎ-সাহের সম্মেলন ঘটেছিল সেদিনের কামিয়াব-নিশ্চিত সংগ্রাম শেষের সুবিধাময় ক্ষেত্রে। উদ্দেশ্যের ঐকান্তি কতা এবং আদর্শের শক্তিসঞ্চারী প্রেরণা দ্বারা যারা অকপট ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তাদের সংখ্যা হয়ত খুব বেশী ছিলনা, বহু স্বার্থশিকারী এ আন্দো-লনকে সমর্থন করেছিল শুধু বিজয়ের পর ভোগ্য—বস্তুতে বখরা বসানর অশুভ আকাঙ্খায়; ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের এক সুবৃহৎ অংশ চালিত হয়েছিল সদিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে ভাবালুতার আবেগে—কতকটা গড্ডালিকা প্রবাহে। তাদের চিত্ত-ক্ষেত্র কর্ষিত হয়নি এমন কোন অন্তর্ভেদী আলোড়নে, সেখানে উপ্ত হয়নি এমন কোন প্রাণধর্মী বীজ যা অঙ্কুরিত, মঞ্জুরিত ও পত্রপুষ্পপল্লবফল শোভিত সুস্থ, সমন্বিত ও সুষমা-মণ্ডিত প্রজ্ঞাবৃক্ষের জন্ম দিতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ কার্য-সম্পাদন সম্ভব ছিল একমাত্র সাহিত্যের সাহায্যে। রাজনৈতিক আলোড়ন ও কর্মচাঞ্চল্যে এবং প্লাটফর্মীয় প্রচার প্রপাগাণ্ডায় মানুষের মনে হালকা ভাবোন্মাদনা ও অস্থায়ী জীবন-স্পন্দন আনয়ন সম্ভব, কিন্তু অন্তরের নিভৃত কন্দরে উদ্দেশ্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ এবং স্থায়ী আদর্শপ্রীতির প্রেরণা-সৃজন, হৃদ-বীণার তারে তারে ভাব-ব্যঞ্জনার অনুরণন এবং দেহের প্রতি রক্তকণিকায় ভাবগভীর জোশ আনয়ন একমাত্র সাহিত্য দ্বারাই সম্ভব। পূর্ব-বাঙলার মুছলমানদের মাতৃভাষা, বাংলা। দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে যে, এই ভাষায় প্রাক্‌পাকিস্তান যুগে এমন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সন্ধান মিলবে না যা পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও উহার বিঘোষিত আদর্শের উদ্ভবকেন্দ্র, প্রেরণার উৎস এমনকি মর্ম সহায়ক ব'লে বিবেচিত হতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তান এদিক দিয়ে পূর্বপাকিস্তান অপেক্ষা অনেকখানি সৌভাগ্যবান বলেই বিবেচিত হবে। উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানীদের সামনে জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মওলানা হালী এবং মুক্তি-পথের দিগ-দিশারী ও সফেদ উষার দৃপ্ত নকীব আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল প্রভৃতি কবি সাহিত্যিক তাঁদের জীবনব্যাপী ইছলামানুগ সাহিত্য-সাধনার মারফত উর্দু সাহিত্যে যে অমৃতের বন্যা বহিয়ে দেন উহারই প্রাণপ্রদ সচল প্রবাহে ও তরঙ্গ-ধ্বনিতে শত সহস্র সুপ্ত হৃদয় জাগ্রত হয়—তাদের তন্দ্রাজড়িত চক্ষুর মোহনিদ্রা চিরতরে টুটে যায়। সত্যকার ইছলাম-প্রীতি ও ঈমানি জোশের ছলাবে লক্ষ লক্ষ হৃদয় বিধৌত, উচ্ছলিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে।

ইছলামী ভাবধারা সমৃদ্ধ কবিতা-সাহিত্যই বিশাল উর্দু সাহিত্যের একমাত্র গৌরবের বস্তু নয়। গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সর্বশাখায় বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এত অধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী রচিত হয়েছে যে ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়। তা ছাড়া অনুবাদ সাহিত্যের অবদানও এ বিষয়ে পরম শ্লাঘার বস্তু। বিশ্ব মুছলিম সাহিত্যের যা কিছু গৌরবের বস্তু—নূতন ও পুরাতন—উহার এক বৃহৎ অংশই উর্দুতে ভাষান্তরিত হয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা কিশোর ও শিশুর সুষ্ঠু মানসিক গঠনের জন্য যে অপরিহার্য খাদ্য তাদের মনের—দস্তরখানে পরিবেশন করা দরকার উর্দু সাহিত্যিকরা সেদিকেও যথাযোগ্য মনোযোগ দিয়েছেন। ইছলামের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে কথা ও কাহিনী ছড়িয়ে আছে উর্দু সাহিত্যিকরা নিরলস সাধনা এবং পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে উর্দুভাষী —শিশু-কিশোর-যুবকবৃন্দের সামনে মন-ভোলানো —ভাষায় তা তুলে ধরেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন উর্দু সাহিত্যের উপরোক্ত সব শাখায় প্রাক-পাকিস্তান যুগেই এ কাজের সূচনা হয়েছিল আর পাকিস্তান লাভের পর নূতন উৎসাহ ও নব উদ্যমে এ কাজ তারা অগ্রগতির পথে নিয়ে চলেছেন।

কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমরা কি দেখতে পাই? প্রধানতঃ পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের বাহন সংস্কৃত থেকেই এ ভাষার উদ্ভব। রূপক, উপমা ও শব্দের গঠন প্রভৃতি দিক দিয়ে উহা পৌত্তলিকতারই পরিপোষক এবং ইছলামী ভাবধারার পরিপন্থী। বিভিন্ন যুগে কিছু কিঞ্চিৎ মুছলমান সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া গেলেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হিন্দু সাহিত্যিকদের দ্বারাই বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট ও প্রভাবান্বিত হয়েছে। মুছলমান কবিগণ অবলীলাক্রমে হিন্দু লেখকদের অনুসরণে নিজেদের রচনায় শুধু অন-ইছলামিক ভাবধারার প্রচারণা নয়, দেবদেবীর বন্দনাতেও মেতে উঠেছেন। সুবিখ্যাত ও প্রতিভাবান মুছলমান কবি ছৈয়দ আলাওলও এ—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধরণের আত্মঘাতী অন্ধ অনুকরণকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আশাকরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের সাক্ষ্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে— তিনি তার History of Bengali language & literature গ্রন্থে বলেন :— "মুছলমান কবি আলাওল হিন্দু দেবতা ও শিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন এবং সমুদয় পদ্মাবতী গ্রন্থ ভক্ত হিন্দুর মানসিকতা (spirit) ও ভাবাবেশ লইয়া লিখিয়াছেন।..... সীতাকুণ্ডের করিমুল্লা শিবের স্তোত্র ও সরস্বতীর বন্দনা গাহিয়াছেন।— আলাওল ও চট্টগ্রামের করম আলী প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন ..... ইহাতে প্রমাণিত হয় মুছলমানদের রুচি কি পরিমাণে হিন্দু কৃষ্টিদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল—History of Bengali Language & Literature, p. p. 626,798। বস্তুত সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী, শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয় এবং বিভিন্ন মুছলিম কবির রচিত বৈষ্ণব পদাবলী হিন্দুয়ানী ভাবধারা ও হিন্দু মানসিকতার নিকট নতি স্বীকারের জলন্ত প্রমাণ।

বাংলার লোক-সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। বাউল গান, মুর্শিদী গান, দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান, বিবিধ লোক-সঙ্গীত; রূপকথা, প্রবাদ, মেয়েলী ছড়া, প্রভৃতি লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট উপাদান। কিন্তু এ সবের অধিকাংশের ভিতর ইছলাম বিরোধী ভাবধারা ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। মারফতী সাহিত্যের আনাচে কানাচে হিন্দু দর্শন ও সাধনার ধারা এবং বিশেষ ক'রে বৌদ্ধ, নাথপন্থী ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রভাব কিরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ইছলামের সূর্যালোক সদৃশ প্রকাশ্য মূল শিক্ষাগুলির বিপরীত মুশরেকানা ও বেদআতী ভাবধারা এসবের ভিতর দিয়ে কিভাবে প্রচার করা হয়েছে আমি "বাঙলার মা'রফতী সাহিত্য" নামক সুদীর্ঘ নিবন্ধে তা— দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি। *

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত এবং ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকারূপে প্রকাশিত গাঁথা সাহিত্যের ভিতরে পূর্ববাংলার পল্লী-জীবনের সুখ দুঃখ ও হাসিকান্নার বিচিত্র আলেখ্যের পরিচয় এবং তা থেকে রসাস্বাদনের সুযোগ পেলেও পাকিস্তানী মুছলমানগণ তার জাতীয় আদর্শের ও তমদ্দুনী বৈশিষ্ট্যের কোন নিদর্শন এতে খুঁজে পাবেনা। পূর্ববাঙলার সাহিত্য-সাধনার বস্তুগত মালমসলা এ গাঁথা সাহিত্য থেকে কিছু কিঞ্চিৎ কুড়ান যেতে পারে বটে কিন্তু আমাদের আকাঙ্খিত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য— আত্মিকপ্রেরণা লাভের কোন উপায় নেই।

পুঁথি সাহিত্যই হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ যার ভিতর পাকিস্তানী মুছলমান তার রাষ্ট্রীয় আদর্শের, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের, জাতীয় গৌরবগাঁথার এবং ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান শুনতে পারে। পূর্বেই বলেছি এ সাহিত্য-সাধনা প্রেরণালাভ করেছিল—মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী এবং আল্লামা ইছমাইল শহীদের সংস্কার আন্দোলন থেকে। জেহাদের গতি মন্থর হওয়ার পর বাংলার সংস্কারপন্থীরা এদিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ প্রদান— করেন। মুছলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, অভ্যাস ও সংস্কার এবং সামাজিক আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ এ সময়ে মুশরেকানা ভাবধারা এবং বেদ্‌আতী রীতিনীতি দ্বারা যে ভাবে প্রভাবান্বিত এবং সমাচ্ছন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তাতে করে শীঘ্রই তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত। অন্যবিধ প্রচেষ্টার সাথে সাথে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার তাদের এ অধোগতি থেকে রক্ষা ক'রে আপন

* তর্জুমানুল হাদীছ, তৃতীয় বর্ষ, ৯।১০ম সংখ্যা, ৩৬৪—৩৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। —লেখক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধর্মের প্রতি আকর্ষিত এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও তামাদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তোলে। এখান থেকেই মুছলিম জনসাধারণ আহরণ করেছে শক্তি, শিখেছে কোথায় এবং কিসে দেখাতে হবে তাদের ভক্তি, পেয়েছে পথ চলার প্রেরণা, মিটিয়েছে হৃদয়ের কল্পনার ক্ষুধা আর লাভ করেছে রসপিপাসু অন্তরের জন্য অমৃত সুধা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার শিক্ষা-অগ্রসর হিন্দুরা এ সাহিত্যের বিন্দুমাত্র মূল্য প্রদান না ক'রে তাদের স্বীকৃত সাহিত্যের আসর থেকে এই পুঁথি সাহিত্যকে বটতলায় নির্বাসন দিয়ে রাখে। সংস্কৃতায়িত বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে ইংরেজী শিক্ষিত মুছলমানরাও এ সাহিত্যকে অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য মনে করতে থাকে। অনেক আত্মবিক্রিত মুছলমানের চোখে এ সাহিত্যের ভাব, ভাষা, রচনা ও কল্পনার দৈন্য খুব বেশী করে ধরা পড়তে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে সাধারণ মুছলিম সমাজ থেকেও এর নির্বাসন হতে হতে আজ আমাদের একমাত্র নিজস্ব সাহিত্য সম্পদ একরূপ অনাদর ও হতাদর বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য প্রধানতঃ হিন্দু রচিত। সুতরাং এতে হিন্দুত্বের ছাপ যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ ভারতচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সমস্ত কবি-সাহিত্যিকের রচনাতে কত বিচিত্র উপায়ে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিকতা, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজবিধি, সাধনার ধারা, প্রবহমান কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের জয়গান ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, তাদের ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও আচার সর্বস্বতাকে; আচরণের গোঁড়ামী, কৌলিন্যের গর্বতা ও শ্রেণীভেদের অভিশাপকে কত কৌশলে উদারতা, সার্বজনীনতা ও বিশ্বব্যাপকতার পোষাকী আবরণে পাঠকবর্গের সামনে পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে তার ইয়ত্তা করবে কে? আজ যে হিন্দু সমাজ হিন্দু জাতীয়তার নামে আত্মহারা এবং ইছলাম ও মুছলিম জাতীয়তার নামে আতঙ্কগ্রস্ত ও ঘৃণাবিদ্বিষ্ট তার মূলে রয়েছে হিন্দু সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক ও সমাজ সংস্কারকগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিরলস সাধনা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ,—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, যদুনাথ, প্রভৃতি এই হিন্দু জাতীয়তার উদ্বোধনে যে শ্রম স্বীকার করেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। মুছলমান ও মুছলিম সমাজ এঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের পরিমণ্ডল থেকে চির নির্বাসিত। যদিবা কাউকে কখনও প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছে সে কেবল তাকে খাট ক'রে করুণা ও উপেক্ষার পাত্ররূপে দেখানর জন্য, তার এবং তার সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেক অথবা বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য! শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন আরবী তুর্কি-পাঠান-মোগলের বসবাস এবং ফারসী রাজভাষার প্রচলনের ফলে যে সব আরবী ফারসী শব্দ বাঙালীর প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে এবং প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ ক'রে বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে তাঁরা সেগুলোকে পর্যন্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁদের সাহিত্যের আঙ্গিনা থেকে বিতাড়িত করে ছেড়েছেন।

ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান সাহিত্যিকগণ যখন দু একজন ক'রে এই বঙ্গ-সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশের পায়তারা করলেন তখন তাঁরা তাঁদের সামনে হিন্দু সাহিত্য-মহারথিদের সংস্কৃতায়িত মুশরেকী বাংলার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর অন্য কোন পথ খুঁজে পেলেন না। মীর মোশার্‌রফ হুছেন, কায়কোবাদ, ইছমায়ীল হুছেন শিরাজী, মোজাম্মেল হক, প্রভৃতি সংস্কৃতায়িত বাংলাতেই গ্রন্থ রচনা শুরু করলেন। অবশ্য কারুর কোন কোন রচনায় মুছলিম কাহিনীর অবতারণা এবং ইছলামী জোশ আনয়নের —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সলজ্জ দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত মনে দ্বিধা-জড়িত অগভীর ভাষাতে। সুতরাং মুছলিম সমাজ-মনে সে সব বিশেষ কোন দাগ কাটতে পারে নাই। এর পর আসেন শেখ আবদুর রহীম, আকরাম খাঁ, বেগম রোকেয়া, ইয়াকুব আলী, বরকতুল্লাহ, ইমদাদুলহক, গোলামমোস্তফা, নজরুলইছলাম, জসিমুদ্দীন, শাহাদৎ হুসেন, হুমায়ুন কবির, আবদুল ওদুদ প্রভৃতি। এদের অধিকাংশের সাধনার ফলে মুছলিম বাংলার সাহিত্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। সংকোচ ও ভীতি বিহ্বলতা পেরিয়ে, এরা বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান স্রোতে একটা স্বতন্ত্রধর্মী নব গতিধারার সংযোজন ঘটাতে সমর্থ হন। একত্রে বয়েও এ যেন গঙ্গা যমুনার ধারার ন্যায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। বৃহত্তর দলটি এই স্বাতন্ত্র্যকে আরও স্পষ্টতর করে পৃথক খাদে প্রবাহিত করার আগ্রহ দেখান, অন্য দলের চিন্তায় সমস্ত স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ এবং এক ও অবিভাজ্য বাঙালিত্বের (মানে হিন্দুত্বের) বিকাশের প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠে। সুখের বিষয় রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনে বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হওয়ায় সাহিত্য ক্ষেত্রে শেষোক্ত প্রবণতা স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে মুছলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম এবং জসিমুদ্দীনই হিন্দু সাহিত্যিক মণ্ডলে কিছুটা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছেন। অপর সকলকে গণনার মধ্যে আনতে তাঁরা একান্তই নারাজ। নজরুল তাঁর রচনায় পৌত্তলিকতার বন্দনা এবং হিন্দু মুছলমানের মিলন ও তাদের ভাবধারার সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টার জন্য আর জসিমুদ্দীন তাঁর ইছলামী জোশ-বিবর্জিত নিরীহ বাঙালিত্বের জন্যই যে এ স্বীকৃতিটুকু পেয়েছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তবু বাংলা সাহিত্যের পবিত্র আঙিনায় অসাধারণ বাকশিল্পী এবং অদ্ভুত ছন্দকুশলী নজরুলকে মাত্রাধিক যাবনিক শব্দ আমদানীর জন্য হিন্দু সমালোচকদের নিকট থেকে বিদ্রূপ ও শ্লেষের কষাঘাত কম সহ্য করতে হয় নাই। ভাবরাজ্যে নজরুলের সমন্বয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, ইছলামী গান ও গজলগুলিতে অনেকের মতে আন্তরিকতার ছাপ না থাকায় মুছলিম পাঠক মনে ওগুলির আবেদন কোন স্থায়ী দাগ কাটতে পারে নাই। ইছলামের তওহিদ, সাম্যবাদ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মুছলিম জাতীয়তা সম্বন্ধে নজরুল ইছলামের অগভীর, অস্পষ্ট ও বিকৃত ধারণার জন্য তাঁর ইছলামী কবিতামঞ্জরীও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের মর্ম্ম-সহায়ক বিবেচিত হচ্ছে না এবং এজন্যই সেগুলো পূর্বপাকিস্তানের ভাবী কবি সাহিত্যিকদের মনে নিষ্কলুষ প্রেরণার দ্যোতনা—জাগাতে পারছেনা—পারবে না।

পাকিস্তান আন্দোলনের মহাব্যাপকতা ও তীব্র গতিশীলতার উত্তেজনায় আমাদের কোন কোন কবি সাহিত্যিকের লেখনী হ'তে কিছু কিঞ্চিৎ আবেগ-সঞ্চারী ও প্রেরণাব্যাঞ্জক সাহিত্যের সৃষ্টি হয় কিন্তু প্রতিভাদৈন্য ও ভাব-গভীরতার জন্য সে গুলোর কালোত্তীর্ণ মূল্য অতি সামান্যই; একমাত্র কবি ফররোখ আহমদ এদিক দিয়ে আমাদের দীনতা কিছুটা ঘুচাতে পেরেছেন বলে মনে হয়। ফলকথা দু' চারখানা জীবনী ও ধর্মগ্রন্থের এবং ছিটেফোটা অন্যবিধ সাহিত্যিক রচনা ছাড়া পাকিস্তান হাছেলের পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আমাদের কবি সাহিত্যিকরা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নাই যা পূর্বপাকিস্তানী মুছলমানদের হৃদয়াবেগকে গভীরভাবে আলোড়িত, চিন্তাজগতকে স্পন্দিত, দৃষ্টিভঙ্গিকে সংশোধিত এবং অন্তরজাত প্রেরণাকে আদর্শানুগ করে তুলতে পারে।

পাকিস্তান লাভের পর আমাদের চিন্তাজগতে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হওয়া উচিত ছিল। উচিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিল এ আন্দোলনের মাঝে আমরা যা দাবী করেছিলাম তারই প্রতিষ্ঠার কাজে উঠে পড়ে লেগে যাওয়া। প্রয়োজন ছিল আমাদের স্বতন্ত্র পথ-অভিসারী বংলা সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তার প্রভাব, মিলিত বাঙালিত্বের ছাপ নিশ্চিহ্ন ক'রে অখণ্ড পাকিস্তানের মৌলিক ঐক্য ও ইছলামী সংহতির ধারক ও পোষক ভাবধারাগুলোকে বিকশিত ক'রে তোলা, আবশ্যক ছিল আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাবোধ, সামাজিক ভেদবুদ্ধি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও মযহবী কোন্দলের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনি পরিচালনা করা, উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা ও বিভ্রান্ত ভাবধারার উৎস মুখ বন্ধ ক'রে নিষ্কলুষ ইছলামের মুক্তি ও ঋদ্ধির সরল, সহজ পথ প্রদর্শন করা এবং দ্বিধাগ্রস্থ, আড়ষ্টবুদ্ধি, অবসাদ-মস্তিষ্ক ও বিভ্রান্ত-দৃষ্টি পাক বাঙলার সামনে সুস্থ্যবুদ্ধি ও উজ্জ্বল প্রেরণার অমৃত সুধা ও সঞ্জীবনী শক্তি যোগান। প্রশ্ন হতে পারে প্রতিভার অন্তরজাত সৃষ্টি ভিন্ন শুধু ফরমাইসে এ বৃহৎ কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে কি? একথা ঠিক, বর্ণিতরূপ সাহিত্যের জন্য সত্য সত্যই অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন আর সে প্রতিভা আমাদের মধ্যে আপাততঃ দৃষ্ট হচ্ছেনা। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের নীরব নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে হবে? প্রতিভার স্ফুরণের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া এবং পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। আমাদের একথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে ক্ষেত্র অকর্ষিত ফেলে রাখলে সেটা অজন্মা থাকবেনা, আগাছায় সেটা ভরে উঠবেই। আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই।

অবশ্য সৎসাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা কিছুই হয় নাই তা বলছিনা, বিচ্ছিন্ন ভাবে সীমাবদ্ধ চেষ্টা কিছু কিঞ্চিৎ হয়েছে এদিক ওদিক থেকে। কিন্তু সরকারী সহানুভূতি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও আর্থিক সঙ্গতির অভাব এবং পাঠকবর্গের অমনোযোগিতার জন্য এ সব চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। সাধারণ মানুষের মানসিক প্রবণতা সহজ স্বাচ্ছন্দের দিকে। আমোদপ্রিয়তা ও আকর্ষণ-অনুগমিতা যুবমনের—অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সৎসাহিত্যের সচেষ্ট প্রসার ও সুষ্ঠু ভাবাদর্শের সুপরিকল্পিত প্রচার অভাবে—নোংরা যৌন সাহিত্য, স্ফূর্তিকর সিনেমা শিল্প, রক্তচমক কম্যুনিষ্টিক আইডিয়া এবং মিশ্রিত বাঙালিত্বের "শাশ্বত" ভাবধারা যদি আমাদের ছাত্র ও যুবমনে মায়াজাল বিস্তার ক'রে বসে তাতে আমাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ আছে কিন্তু বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের সরকার, আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী, আমাদের সংবাদপত্র সেবী, আমাদের শিল্পী ও সাহিত্যিক বৃন্দ এ ব্যাপারে কতদূর তাদের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন তা আজ গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সময় এসেছে।

আমাদের সরকার বাহাদুর এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গতানুগতিক পন্থায় একখানা মাসিক পরিচালনা ক'রেই তাদের সাহিত্যিক ইতিকর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। এ মাসিকের সাহায্যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের কি পরিমাণ প্রচার ও প্রসারকার্য চল্‌ছে তা ভেবে দেখার অবসর তাদের নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ড তাঁদের স্থিরীকৃত পাঠ্যতালিকায় কোন্ আদর্শ ও নীতির পোষকতা করে চলেছেন তাও ভেবে দেখার মত। আমাদের সংবাদপত্রগুলো দিনের পর দিন সিনেমা, ড্রামা ও থিয়েটারের তথ্য, বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা ছাপিয়ে এবং সমূহবাদী ভাবধারার পরিপোষক গল্প ও সংবাদ পরিবেশন ক'রে নিজেদের পেটপূজা ছাড়া রাষ্ট্রের কোন্ কল্যাণসাধন ও খেদমতের আঞ্জাম দিচ্ছেন? আজ পর্যন্ত আদর্শবাদী কবি সাহিত্যিকবৃন্দ নিছক সাহিত্যিক প্রেরণায় জনকল্যাণের মহানব্রতে স্বার্থ-নিরপেক্ষ কোন সংগঠন গড়ে তুলতে পারলেন না এর চেয়ে আফছোছের বিষয় আর কি হতে পারে? যে বাংলা ভাষাকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদাদানের জন্য চতুর্দিকে দরদী-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে তার সত্যিকার উন্নতি ও পাকিস্তানী রূপবিকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট কোন্ মহল থেকে কি চেষ্টা চলছে? এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বাড়ান যেতে পারে কিন্তু তাতে লাভের আশা বিশেষ নেই।

আমাদের শেষ প্রশ্ন হল এই যে, এই নৈরাশ্য এবং নৈরাজ্যের ভিতরেই কি আমাদের অবস্থান করতে হবে? আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের একদল — এখন উপলব্ধি করছেন পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বানচাল করার জন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দুশমনরা — একজোট হয়েছেন এবং তারা প্রভূত শক্তি সঞ্চয় ক'রে দল ভারী করে তুলেছেন; এ অভিযোগের আংশিকও যদি সত্য হয় তা হলে তাঁদের জানা উচিত এ ষড়যন্ত্র শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘদিন থেকে এর গোড়ায় রস সিঞ্চন ও প্রেরণা সঞ্চার ও শক্তিদানের কাজ চলছে সাহিত্যের মারফতে, ছায়া চিত্রের পটে পটে এবং তথাকথিত তামাদ্দুনিক অগ্রগতির ভিতর দিয়ে। এ শক্তির প্রেরণা আসছে দূরের যে লাল মৃত্তিকা এবং নিকটের গঙ্গাপার থেকে সেই অশুভ ফল্গুধারার সুকৌশল প্রতিরোধের আবশ্যকতা এবং এ সবুজ দেশের মাটির তলায় যে প্রাণবন্যা-প্রবাহ অপ্রকাশের রুদ্ধআবেগে আকুলি বিকুলির মর্মযাতনায় গুমরে মরছে তার উৎসমুখ খুলে দিয়ে উহার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিপথ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কি আজও তারা উপলব্ধি করবেন না?

আমাদের তব্‌লিগী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বও এ দিক দিয়ে কম নয়। এ কাজের গুরুত্ব এবং বিরাটত্বের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং কর্তব্যসচেতন ক'রে — তোলার জন্য চেষ্টা করা তাদের অন্যতম মহান কর্তব্য।

অনুবাদ এবং গবেষণার বিরাট ও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আমাদের সামনে পড়ে আছে। এ ক্ষেত্রে— আমাদের শুভ পদার্পণ এবং সেখান থেকে ফুল ও ফল কুড়িয়ে আনাই হ'ল আমাদের কাজ। কিন্তু কাজটি খুব সহজ নয়। সুষ্ঠু এবং ব্যাপক ভাবে এ কার্য-সম্পাদন সরকার ও দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য এবং শ্রমশীল পণ্ডিত সমাজের দীর্ঘ সাধনার সংযোগ ছাড়া সম্ভবপর নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যুগে যুগে ইছলামকে অবলম্বন ক'রে এবং উহারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ — প্রেরণায় যে অমূল্য সাহিত্য-সম্পদরাজি সৃষ্ট হয়েছে, বিশ্ব মুছলিম সাহিত্যের সেই অমূল্য সঞ্চয়গুলোর বাংলা তরজমা আজ আমাদের একান্ত আবশ্যক। বিশেষ ক'রে আরবী ফারসী উর্দু ভাষায় এ পর্যন্ত তফছীর, হাদীছ, রেজাল, ফেকাহ, উছুল ও কালাম শাস্ত্র এবং গল্প, ইতিহাস, কাব্য, গদ্যসাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রশাসন প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় যে মহামূল্য অবদান মুছলিম মণীষীবৃন্দ রেখে গেছেন অনুবাদের রাজপথ দিয়ে সেগুলোকে আমাদের দ্বারপ্রান্তে বয়ে আনার চেষ্টা করা আজিকার সবচাইতে বড় প্রয়োজন। একাজ সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পারলে একদিকে যেমন নব সম্পদরাজিতে পাক-বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে তেমনি মৌলিক সাহিত্য রচনার বহু মূল্যবান উপাদান এবং শুভ ইঙ্গিত এর থেকে লাভ করা আমাদের ভাবী সাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভব হ'বে। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় হিন্দু ভারতের প্রাচীন উপাখ্যান গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হিন্দু বাংলার সাহিত্য-সাধনার রুদ্ধদ্বারকে কিরূপ উন্মুক্ত ক'রে তুলেছিল এবং হিন্দু সাহিত্যিকবৃন্দের প্রেরণার খোরাক সে অবধি আজ পর্যন্ত কেমন ভাবে যুগিয়ে চলেছে তা আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। বিদ্যার জাহাজ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার বিরাট শক্তি ও বিপুল প্রতিভাকে সেই মান্ধাতার যুগের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস গ্রন্থের অনুবাদে কেন নিয়োজিত করেছিলেন তার থেকেও আমাদের ছবক গ্রহণ করা দরকার।

গবেষণা ক্ষেত্রে ইছলামী কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার। বাংলা সাহিত্যের গোড়া থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আটপৌরে, — ইছলাম-লেবাছী এবং ভদ্রবেশী যে সাহিত্যই রচিত হয়েছে তা ঐ কষ্টিপাথরের সাহায্যেই পরখ করে দেখতে হবে। যা ইছলামী ভাব সমৃদ্ধ, আর যা পূর্ববাঙলার মাটির সহিত সম্পৃক্ত অথচ গাইর-ইছলামী ভাব থেকে কলঙ্কমুক্ত সেগুলোকে বেছে বেছে আঁধারের গহ্বর থেকে আলোর আগারে নিয়ে আসতে হবে। কোন্ সাহিত্যিকের কলমী খোঁচায় আমাদের স্বাতন্ত্র্যের ভেদরেখা এবং বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছিল বা উঠতে ধরেছিল সেগুলোকেও আজ সন্ধানী আলোর সাহায্যে খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ যদি এমন জরুরী কাজের ব্যবস্থায় অগ্রসর না হয় তাহ'লে পৃথক গবেষণা প্রতিষ্ঠান [Research Institute] এজন্য স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দেবে।

আমাদের বাঞ্ছিত সাহিত্য-সাধনার ভিত্তিভূমির জন্য যা প্রয়োজন তার পরিচয় দেওয়া হ'ল। কিন্তু শুধু অতীতকে নিয়েই সাহিত্যের কাজ কারবার চলেনা। যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান সাহিত্য রচনা করতে হবে সেই মাটির মানুষদিগকে অস্বীকার করলে আমাদের সাহিত্য হয়ে উঠবে অবাস্তব— একান্তই প্রাণহীন। সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য যদি হয় জীবনের সমালোচনা, তা হলে আমাদের ধূলা-কাদা মাখা গণমানবের সত্যকার জীবনকে অস্বীকার করব কী ভাবে? আর সেটা করতে গেলে তার অন্তর-স্পর্শী আবেদন থাকবে কী ক'রে? সুতরাং সাহিত্যকে বাস্তব এবং আবেদনশীল ক'রে তুলতে হলে আমাদের গানে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে দেশের অগণিত জনমনের সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, অভাব অভিযোগগুলোকে মূর্ত করে তুলতেই হবে। — আমাদের লেখকবৃন্দ বঞ্চিতের বেদনার্ত হাহাকারের প্রতি দরদ দেখাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের ইছলামসুলভ পথের নির্দেশ দেবেন কিন্তু ব্যথিতের অন্তরে ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে দেবেন না। তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ দেখাবেন কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে লুপ্ত ক'রে নহে, মানুষের স্বাভাবিক গুণ-পার্থক্যের জবরদস্তী একীকরণের অস্বাভাবিক উপায়ে নহে। স্বার্থপরতা এবং ভোগসর্বস্বতার দুর্বার আকাঙ্খা বাসা বেঁধে আছে যে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরে, কৌলিন্য ও আভিজাত্যের স্ফীতকায় বড়াই আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ এবং সমাজ বিশেষকে দূরে ঠেলে রাখার আস্পর্ধা জাগায় যে ক্ষমতা-মদমত্ত মনে, তিনি ইছলামের সোনার কাঠির আঘাত হানবেন ঠিক সেইখানে। সাহিত্যিকরূপ দক্ষ সার্জন অস্ত্রোপাচার করবেন মানব মনের বিষাক্ত স্ফুরণে, তিনি মলম লাগাবেন ও সুধা ঢালবেন সেখানে ইছলামেরই মেটেরিয়া মেডিকা অনুসারে। প্রতিহিংসার রক্ত চক্ষু, প্রতিশোধের রণ-হুঙ্কার, সংহারের ডিনামাইট ব্যথিত ও লাঞ্ছিত মানবাত্মাকে শান্তির সৌধ কিরীটিনীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনা, পারে শুধু বিক্ষোভ বাড়াতে, অশান্তির আগুন জ্বালাতে, ধ্বংস ও বিধ্বস্তির পথ পরিষ্কার করতে কিন্তু শান্তি সুদূরপরাহতই রয়ে যায়। ইছলাম ধ্বংসের গগনবিদারী হাহাকার চায়না—চায় চলমান জীবনের আনন্দমুখর কলগুঞ্জন।

পাক বাঙলার আকাঙ্খিত সাহিত্য বঞ্চিত ব্যথিতের দলকে, শোষিত ক্ষুধিত সমাজকে তাদের জন্মগত অধিকার আদায়ের শান্তির পথ দেখাবে। শাসক ও শোষকদিগকে অন্যায় অধিকারের পথ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছাড়তে উৎসাহিত করবে। এ সাহিত্য সাধনার ক্রিয়া হবে উভয়ের আপোষ-অনুরাগী মনে। এরা এগিয়ে যাবে প্রত্যয়দৃঢ় মনে, ওরা নেমে আসবে দরদী দেল নিয়ে, ওরা হাত ধরে পাশে বসাবে, এরা ভাই বলে আলিঙ্গন দেবে। ফলে সমঅধিকারে নব শক্তি-সমন্বিত সমাজ ইছলামী সাম্য ব্যবস্থার সরল-প্রশস্ত রাজপথে মুছলিম এখওয়াতের প্রীতি-মধুর ও দ্যুতি-উজ্জ্বল দৃশ্য বিশ্বের সামনে তুলে ধ'রে এগোতে থাকবে উন্নতির পথে, শান্তির লক্ষ্যে, কল্যাণের মনযেলে মকছুদে।

সাহিত্য ও শিল্পকলার অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরের সহজাত সৌন্দর্যবোধকে স্ফুরিত ও বিকশিত করে তোলা; মানুষ, সমাজ এবং প্রকৃতি রাজ্যের যা কিছু মহৎ এবং সুন্দর তার প্রতি একটা অনাবিল—প্রীতির আকর্ষণ সৃজন করা। এই সুবিকশিত সৌন্দর্যানুভূতিই মানুষকে কালে সর্বসৌন্দর্যের মূলাধার সুন্দরতম আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেকে সুন্দরতর-রূপে গড়ে তোলার প্রেরণা যোগাবে এবং তার হৃদয়ের মহত্তম বৃত্তিগুলোকে সুপরিস্ফুট করে তুলবে। সুতরাং মানুষের মনে এই সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি ও তার মহত্তম বিকাশ সাধনের চেষ্টা কখনও অনভিপ্রেত হ'তে পারে না। মানব মনে বিশুদ্ধ প্রেম এই সৌন্দর্যানুভূতি থেকেই জাগ্রত হয়। প্রেমের লক্ষ্য মিলন। নরনারীর পারস্পরিক মিলনাকাঙ্খা মানব-মনের চিরন্তন ধর্ম। শুধু মানব মনে নয়, প্রকৃতির সর্বত্র সৃষ্টির গতিশীলতাকে বজায় রাখার জন্য এই মিলনাকাঙ্খা বিদ্যমান। কিন্তু সমস্ত প্রকৃতিই একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীন। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বরপুত্র মানুষের ভিতর এই নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। এই প্রয়োজনীয়তাই মানুষকে বৈবাহিক মিলনের সুশৃঙ্খল বন্ধনে তার মানসাকাঙ্খার পূর্ণ সার্থকতার সন্ধান দিয়েছে। নরনারীর নিষ্কলুষ প্রেমের পূর্বরাগ, বিরহ অনুরাগের লীলা বৈচিত্র্য এবং অবশেষে প্রেম-পূত মিলনের ভিতর শান্তির আস্বাদন এই সার্থকতাকে মধুরতর ও সুন্দরতর ক'রে তুলে। সুতরাং সাহিত্যে এ সবের বাণীমূর্তি অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু এটা অন্যায় হবে তখন যখন সাহিত্যিকের লেখনী প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়াকাঙ্খাকে অশুভ পথে পরিচালিত করবে, ইছলামের তওহীদ ও নীতিনৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন এবং সর্বোপরী অন্যায় মিলনের ভিতর দিয়ে নোংরা কামলালসা ও ভোগলিপ্সার তৃপ্তির ভ্রান্ত পথ দেখাবে।

মিলিত বাংলায় ফ্রয়েডপন্থী এক শ্রেণীর ভোগ-বাদী ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের আঙিনা নোংরা ইতরামি দ্বারা কলুষিত হয়ে উঠে। আমাদের ইছলামী রাষ্ট্রেও একদল অতি আধুনিক প্রগতিবাদী সাহিত্যিক পাক বাংলার তারই জের—টেনে সমাজ দেহে দুর্নীতি এবং তরুণ তরুণীর আদর্শ-চ্যুতি ও মানসিক বিভ্রান্তির বক্রপথ পরিষ্কার করে চলেছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের একশ্রেণীর সাময়িকী যুব-মনে এইভাবে নোংরা মানসিকতার খোরাক যুগিয়ে নিজেদের আর্থিক লাভালাভের যুপকাষ্ঠে—দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসাগুলোকে বলি দিয়ে চলেছেন!

আর একটা কথা বলেই এ প্রবন্ধ শেষ করব। আমাদের শিশু ও কিশোর সাহিত্যের কথা বলতে চাই। আজকের শিশুই হবে কালকের পূর্ণ পরিণত নাগরিক। রুচি ও পুষ্টিকর মানসিক খাদ্যদ্বারা তাদের আত্মার পরিপুষ্টিসাধন করতে না পারলে আমাদের আকাঙ্খিত জাতিগঠনের কাজ ব্যাহত হতে বাধ্য। পশ্চিম পাকিস্তানে এদের পথ দেখান এবং পাথেয় যোগাড়ের কিরূপ ব্যবস্থা হয়েছে তা পূর্বেই বলেছি। ইউরোপ-আমেরিকায় শিশু সাহিত্যের বিপুল সমারোহ দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। জাগ্রত মিশরের

(৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم -

পূর্বপাকিস্তান আইনসভার আসন্ন নির্বাচনে

মুছলিম নির্বাচকমণ্ডলীর খিদ্‌মতে

খোলা আবেদন

আছ্‌ছালামো-আলায়কুম ওয়া-রহ্‌মতুল্লাহে ওয়া-বারাকাতুহু—

বেরাদরানে ইছ্‌লাম,

ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে আমি স্বয়ং উম্‌মেদওয়ার নই, এমন কি দেশের সক্রিয় রাজনীতির সাথে আমার বর্তমানে সম্পর্কও নাই। আমি আমার নগণ্য জীবন আগাগোড়া দেশের মুক্তি সংগ্রামে ও ইছলামী জীবনদর্শনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সাধনায় ক্ষুদ্র সৈনিক ও মুবাল্লিগ রূপে ক্ষয় করিয়াছি। **আযাদ ইছলামী গণতন্ত্র পাকিস্তানের** একজন নাগরিক রূপে আসন্ন নির্বাচনে ইছলামী আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের স্কন্ধে যে কর্তব্য ন্যস্ত রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে হুশিয়ার করিয়া দেওয়া আমি অবশ্য কর্তব্য মনে করিতেছি। আশা করি আপনারা আমার আরযগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এ কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, বস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করা হয় নাই। কারণ এইটুকুর জন্য ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং কোটি কোটি মুছলমানকে নিহত, লুণ্ঠিত, বেআবরু ও সর্বস্বান্ত করাইবার প্রয়োজন ছিলনা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যে ন্যাশনালিজম বা এক-জাতীয় আদর্শবাদের পটভূমিকায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সংখ্যাগুরু দলের যুলুম [Tyranny of Majority] ছিল সেই বিষবৃক্ষের বিষাক্ত ফল! ইংরেজকে বিতাড়িত করার পর এই তথাকথিত ন্যাশনালিজমের আওতায় ভারত উপমহাদেশের মুছলমানগণের এবং অন্যান্য সংখালঘু সমাজের নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকার উপায় ছিলনা। পক্ষান্তরে ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও রুষের সমূহবাদের সমকক্ষতায় ইছলামী জীবনাদর্শের সংরক্ষণকল্পে ভারত উপমহাদেশের মুছলমানদের পক্ষে সংখ্যাগুরু দলের যবরদস্তির বাহিরে নিশ্বাস গ্রহণ করার জন্য একটী মুক্ত ও স্বাধীন ভূভাগের প্রয়োজন ছিল। যাঁহারা পাকিস্তান আন্দোলনের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বা উপলব্ধি করিতে চাহেন নাই,—তাঁহারা গোড়াগুড়ি হইতেই পাকিস্তান আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া ঠাওরাইয়া আসিতেছেন এবং ইউরোপ, আমেরিকা, রুষ, বিশেষতঃ হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের গুপ্তচর এবং প্রকাশ্য দালালরা আজও ফেনাইয়া ফেনাইয়া পাক আদর্শের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার অপব্যাখ্যার চর্বিত চর্বণ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু কোন ভূখণ্ডের জনগণের দাবীতে যদি সমূহবাদ বা পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করা গণতান্ত্রিক রীতি বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানের — অধিকাংশ নাগরিকের দাবীতে এই ভূখণ্ডে ইছলামী জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠার দাবী গণতান্ত্রিক এবং বৈধ দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইবেনা কেন? আজ শ্রেণী

www.ahlehadeethbd.org

সংগ্রামের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া বিশ্বশান্তিকে পোড়াইয়া ছারখার করা এবং মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে সমগ্র জাতির উপর যদৃচ্ছ একাধিপত্যের অধিকার ন্যস্ত হওয়াকে মানবত্বের চরম দুর্গতি ও অপরিসীম লাঞ্ছনা বলিয়া গণ্য করা হইতেছেনা, বিশ্বব্যাপী শোষণ ও পীড়ন দ্বারা জগতের মযলুম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিবর্গকে ক্রীতদাসে পরিণত অথবা পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার পৈশাচিক ষড়যন্ত্রকে প্রকাশ্য ভাবে সমর্থন দান করা হইতেছে, অথচ বিশ্বশান্তির অগ্রদূত রূপে মানব মুকুট হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও অধ্যাত্ম জগতকে আলোকিত ও পুলকিত করার জন্য সাম্য, সামঞ্জস্য ও শান্তির যে প্রদীপ্ত মশাল বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং যাহার বাস্তব রূপায়ণ তাঁহার পবিত্র জীবন কালে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনযুগের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছিল, সেই ইছলামী জীবন দর্শনের পৃথিবীতে বাঁচিয়া—থাকার ও উহাকে বাঁচাইয়া রাখার প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতা ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার প্রতিক্রিয়া বলিয়া গণ্য করা হইতেছে! কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং!

পাকিস্তানের দাবী আসমুদ্র হিমাচল নিখিল মুছলিম জাতির সম্মিলিত কণ্ঠের ভৈরব হুংকার ছিল এবং তজ্জন্য এই দাবীর সার্থকতাকে ঠেকাইয়া রাখার সাধ্য কাহারও হয়নাই, কিন্তু পাকিস্তানকে বাস্তবরূপে গড়িয়া তোলার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন আপনারা কি লক্ষ করিতেছেন যে, অযুতকণ্ঠের সেই বজ্রহুংকার আজ বহু মতে, পথে ও স্বার্থে বিভক্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে?

অতএব সাবধান!

আপনারা পাকিস্তান আদর্শের বিরোধী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিভ্রান্ত হইবেননা! আপনারা ইছলাম-বিরোধী স্বার্থের যুপকাষ্ঠে কুফরের বলীর পাঁঠাপাঁঠি

(৪২৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

আয়াজনও এদিক দিয়ে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের মুছলিম শিশু ও কিশোরদের জন্য এ ব্যাপারে কি করেছি? আমরা হৃষ্টচিত্তে ক'খানা বই আমাদের ছেলেদের কুতূহলী মনের পটে নিশ্চিন্ত নিরাপদে তুলে ধরতে পারি?

কিন্তু কোন স্থানই কখনও শূন্য পড়ে থাকেনা। ইছলামী ভাব-সমৃদ্ধ শিশু সাহিত্যের অভাবে আমাদের ছেলেরা যখন পশ্চিম বঙ্গের আমদানী কৃত বিপরীত ধর্মী ভাবধারার পরিপোষক ও বিজাতীয় প্রেরণার বার্তাবাহক পুস্তক এবং রক্ত-রঙ্গীন সাহিত্যের পাতা উল্টাতে থাকে, আফছোছ! তখন আমরা নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাই! ফলে এই ছেলেরাই যখন ভাবের লাল নিশান আকাশে উড়িয়ে চীৎকারে দিগবিদিগ মথিত করে তোলে, তখন আমরা বলি, এদের কী হলরে! ধন্য আমাদের অন্তর দৃষ্টি! ধন্য আমা.দর তিরস্কার ধ্বনি! এখনও আমাদের সতর্ক হওয়ার সময় আছে। কিন্তু অধিক বিলম্বে আদর্শবাদী সাহিত্যিকবৃন্দের উদাসীনতা ও সরকারের নিলিপ্ততা শুধু সীমাহীন আফছোছেরই কারণ—ঘটাবে।

পাক বাংলার সাহিত্যিক আদর্শের অতীত ও বর্তমানের পরিচয় এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিতদানের কিঞ্চিৎ প্রয়াস পেলাম। আমরা আদর্শ থেকে কি পরিমাণ দূরে অবস্থান করছি আর এ দূরত্বের ব্যবধান ক্রমে ক্রমে কিরূপ প্রশস্ত হয়ে উঠছে তারও কিছু আভাষদানের চেষ্টা করলাম। দেশের চিন্তাশীল ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহিত্যিকবৃন্দ অনতিবিলম্বে তাঁদের সুমহান কর্তব্য প্রতিপালনে কোমরে বেঁধে এগিয়ে আসবেন আর সরকার তাঁদের এ দায়িত্ব সম্বন্ধে শীঘ্রই সচেতন হয়ে উঠবেন, এ আশা আমরা পোষণ করতে পারি কি?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাজিবেনন! আপনারা পাকিস্তানের বিধ্বস্তিকল্পে দলাদলিকে প্রশ্রয় দিবেননা! শত্রুপক্ষকে শ্রেণীসংগ্রামের আগুন জ্বালাইয়া পাকিস্তানকে ছারখার করার কার্যে সহায়তা করিবেননা!

আসন্ন নির্বাচনে আপনারা আপনাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হউন!!

খুব স্মরণ রাখিবেন, পাকিস্তান কায়েম হইবার পর ইহাই আমাদের রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন! আপনারা পাকিস্তান রক্ষা করিতে চান, না উহা — ভাংগিয়া দিয়া দুশমনদের চক্ষু শীতল এবং ইছলাম ও মুছলিম জাতিকে সর্বস্বান্ত করিতে ইচ্ছা করেন, সমস্ত পৃথিবী অনিমেষ নয়নে তাহা লক্ষ্য করিতেছে। পূর্বপাকিস্তান গোটা "আযাদ পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রে"র অবিচ্ছেদ্য অংশ রহিবে, না পশ্চিম বাঙলার সহিত মিলিত করার নারকীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে, আসন্ন নির্বাচনে আপনাদের আচরণ দ্বারা তাহা নির্ণয় করা হইবে।

হুশিয়ার! আসন্ন ভোট ব্যাপারটী দলীয় স্বার্থ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ! সুতরাং ভোট দেওয়ার পূর্বে স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সাবধান হউন!

খুব ভালভাবে মনে রাখিবেন, ইছলামকে প্রতিষ্ঠাদান করিতে না পারিলে পাকিস্তানকে টিকাইয়া রাখা কোনক্রমেই সম্ভবপর হইবেনা। সীমান্ত প্রদেশ, — পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও পূর্ববাঙলাকে শুধু ও একমাত্র ইছলাম পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, সুতরাং ইছলামের প্রতিষ্ঠার দাবী যদি শিথিল হইয়া যায়, কিংবা এই দাবী যদি আপনারা পরিহার করেন, তাহা হইলে সংগে সংগে পাকিস্তানের দাবী সংবৃত ও উহার গগনচুম্বী প্রাসাদ ধূলায় ধুসরিত হইবে!

আবার ইহাও জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, শুধু ইছলামের নাম জপ করিয়া পাকিস্তানে বা পৃথিবীর কোন স্থানেই ইছলামকে প্রতিষ্ঠাদান করা সম্ভবপর হইবেনা। আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা যেমন যরূরী, আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ও রূপায়িত করার মত ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক যোগ্যতাও সেইরূপ বিশেষভাবে আবশ্যক! আবার যাহারা ইছলাম ও পাকিস্তান বিরোধী দলের পুচ্ছগ্রাহী, তাহাদের মুখ হইতে ধর্ম ও ইছলামের নাম উচ্চারিত হইলে আরও বেশী – হুশিয়ার হওয়া কর্তব্য!

পথের সন্ধান!

বর্তমান মুছলিম লীগ সরকারের দোষত্রুটি— আমরা কোনদিন লুকাইয়া রাখিনাই। আমাদের কঠোর সমালোচনা অনেক সময়ে আমাদিগকে লীগ সরকারের বিরাগভাজনও করিয়াছে। লীগ সরকারের বিরোধী দলের ভিতর যে অনেক ভাললোকও — রহিয়াছেন, একথাও আমরা অস্বীকার করিনাই। এপর্যন্ত আমরা বিভিন্ন দলীয় কোন্দল কোলাহলকে শুধু শাসনক্ষমতা হস্তগত করার গোলযোগ বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম। গভর্ণমেণ্টের — অযোগ্যতা ও অপরাধের আওতায় কোন মুছলিম পার্টি শত্রুদলের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তে স্বয়ং পাকিস্তানের মৌলিক উদ্দেশ্যকেই বানচাল করার অসাধু ও আত্মঘাতী কার্যক্রম গ্রহণ বা সমর্থন করিতে পারে, এরূপ ধারণা কোন পাকিস্তানী মুছলমানের অন্তঃকরণে মুহূর্তের জন্যও উদিত হয়নাই। আর এই জন্যই পূর্বপাক জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছ ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালের সভায় সুস্পষ্ট ভাষায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিল যে,—পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আসন্ন নির্বাচনে মুছলিম-লীগ বিরোধী ফ্রন্টে ইছলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী 'কম্যুনিস্ট পার্টি' কে সংযুক্ত রাখিবেন বলিয়া যে কথা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শোনা যাইতেছে, তাহাতে পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের এই সভা গভীরতম দুঃখ এবং উদ্বেগ—প্রকাশ করিতেছে। এই সভার সুচিন্তিত অভিমত যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলকে ভোটযুদ্ধে হারাইবার মত্‌লবে ইছলামের প্রকাশ্য শত্রুর সহিত ছমঝোতা এবং তাহাদের প্রচারণার ক্ষেত্রপ্রস্তুতি ও কার্যাবলীর সম্প্রসারণের সুযোগদান পাকিস্তান ও ইছলামের ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সর্বনাশকর, —তর্জুমানুল হাদীছ, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম যুগ্মসংখ্যা, ৩৪৬ পৃঃ।

আমাদের দৃঢ় ভরসা ছিল যে, যুক্তফ্রন্টের নেতৃবর্গ আমাদের সংবধান বাণীকে উপেক্ষা করিবেননা এবং ইছ্‌লাম ও পাকিস্তানের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহারা অবশ্যই সচেতন থাকিবেন এবং এই ভোটযুদ্ধের ফলাফল কেবল রাজনৈতিক দলের উত্থান ও পতনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রহিবে, আর এই জন্যই দলনিরপেক্ষ ভাবে আমরা নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিবার পরামর্শ মুছলমান সমাজকে প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ আমাদের সতর্কবাণীর প্রতি দৃকপাত করা প্রয়োজন মনে করেননাই, বরং কম্যুনিস্ট ও ইছলাম বিদ্বেষীদের প্ররোচনায় তাঁহারা ইছলামী ভাবাপন্ন বহু মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

কম্যুনিস্ট দলের কুখ্যাত মুখপত্র "যুগের দাবীর" ৭ই ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে কথিত হইয়াছে যে,

"যুক্তফ্রন্টের ভিতরে এমন কয়েকটি অশুভ ব্যাপার ঘটিতেছে যাহাতে আমরা আশংকিত হইতেছি। নেজামে ইছলামের মত প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং আরও কতক সুযোগ সন্ধানীরা আসিয়া যে যুক্তফ্রন্টে ভীড় জমাইতেছে এবং তাহাদের প্রভাবে যে কোন কোন কেন্দ্রে "নেজামে ইসলামের" লোকদের এবং অন্যান্য বাজে লোকদের যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন দান করা হইতেছে সে সম্পর্কে পূর্বেই আমরা সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম ইহাদের বিশ্বাস করিতে নাই। আমাদের সে হুসিয়ারীর আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নেজামে-ইসলাম পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্রে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসিৎ গালাগালি সুরু হইয়াছে। তাই পূর্ববঙ্গের সমস্ত প্রগতিশীল জনগণের পক্ষ হইতে আমরা যুক্তফ্রন্টের নেতাদের নিকট দাবী করিতেছি যে অচিরে প্রতিক্রিয়াশীল ও বাস্তবে লীগ রাজনীতির সমর্থক 'নেজামে ইসলাম' পার্টিকে যুক্তফ্রন্ট হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হোক এবং নেজামে ইসলামের যে সব লোককে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে সে সব মনোনয়ন অবিলম্বে নাকচ করা হউক। ইহাতে যুক্তফ্রন্ট শক্তিশালী হইবে; এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন কর্মী শিবিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নেজামে-ইসলাম পার্টির ব্যক্তিদের পূর্ববঙ্গের জনতা যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেনা এবং গ্রহণ করিবেনা।

"আমরা চাই মুসলিম লীগের পরাজয়। সেই জন্যই আমরা চাই যুক্তফ্রন্টের ভিতর হইতে নেজামে-ইসলামকে বিতাড়ন করা হউক, সমস্ত বিভেদমূলক কাজ বন্ধ করা হউক এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সহায়তা নিয়া যুক্তফ্রন্টকে মজবুত করা হউক।"

পুনশ্চ উক্ত সংখ্যাতেই কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে,

"যে সব কেন্দ্রে সাচ্চা লীগ বিরোধী শক্তিগুলি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে সেই সব কেন্দ্রে কোনরূপ ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিতে কম্যুনিস্ট পার্টি দৃঢ়সঙ্কল্প। সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়াই পার্টি সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, বিভেদকারী শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য, মুসলীম লীগের

www.ahlehadeethbd.org

বিরুদ্ধে জনতার একতা ও সংগ্রামের পতাকাকে ঊর্ধে তুলিয়া ধরার জন্য, জনতার ভিতর পার্টি নির্বাচনী কর্মসূচি প্রচার করার জন্য এবং প্রথমোক্ত দশটি আসনে মুসলিম লীগ ও তাহার দালালদের পরাজিত করার জন্য পার্টি ঐ দশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।"

বস্তুতঃ শাসনের অধিকার হস্তগত করার পূর্বেই যুক্তফ্রন্টের ছদ্মবেশী ও প্রকাশ্য কম্যুনিস্টরা প্রোপাগাণ্ডার নামে বক্তৃতার আসর হইতে আরম্ভ করিয়া পথে ঘাটে সর্বত্র কোরআন ও ছুন্নাহর প্রতি বিদ্রূপ, উলামা বিদ্বেষ, যবরদস্তী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ, গালিগালাজ ও সন্ত্রাসবাদের যে তুমুল কলরব— বিক্ষোভ ও অশান্তি উত্থিত করিয়াছেন তাহার ফলে শুধু বাক্য ও অভিমতের স্বাধীনতাই বিপন্ন হইতে বসেনাই, ইহার সুদূর প্রসারী ভয়াবহ কুফল স্বরূপ শাসন শৃংখলার অবসান এবং পূর্বপাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী সমূহবাদের প্রবর্তন সম্ভাবিত হইয়া উঠিতেছে! এই যুক্তফ্রন্টের জনৈক স্বয়ংসিদ্ধ নেতার প্রমুখাৎ আমি স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছি যে, ইছলামের জন্য ভবিষ্যতে নাকি কোন সম্ভাবনাই নাই আর কম্যুনিজ্‌ম বরণ করা ছাড়া পাকিস্তানীদের না কি আর কোন গত্যন্তরই নাই! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ইছলামের আদর্শ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে যাহার জানা শুনা নাই এবং যাহার হৃদয়কন্দর ঈমানের "নূরের" পরিবর্তে কুফরের "নার" দ্বারা দগ্ধিভূত হইতেছে, কেবল সেই ব্যক্তি এরূপ অলীক ও মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিতে পারে। ইহাদেরই মতবাদ ও আচরণ সম্বন্ধে কোরআন বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছে—হে রছুল (দঃ) আপনি কি— দেখিতেছেননা, যাহাদের কিছু বিদ্যাবুদ্ধি

الم ترالى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت و يقولون

দেওয়া হইয়াছে,— অথচ তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরাপর শক্তিকে প্রভু এবং তাহাদের — বিধানকে অনুসরণীয় ধরিয়া লইয়াছে,— তাহারা বলিয়া বেড়ায়,

للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا - اولئك الذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجد له نصيرا - ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا -

মুছলিম জাতি অপেক্ষা এই কাফেরের দলই সঠিক পথের অধিকারী! আপনি শুনুন, ইহাদিগকেই— আল্লাহ অভিসম্পাৎ করিয়াছেন এবং যাহাদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন, তাহাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনি কাহাকেও সাহায্যকারী দেখিতে পাইবেননা। ইহারা যদি সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করে, তাহাহইলে ইহারা খেজুরের খোসাও কোন মানুষকে প্রদান করিবেনা— আন্‌নিছা, ৫১—৫৩ আয়ত।

বেরাদরানে ইছলাম, পাকিস্তানে সংখালঘু সমাজসমূহের সর্ববিধ অধিকার স্বীকৃত হইলেও মুছলমান আর অমুছলমান এক জাতি, এই অবাস্তব আদর্শ যাঁহা করিয়া লওয়া হয় নাই এবং মুছলিম জাতীয়তার স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য হিন্দু জাতি কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ার ফলেই মুছলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে পাকিস্তান কায়েম করার দাবী উত্থিত ও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। হিন্দু সমাজ কস্মিনকালেও পাকিস্তানের সংগ্রাম ও উহার প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দান করেননাই। পাকিস্তান তথা ইছলামকে প্রতিষ্ঠা দানের আন্দোলন করিয়া মুছলিমলীগ যে মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন, অতীতের ন্যায় আজও হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া পাকিস্তানের— সংখালঘু দলের চুনো পুঁটি পর্যন্ত কেহই তাহা বরদাশত করিতে পারিতেছেননা। পাকিস্তান গণ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিষদ পাকিস্তানকে ইছলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন, কোরআন ও ছুন্নাহর বিপরীত কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, মুছলমানদিগকে—ইছলামী জীবনাদর্শের অনুসরণ করার সুযোগ প্রদান করা হইবে বলিয়া অংগিকার করিয়াছেন, মরহুম লিয়াকত আলী শহীদ, মরহুম আল্লামা শব্বীর আহমদ ও মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল বাকী প্রমুখ ফিদায়ানে দীন ও মিল্লতের প্রচেষ্টায় পরিগৃহীত—ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য প্রস্তাবে বর্ণিত নীতিসমূহ পাকরাষ্ট্রের সমুদয় কার্যকলাপে অনুসৃত হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুছলিম লীগের এই ধৃষ্টতায় পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু ক্ষোভে ও ক্রোধে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন এবং কোন গূঢ় ও রহস্যজনক কারণে পূর্বপাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টের কর্মীরাও পাকিস্তানকে ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্প বাতিল করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে মূলনীতি বিরোধী দিবস গোটা প্রদেশে ঘোরে শোরে পালন করিয়া বেড়াইয়াছেন। বাঙলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও পাক-গণ-পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রী প্রেমহরি বর্মা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছেন, তিনি তাঁহার নিবেদনে, যাহা দিনাজপুর সেন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, বলিতেছেন: মুছলিম লীগ সরকার পুনঃ প্রবর্তিত হইলে "কোন অমুসলমানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার অধিকার থাকিবেনা, অমুসলমানেরা নিম্নস্তরের নাগরিক হইবে, পাকিস্তানে কোরান ও শূন্যায় (?) মতবিরোধী কোন আইন পাশ হইতে পারিবেনা, গভর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য একটী বিভাগ থাকিবে। এই সমস্ত আইন যদি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে থাকিয়া যায় তাহা হইলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সমস্ত আইনের বিরোধিতা—করিতে যে সমস্ত প্রার্থী রাজী থাকিবেন, পূর্ববংগ আইন সভায় তাহাদিগকেই প্রতিনিধি করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে"।

এক্ষণে আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে, যুক্তফ্রন্টের লোকেরাই শ্রী প্রেমহরি বর্মার —বাঞ্ছিত দল! তাঁহারাই মূলনীতি কমিটীর সমুদয় প্রস্তাবের বিরোধ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের স্বার্থ ইছলাম ও মুছলিম জাতির স্বার্থের যতই বিরোধী হউকনা কেন, শ্রী নেহেরু তথা ভারতরাষ্ট্র ও শ্রী প্রেমহরি প্রমুখ পাকিস্তানী হিন্দুর স্বার্থের সহিত তাঁহাদের স্বার্থের পার্থক্য নাই! এই খানেই ব্যাপার শেষ হইতেছেনা, আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে, অন্তরবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিয়া ইছলামী রাষ্ট্র প্রবর্তনের মূলে কুঠারাঘাত হানিবার চক্রান্ত যখন শুরু করা হইয়াছিল আর মুছলিমলীগ যখন এই অনাচারের কঠোর প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছিল, তখন যুক্তফ্রন্টের নেতারা কেন সমস্বরে এই বেআইনী ব্যবস্থাকে পূর্ণসমর্থন দান করিয়াছিলেন? কেন—গণপরিষদকে ভাংগিয়া দিবার জন্য তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন? পাক গণপরিষদ কর্তৃক বিঘোষিত **উদ্দেশ্য প্রস্তাব** আর ইছলামী শাসনতন্ত্রের কাঠামোটাকে ভাংগিয়া মিছমার করা ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য যে ছিলনা, এ কথা প্রত্যেকেই খুব সহজেই বুঝিয়া লইতে পারে।

এরূপ ভয়াবহ অবস্থায় ইছলাম ও পাকিস্তান বিরোধী দলের ভিতর যদি কোন সাধু ও উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়াও যায় ইসলামের প্রতি আস্থাসম্পন্ন এবং পাকিস্তানের বিশ্বস্ত কোন মুছলমানের পক্ষে তাহাকে সমর্থন করা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে?

পশ্চিম বাঙলার শ্রীসতীশ সেন আর পূর্ব বাঙলার বাবু রূপনারায়ণ রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতারা

www.ahlehadeethbd.org

মুছলিমলীগকে পরাজিত ও যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করার আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন। এই সকল আহ্বানের প্রতিধ্বনি স্বরূপ যুক্তফ্রন্টের জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ ও বহুমাননীয় নেতা হিন্দুদের সমবায়ে কোআলিশন—গভর্ণমেণ্ট গঠন করার উদাত্ত আহ্বান প্রচার করিয়াছেন।

ইছলামের জাতীয় ও তমদ্দুনী ঐক্যের ধ্বংসস্তূপের উপর যুক্তফ্রন্ট যে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় লীগ সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের সহিত পূর্ব বাঙলার সকল সম্পর্কের অবসান ছাড়া এই আচরণের অন্য কোন কৈফিয়ত নাই। আর এই আত্মঘাতী নীতির অভিব্যক্তি স্বরূপ পাকিস্তানের সমুদয় সরকারী অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করাই হইতেছে যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের বিশিষ্ট আচরণ। তাঁহারা পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম ও তদীয় দক্ষিণ বাহু কায়েদে-মিল্লতের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা নিরর্থক — মনে করেন, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মহামতি ইক্‌বালের স্মরণ দিবসে ইঁহাদের খুজিয়া পাওয়া যায়না এমন কি কাশ্‌মীরের মুছলমানদের প্রতি বখ্‌শী সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং কাশমীরের পাকিস্তান ভুক্তির স্বপক্ষে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তফ্রন্টের অন্যতম বাহু কম্যুনিষ্ট দল যে বিরোধ ও গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সর্বজন বিদিত।

যুক্তফ্রন্টের নেতা ও কর্মীদের এই সকল আচরণ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে একথা স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানকে রক্ষা করা এবং মুছলিম জাতির প্রতিষ্ঠা সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ মুছলিমলীগকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজেরা শাসনকর্তৃত্বের গদ্দী দখল করিতে চাহেন। তাঁহাদের এই চক্রান্তের পথে ইছলাম বা পাকিস্তানের যে কোন স্বার্থ অন্তরায় হউক না কেন, তাহাকে পদদলিত করিতে যুক্তফ্রন্টীরা আদৌ পশ্চাদ্‌বর্তী নহেন। তাঁহারা ভাত কাপড়ের দোহাই দিয়া জনগণকে প্রলুব্ধ করিতে চাহিতেছেন কিন্তু যুক্তফ্রন্টী নেতারা যখন প্রধান মন্ত্রীত্বের গদ্দীতে সমাসীন ছিলেন, তখন তাঁহারা এই সমস্যার সমাধান কিরূপ যোগ্যতার সহিত করিয়াছিলেন, দেশবাসীরা সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? মুছলিম লীগ সরকার গণপরিষদে যে মূলনীতি কমিটীর ছোফারেশ গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারে পাকিস্তানের যে সকল নাগরিক বেরোযগারী, পীড়া, দারিদ্র বা অপরাপর কারণে উপার্জন করিতে সক্ষম নয়, পাক-রাষ্ট্র জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাহাদের অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনগুলি মিটাইবার ব্যবস্থা করিবে, মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে সম্পদের—ইজারাদারী কায়েম হইতে দিবে না, শ্রমিক ও কৃষকদিগকে অন্যায় ভাবে শোষিত হইতে দিবেনা। এই সকল বিধান আইনের মর্যাদালাভ করিতে বসিয়াছে। পূর্ব পাক সরকার জমিদারী প্রথারও — আংশিক উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। এই সকলের সমকক্ষতায় কম্যুনিস্ট নীতির অনুসরণে জোতদারদের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া ভূমিহীন মজুরদের মধ্যে বণ্টন করার প্রতিশ্রুতিতেই কি কৃষকরা খুশীতে বাগ বাগ হইয়া যাইবে? কম্যুনিস্ট শরীঅত অনুসারে কোন কৃষকই জমির মালিকানা স্বত্বের অধিকারী নয়, তাহারা শস্য উৎপাদক গোলাম মাত্র! সমস্ত জমি ও সম্পদের অধিকারী হইতেছে কম্যুনিস্ট সরকার! পূর্ব পাকিস্তানের জোতদার ও কৃষকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া কোন্ পথে হাঁকাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহা কি তাঁহারা অনুভব করিতে পারিতেছেন?

সত্য বটে, মুছলিম লীগের মন্ত্রীসভা ও পার্লা-

www.ahlehadeethbd.org

মেন্টের অধিকাংশ সদস্য বিগত ছয় বৎসর কালের ভিতর তাঁহাদের যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হননাই কিন্তু লীগের বর্তমান মনোনয়নে তাঁহাদের শতকরা প্রায় ৮৫ জনই পরিত্যক্ত হইয়াছেন। যে সকল নূতন লোক মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বর্তমান সরকারের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। লীগ মনোনয়নে কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তিও ঘটিয়াছে আর এরূপ ভ্রান্তি সকল দলেই মওজুদ রহিয়াছে এবং এই কারণে চটিয়া গিয়া মুছলিম লীগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ফলকথা, পাকিস্তানকে টিকাইয়া রাখার সাধনার এবং এই রাষ্ট্রে ইছলামী-জীবন-দর্শনের প্রতিষ্ঠার কার্যে পাকিস্তান ও ইছলাম বিরোধী দলের অন্তরভুক্ত কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত সাধুতা ও যোগ্যতার কাণাকড়ির সমানও মূল্য নাই!

অতএব আইন সভার আসন্ন নির্বাচনে মুছলিম-লীগ কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদিগকেই জয়যুক্ত করার জন্য পূর্বপাকিস্তানের মুছলমানদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। অবশ্য ভোট দেওয়ার পূর্বে প্রার্থীদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করা কর্তব্য যে, তাঁহারা ইছলাম বিরোধী এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল কোন প্রস্তাবে কোন অবস্থাতেই সমর্থন দান করিবেননা। আল্লাহ না করুন, যদি মুছলিম লীগ আসন্ন নির্বাচনে পরাভূত হন, তাহাহইলে এই পরাভব দ্বারা পূর্ববাঙলায় পাকিস্তানের পরাজয় সূচিত হইবে, একথা প্রত্যেক পাকিস্তানীর উত্তম রূপে হৃদয়ংগম করা উচিত—ওয়ামা আলায়না ইল্লাল—বালাগ!

তর্জুমানুলহাদীছ কার্যালয়:
পোঃ ও জিলা পাবনা
পূর্বপাকিস্তান
১৮। ২। ৫৪

আহ্‌কর
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আলকোরায়শী
সভাপতি— পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য

মুখোসের ভেতর

(অনুবাদ)

(২)

ওরলোফ লিখেছেন, যিনোফীফ ও কামিনিফদের হত্যাকাণ্ডের এক হফ্‌তা পর স্ট্যালিন গুপ্ত পুলিসের বড় কর্তাকে আদেশ দিলেন বিরোধীদলের (Oposition Group) অর্থাৎ যাঁরা লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রটস্কির সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের পাঁচহাজার সদস্যকে হত্যা করতে হবে। এঁরা তখন কতক নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন আর কতক আটক অবস্থায় ক্যাম্পে বিগলিত হচ্ছিলেন। সোভিয়েট রুষের—ইতিহাসে কম্যুনিস্টদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের এই হল প্রথম ঘটনা। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে নিহতদের বিরুদ্ধে

www.ahlehadeethbd.org

কোন চার্জশীট পর্যন্ত উপস্থিত করা হয়নি। এই ভয়াবহ ঘটনার এক বৎসর পর ঠিক এই ভাবেই বিরোধীদলের দ্বিতীয় পাঁচ হাজার কম্যুনিস্টকে হত্যা করা হয়। ওরলোফ লিখেছেন, এর পর কত-বার যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল আমি অবগত নই। কারণ ১৯৩৬ সালে আমাকে স্পেনের রিপাবলিক সরকারের মন্ত্রী করে পাঠান হয়েছিল। অবশ্য যেসব কর্মচারী সরকারী কাজ উপলক্ষে ফ্রান্স বা স্পেনে আসা যাওয়া করতেন, তাঁদের বাচনিক আমি সব সময়েই স্ট্যালিনের কার্য-কলাপের খবর পেতাম।

১৯৩৭ সালে অনুসন্ধানকারী দ্বিতীয় আদালতের অধিবেশন শুরু হয়। স্ট্যালিনকে হত্যাকরার ষড়যন্ত্রে কে কে লিপ্ত ছিল তাদের অনুসন্ধান করার জন্য এই আদালত বসে নাই। আদালত অনুসন্ধান করছিল কে কে জার্মানী ও জাপানের সাহায্যে সোভিয়েট সরকারকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে যোগদান করেছিল? বারজন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আদালতের কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে লেনিনের একজন বহু-পুরাতন সহকর্মী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল করপিয়াটা-কোফ্। স্ট্যালিন ওঁর সম্বন্ধে শুনেছিলেন যে, তিনি কোন মজলিসে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বলে ফেলেছিলেন, "স্ট্যালিন একজন সাধারণ লোক ছাড়া কিছুই নন, তাঁর ভেতর কোনই বৈশিষ্ট্য নেই কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, স্ট্যালিনের বিরোধিতা করতে হলে কাগানোচের আনুগত্য মেনে নিতে হয় কিন্তু কাগানোচের আনু-গত্য স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়"।

স্ট্যালিনের ধৈর্যশক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি আট বৎসর ধরে করপিয়াটাকোফকে জব্দ করার সুযোগ লাভ করার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। সুযোগ যখন তিনি পেলেন তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করার জন্য করপিয়াটাকোফেরই সবচাইতে বিশ্বস্ত ও প্রতিপালিত ব্যক্তির সাক্ষী যোগাড় করলেন, তারপর এইটুকুতে নিরস্ত না হয়ে করপিয়াটাকোফের স্ত্রীকে ধমক দিলেন যে, তার স্বামীর বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিতে প্রস্তুত না হলে তার সন্তানদের মঙ্গল নাই! — সন্তানদের মায়ায় জননী স্বামীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু এতকরেও করপিয়াটাকোফ অপরাধ স্বীকার করলেন-না। তখন স্ট্যালিন তাঁর একজন দালাল দিয়ে তাঁর কাছে বলে পাঠালেন যে, এই জিদের ফলে শুধু করপিয়াটাকোফেরই সর্বনাশ হবেনা, তার স্ত্রীপুত্রদেরও জীবন বিপন্ন হবে। তখন করপিয়াটাকোফ নরম হয়ে স্ট্যালিনের জাল দলীলে স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত হলেন। এই দলীলে লেখাছিল যে, ট্রটস্কি কর-পিয়াটাকোফকে খবর দিয়েছিলেন, "রুষের ওপর— আক্রমণ করার চুক্তি জার্মানদের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে"। কিন্তু স্ট্যালিন এতেও নিশ্চিন্ত হলেননা, তিনি চাচ্ছিলেন খবর পাওয়ার পরিবর্তে ট্রটস্কির সাথে করপিয়াটাকোফের সাক্ষাৎকার যাতে প্রমাণিত হয় সেইভাবে ঘটনা সজ্জিত করতে। মোটেরউপর — এই বলে অভিযোগ প্রস্তুত করা হল যে, জার্মানদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য করপিয়াটাকোফ যখন বার্লিনে গিয়েছিলেন সেই সময়েই ট্রটস্কির সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। কিন্তু ট্রটস্কি ছিলেন সে সময়ে নরওয়ের অন্যতম সহর ওস্‌লোতে। এদিকে যেসব চুক্তিপত্রে করপিয়াটাকোফ স্বাক্ষর — করেছিলেন, সেগুলোর তারীখ প্রমাণিত করছিল যে, সেসময় প্রত্যহই করপিয়াটাকোফ বার্লিনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেনযোগে বার্লিন থেকে ওস্‌লো যাতায়াত করতে কমপক্ষে দু'দিন লেগে যায়। এ অবস্থায় করপিয়াটাকোফের একই সময়ে ওস্‌লো ও বার্লিনে উপস্থিতি প্রমাণিত করা দৈহিক ভাবেই সম্ভবপর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিলনা। এ সমস্যার সমাধানকল্পে আবিষ্কৃত হল যে, একটি নির্দিষ্ট উড়োজাহাজের সাহায্যে তিনি বার্লিন থেকে ওস্‌লো যাতায়াত করছিলেন। করপিয়াটা-কোফও সন্তানদের জীবনের মায়ায় প্রকাশ্য আদালতে এ কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করে নিলেন।

এই বিচার প্রহসনের সংবাদ যখন নরওয়েতে প্রচারিত হল তখন সেখানকার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র গুলো তদন্ত করে একযোগে স্ট্যালিনকে চ্যালেঞ্জ করলেন যে, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৬ সালের পহেলা মে পর্যন্ত প্রাইভেট বা সরকারী কোন উড়োজাহাজ নরওয়ের হাওয়াই আড্ডায় অবতরণ করেনি। এই ঘোষণার ফলে ভিসিনিস্কি ও স্ট্যালিনের দাবীর কলাই সমস্ত দুনিয়ার চোখে খুলে গেল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে করপিয়াটাকোফকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

এই সব ভয়ানক এবং খুনী চালবাজির সমুদয় চিহ্ন মুছে ফেলার মতলবে হত্যাকারী আর হত্যা-কাণ্ডের সাথে জড়িত সমস্ত কর্মচারীদের স্ট্যালিন বদলী করে দিলেন। পুলিশ বিভাগকে নূতন ভাবে সংগঠিত করার বাহানায় গুপ্ত পুলিশের নূতন অধি-নায়ককে নিয়োজিত হলেন। ইনি পুরোনো স্টাফ নিয়ে কয়েক মাস গড়িমসি ভাবে চালিয়ে দিলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে সকলকে স্থানান্তরিত করে ফেল-লেন। যাঁরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত চালাক ছিলেন তাঁদের বিভিন্ন দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যাঁরা ভয়ঙ্কর রকমের ছিলেন, দুর্নীতির অভিযোগে তাঁরা ধৃত হলেন। একজন পুলিশ কর্মচারী কামিনীফকে পীড়ন করার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়েছিল। তাঁকে ধরার জন্য সিপাইরা উপস্থিত হলে সে তেতালা থেকে জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে উদ্ধার পেল।

দেশের বাইরে যাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা যখন নিজেদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততাবোধ করতে লাগ-লেন তখন অকস্মাৎ একদিন তাঁদের সকলকেই ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হল। যাঁরা এ চালবাজী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদেরও পালিয়ে বাঁচার উপায় ছিলনা, কারণ গুপ্ত পুলিশের ঝাঁক এই পলাতক-দের গুলি করে মারার জন্য পৃথিবীর সব সহরেই ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া তাঁদের পরিবারবর্গ রুষেই বসবাস করত। ফলকথা, যখন তাঁরা ফিরে আসতেন তখন তাঁদের প্রথমে খুবই আদর-ভক্তি দেখান হত। তারপর একটা বড় পদে তাঁরা নিযুক্ত হতেন, — কার্যভার গ্রহণ করার আগে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে — তাঁদের একমাসের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে হোটেলের সু-সজ্জিত কামরা-গুলি তাঁদের নামে আগে থেকেই রিজার্ভ থাকত। একমাস বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করার পর বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে যখন তাঁরা স্বগৃহে ফিরে— আসতেন, তখন তাঁদের বহুদূরবর্তী এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হত, যেখান থেকে তাঁরা আর ফিরেও আসতেননা আর তাঁদের কোন খবরও পাওয়া-যেতনা।

এই চালবাজি একজন বড় কর্মচারী অবগত ছিলেন, ফলে রুষে ফিরে আসার পরিবর্তে তিনি আমেরিকায় পালিয়ে যান। কিন্তু গুপ্ত পুলিশের ভ্রাম্যমান বাহিনী তাঁকে ওয়াশিংটনের এক প্রসিদ্ধ হোটেলে ধরে ফেলে আর দিন দুপুরেই গুলি করে তাঁর মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়।

গুপ্ত পুলিশের একজন বড়কর্তা সিলটিস্কি রাজ-নৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলোয় স্ট্যালিনের বড়ই সেবা করেছিলেন, কিন্তু অতঃপর আর তাঁর প্রয়োজন না থাকায় তাঁর চায়ের পেয়ালায় বিষ মিশ্রিত করে দেওয়া হয়। আর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি মহাপ্রস্থান করেছিলেন।

স্ট্যালিন যখন দেখলেন তাঁর প্রতাপ ভালভাবেই জমে গিয়েছে তখন তিনি লেনিনের অবশিষ্ট পুরোনো সঙ্গীদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তৃতীয় অনুসন্ধানকারী আদালত আহ্বান করার আদেশ দিলেন। এবারকার তদন্তের বন্ধন ছিল লৌহবন্ধন। আদালতে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় এবারে দাঁড়িয়েছিলেন — নিকোলাই বুখারীন। ইনি ছিলেন লেনিনের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং নিকটতম সহচর, কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনলের অধিনায়ক। তাঁর সাথে ছিলেন বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের অস্থায়ী সভাপতি এ'লেক্সি র‍্যাটকফ, কেন্দ্রীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব সেক্রেটারী নিকোলাই ক্রেস্টন্‌স্কী, বিখ্যাত বলশেভিক নেতা এবং ইউক্রেন সরকারের ভূতপূর্ব সভাপতি ক্রিশ্চান রেকনিস্কি। এই অভিযুক্ত দলের পাশে আর একজন — মহাপুরুষও বিরাজমান ছিলেন, যাঁকে সকলেই— বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখছিল। তিনি ছিলেন গুপ্ত পুলিশের ভূতপূর্ব প্রধানতম অধিনায়ক এবং প্রথম অনুসন্ধান আদালতের ব্যবস্থাপক — ইয়্যাগোডা! ইনি সেই ইয়্যাগোডা যিনি যিনোফিফ ও কামিনীফকে গুলি করে মারার সুব্যবস্থা করেছিলেন। এবার তিনি স্বয়ং বিদ্রোহ ও গদ্দারীর অভিযোগে ধৃত হয়েছেন। তিনি স্ট্যালিনের সমস্ত ভয়াবহ রহস্য আর গুপ্ত কথা অবগত ছিলেন। তিনি স্ট্যালিনের চোখ আর কানে পরিণত হয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কাজকর্ম এমনকি বড় বড় কর্মচারীদের পারিবারিক বিষয়গুলোর রিপোর্টও তাঁরই মাধ্যমে স্ট্যালিন লাভ করতেন। স্ট্যালিন তাঁকে এতই আপ্যায়িত করেছিলেন যে, শেষপর্যন্ত তাঁকে সমগ্র রুষ সাম্রাজ্যের গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর প্রধানতম কর্তার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। তাঁকে ক্রেমলিনের ভেতর বসবাসের অনুমতি — দেওয়া হয়েছিল। ক্রেমলিনে একটি কুঠরী লাভ করা রুষের সব চাইতে বড় সম্মান বলে গণ্য হয়ে থাকে। স্ট্যালিন এহেন ইয়্যাগোডাকে আর বেঁচে থাকতে দিতে চাননা। এরূপ সম্মানের পর ইয়্যাগোডার এই ভয়ঙ্কর পতন তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির কারণ হল,— তিনি জেলখানার কুঠরীতে আপন মনে বিড়বিড় করতেন। একবার একজন বড় কর্মচারী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় ইয়্যাগোডা তাঁকে ডেকে বললেন, আমার সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে ভুলোনা যে, আমি এখন সৃষ্টিকর্তাকে মানতে শুরু করে দিয়েছি। কর্মচারীটী জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? আমি যে সেবা দান করেছি, তার বিনিময়ে আমার পাওনা ছিল শুধু ষ্ট্যালিনের কৃতজ্ঞতা! অথচ আমি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে ভয়াবহ দণ্ডেরই আশংকা পোষণ করছি, কারণ একবার নয় আমি বহুবার তাঁর আদেশ অমান্য করেছি। এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার বর্তমান অবস্থা কি? তুমি স্বয়ং ভেবে দেখো, সৃষ্টিকর্তা আছেন কিনা? —ইয়্যাগোডা বললেন।

যাঁরা কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস অবগত আছেন আর কম্যুনিস্টিকদর্শন শাস্ত্রের অনবদ্য গ্রন্থ-ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of History) পাঠ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সকলেই বুখারীনকে চিনেন। তিনি লেনিনের বহু পুরাতন সহকর্মী এবং অপূর্ব ধীশক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। যেদিন লেনিন তাঁর স্মারকলিপিতে লিখলেন যে, স্ট্যালিনকে কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করতে হবে আর বুখারীনকে পার্টির সব চাইতে বিশ্বস্ত সভ্য গণ্য করতে হবে সেই দিন থেকেই স্ট্যালিন বুখারীনের হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছিলেন। তিনি এই মহামাননীয়— ব্যক্তিকে প্রথমে রাজনৈতিক পরামর্শ সমিতি থেকে বহিষ্কৃত করলেন। তারপর ১৯৩৭ সালের প্রথমভাগে

www.ahlehadeethbd.org

ধৃত হলেন। স্ট্যালিন বুখারীনের মুখ থেকে বের করতে চাচ্ছিলেন যে, ১৯১৮ সালে তিনি জার্মানদের যোগ-সাজশে লেনিনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। অন্যান্য পুরোনো বলশেভিকিদের মত বুখারীনের মধ্যেও একটা বড় দুর্বলতা ছিল। অর্থাৎ নিজের ছেলেপিলেদের তিনি ভালবাসতেন। বুখারীনকে শাসিয়ে দেওয়া হল যে, উল্লিখিত মর্মের স্বীকৃতিপত্রে দস্তখত না করলে তার প্রতিফল বোখারীনের ছেলেমেয়েদের ভুগতে হবে। এই পৈশাচিক ধমকের ফলে বোখারীন দস্তখত করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু স্বীকৃতি পত্রের মুসাবিদা যখন তাঁর সুমুখে ধরা হল তখন তিনি বিস্ময়ে হা করে থাকলেন। স্বীকৃতি পত্রের নকলে লেখা হয়েছিল যে, লেনিন প্রকৃত প্রস্তাবে জার্মানদের এজেন্ট ছিলেন

ওরলোফ বলেন, স্ট্যালিন স্বয়ং এই মুসাবিদা প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর অন্তরনিহিত মতলব ছিল, লেনিনকে বুর্জোয়াদের এজেন্ট সাব্যস্ত করে বলশেভিক বিপ্লবের সমস্ত বাহাদুরিটা স্বয়ং গ্রহণ করা। বুখারীন এই মুসাবিদায় দস্তখত করতে কিছুতেই রাযী হলেননা। যদিও তদন্ত আদালতে স্বীকার করে—নিলেন যে, তিনি দেশদ্রোহী আর ফ্যাসিষ্ট! কিন্তু এত করেও তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনের স্বার্থের বেদীমূলে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সভাপতিরূপে স্ট্যালিনের কার্যকলাপের যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া হল। এখন ওঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কাহিনীও খানিকটা শুনে রাখা ভাল।

স্ট্যালিনের দ্বিতীয় স্ত্রী নিজডা বড়ই সুশীলা নারী ছিলেন। ১৯৩২ সালে ওঁর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সকলে অভিভূত হয়ে পড়ে। মৃত্যুর আধ ঘণ্টা আগেও একটি ভোজ সভায় নিজডাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা গিয়েছিল। কেউ এ প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারবে না যে, তিনি মরলেন কেমন করে? যে গার্ড তখন স্ট্যালিনের খাস কামরায় নিযুক্ত ছিল তারি এক জন সিপাই ওরলোফকে বলেছিল যে, ভোজ সভা থেকে প্রত্যাগত হয়ে স্ট্যালিন আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই সোজা খাস কামরায় প্রবেশ করেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই কামরায় পিস্তল ফায়ারের শব্দ হয়। পাহারাওয়ালারা দৌড়ে কামরায় প্রবেশ করে দেখে নিজডা রক্তাক্ত কলেবরে মেঝেতে পড়ে আছেন আর তাঁর কাছেই একটা পিস্তলও পড়ে আছে! কে করেছিল এ ফায়ার? কাউরির পক্ষেই তা জানা সম্ভবপর হলনা।

গুপ্ত পুলিশ ভাল করেই জানত স্ট্যালিন ভরা মজলিসে স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত কুৎসিত ও অশ্লীল পরিহাস করতেন। নিজডা এ আচরণের প্রতিবাদ—করার চেষ্টা করলে স্ট্যালিন চিতা বাঘের মত কটমট করে তাকাতেন। মাতাল অবস্থায় বিশেষ করে ওঁর অবস্থা বর্ণনার অযোগ্য হত।

নিজডা নিহত হওয়ার পর তাঁর ভাই দেশবিতাড়িত হলেন। কিছু দিন পর তাঁর পাত্তা আর পাওয়াই গেল না।

ভিসিনিস্কি সে সময় তদন্ত আদালতের প্রসিকিউটর ছিলেন। মোকদ্দমার সমস্ত কার্যকলাপ যদিও তাঁর হাত দিয়েই সম্পন্ন হত তবুও পর্দার আড়ালের বিবরণ তিনি কিছুই জানতেন না। ওরলোফ বলেন, এ সব ব্যাপার আমার জানার কারণ এই যে, আমি আর ভিসিনিস্কি উভয়েই এক সঙ্গে প্রসিকিউটরের কাজ চালিয়ে যেতাম, প্রথমবার যখন দলের শোধন আরম্ভ হয় তখন ভিসিনিস্কিকেও—কমিশনের সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। কামরা থেকে যখন সে বেরিয়ে এল, তখন তার মুখ রক্তবর্ণ আর চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত পানি ঝরছিল। পরে জানা গেল যে, অযোগ্যতার কারণে যখন তার নাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দল থেকে কাটা পড়তে লাগল তখন সে শিশুর মত কাঁদাকাটি জুড়ে দিল। যে বিচারক দয়ার পরবশ হয়ে তখন তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন ভিসিনিস্কি তের বৎসর পর সেই বিচারককেই ধরিয়েদেয়।

ওরলোফ লিখেছেন, স্ট্যালিন একবার মলোটফেরও দফারফা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওঁর নামও যথারীতি অপরাধীদের তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছিল কিন্তু সম্ভবতঃ তখনও ওঁর প্রয়োজন মেটেনি বলে স্ট্যালিন নিজেই তখনকার মত তাঁর নাম কেটে দিয়েছিলেন।

গোড়ায় লেনিনের বডিগার্ড ছিল মাত্র দু'জন। হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রান্ত হওয়ার পর বডিগার্ডদের সংখ্যা বাড়িয়ে চারজন করা হয়। কিন্তু স্ট্যালিনের বডিগার্ডের সংখ্যা ছিল হাজারেরও অধিক। পোকার নামক জনৈক নাপিত স্ট্যালিনের বডিগার্ডবাহিনীর প্রধান কর্মচারী ছিল। সে ছিল একজন ভাঁড়। হাস্য কৌতুক আর অনুকরণ বিদ্যায় বড়ই পারদর্শী ছিল। এক নম্বরের খোশামুদী আর লোভী ছিল। স্ট্যালিন যখন মদ খেয়ে বিভোর হতেন তখন সে তাঁর সুমুখে রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যস্ততা এবং যন্ত্রণার অবস্থা অনুকরণ করে স্ট্যালিনকে হাসাবার চেষ্টা করত। ক্রমে সে স্ট্যালিনের এতই বিশ্বস্ত হয়ে দাঁড়াল যে, স্ট্যালিন তার কাছ থেকে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করে দিলেন। রাষ্ট্রের সমুদয় নেতা ও মন্ত্রী এই নাপিতকে যমের মত ভয় করতেন আর ওকেই তোয়াজ্ আর খোশামোদ করে অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যবস্থা করতেন।

একবার স্ট্যালিন বিশেষ রকমের মাছ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সহজ ভাবে এই মাছ ধরতে না পারায় পোকার ডাইনামেট দিয়ে সমস্ত বিলটাই উড়িয়ে দেয়। বিলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবীরা আপত্তি করে যে, তাদের রুজির খনি নষ্ট করে দেওয়া হল কেন? স্ট্যালিন অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, আর তাঁর আদেশক্রমে মৎস্যজীবী যুবক যুবতীদের গ্রেফতার করা হল।

একবার সরকারী সফরে স্ট্যালিন ছুচি নামক স্থানে গিয়েছিলেন। একটা কুকুরের ডাকে সে রাত্রে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। সকালে উঠেই তিনি কুকুর আর তার মালিককে হাজির করার হুকুম দেন। কুকুরটি একজন অন্ধের সম্বল ছিল। স্ট্যালিন প্রথমে অন্ধ ব্যক্তিকে ধমক দেন তারপর তাঁর আদেশে কুকুরটিকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

সর্বশেষে ওরলোফ লিখেছেন, স্ট্যালিনের মৃত্যুতে শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন নয়, সমস্ত দুনিয়াই কেঁপে উঠেছে। ওঁর স্থলাভিষিক্ত ম্যালনকফকে আমি — অনেকদিন হল একবার দেখেছিলাম। তখন ওঁকে দেখে আমি ওঁর কোনরূপ প্রভাব অনুভব করিনি; পার্টির সাধারণ দু'দশজন সদস্যের চাইতে ওঁর ভেতর কোন বৈশিষ্ট্যই ছিলনা। অতীতেও তাঁর ভেতর বিপ্লবাত্মক কোন কার্য-কলাপ পরিদৃষ্ট হয়নি। নেতৃত্বের কোন গুণই তাঁর মধ্যে ছিলনা মলোটোফকে ছেড়ে স্ট্যালিন ম্যালনকফকে কেন নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন? আমি মনে করি রাষ্ট্রের ভাবী কল্যাণের চাইতে নিজের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্যই স্ট্যালিন একাজ করেছেন। কারণ এ বিষয়ে মলোটোফের ওপর বেশী নির্ভর করা যেতে পারতনা।

ফলকথা, স্ট্যালিনের মনে যাই থাকনা কেন, এই নিয়োগের ফলে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, ম্যালনকফের জন্য শুধু ক্রেমলিনের ভেতরেই নয় বাইরেও যথেষ্ট ভয় রয়েছে, যারা তাঁর সহচর তাদের সকলের সম্বন্ধেই তাঁর মনে আশঙ্কা রয়েছে। যারা তাঁর দেশে বাস করে, যারা তাঁর সৈন্য দলে ভর্তি হয়েছে তাদের সকলের সম্বন্ধে ম্যালনকফের মনে অত্যন্ত ভয় রয়েছে। ম্যালনকফ তাঁর পূর্ববর্তীর খুনী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আচরণের নযীর ভালভাবেই অবগত আছেন। তিনি জানেন প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিষ্পেষিত, বন্ধু মহলকে — প্রবঞ্চিত ও জনসাধারণকে সন্ত্রাসিত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শোধন ক্রিয়া একদিন সম্পন্ন হবেই! ফিলহাল যে সব রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষমা দান করা হয়েছে আমি মনে করি নতুন কয়েদীদের স্থান পূরণ করার জন্যই হয়েছে।

সম্ভবতঃ আক্রমণের প্রথম লক্ষ হবেন মলোটফ। স্ট্যালিনের পরেই ওঁর স্থান। কাজেই ম্যালনকফের বিরোধিতার যুক্তিসিদ্ধ লক্ষস্থল ওঁকেই হতে হবে। বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে, মলোটফকে পররাষ্ট্র সচিব করা হয়েছে। এ কথার মতলব হচ্ছে এই যে, তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে বেদখল হয়েছেন। ম্যালনকফ যদি স্ট্যালিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তাহলে নিশ্চয় চতুর্থ তদন্ত আদালতের বৈঠক বসবেই! আর এই আদালতে মলোটোফ স্বীকার করবেন যে, তিনি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

নিজের অবস্থা শক্তিশালী না করা পর্যন্ত ম্যালনকফ কিছুতেই যুদ্ধে অবতরণ করবেন না। আসর জমিয়ে বসার আগেই সোভিয়েট রাষ্ট্র যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেলে, তাহলে তার মতলব হবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত শক্তি সেনানীদের হাতে চলে যাওয়া। সাধারণ অবস্থায় সেনানী ও সেনাবাহিনী একেবারে বে-এখ্‌তিয়ার আর সমর সচিব বলগানিনের হাতে কাঠপুতুল হয়ে থাকেন। ইচ্ছা করলেই সেনানীদের যে-কোন সময়ে গুপ্ত পুলিশের সাহায্যে শেষ করে ফেলা যেতে পারে। ম্যালনকফের সর্বাঙ্গীন-মঙ্গল নির্ভর করছে যতদিন না ওঁর হাত পা শক্ত হচ্ছে ততদিন সেনাবাহিনীকে এই দুর্বল অবস্থাতেই ফেলে রাখা। এই জন্যই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোকে দম নেবার অবকাশ দেওয়া হয়েছে! এই সুযোগ বিশেষভাবে দুর্লভ হলেও শক্তির সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* * * * *

মস্কো, ২৪শে ডিসেম্বর (রয়টর); আজ এখানে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে ধৃত প্রাক্তন সোভিয়েট স্বরাষ্ট্র সচিব মঃ লরেণ্ডি পি, বেরিয়া আর তাঁর ৬ জন সহচরকে বিচারের পর গুলি মেরে হত্যা করা হয়েছে। মজার কথা এইযে, গত পনর বৎসর ধরে বেরিয়া যে জেলের হর্তা কর্তা ছিলেন সেই জেলেই তাঁকে গত জুন মাস থেকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর ম্যালনকফ সরকারকে অপসারণ করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আটক করে রাখা হয়েছিল। সহযোগী ৬ জনের নাম :—

১। ভি, এ, মবকুলভ, ২। ভি, জি, কেনানোজভ, ৩। বি, জেড্, কবুলভ, ৪। এস, এ, জজলিজেভ, ৫। পি, মেমিক, ৬। এল, ই, ভ্যালডিমিরস্কি।

www.ahlehadeethbd.org

الرسائل والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمد الله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم –
سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

মছ্‌জিদের শর্ত কি ?

মওলবী আহাদ আলী খান, অবসর প্রাপ্ত ডিপটি ম্যাজিস্ট্রেট – সাগরকান্দী, পাবনা

কোন স্থানকে মছজিদে পরিণত করিতে হইলে উহার জমি, মছ্‌জিদ-গৃহ মছজিদে যাতায়াতের পথসহ, মানবীয় অধিকার হইতে সর্বতোভাবে— বিচ্ছিন্ন হওয়া অপরিহার্য। মানবীয় স্বত্ব, স্বামিত্ব, হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের আইনসংগত দাবী মছজিদের জমি, গৃহ বা মছ্‌জিদে যাতায়াত করার পথের উপর বিদ্যমান থাকিলে উহা কদাচ মছজিদ বলিয়া গণ্য হইবেনা।

সুপ্রসিদ্ধ ফিক্‌হ গ্রন্থ 'হিদায়া'য় কথিত হইয়াছে—যদি কেহ— মছ্‌জিদ নির্মাণ করে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মছ্‌জিদে যাতায়াতের পথসহ উহাকে স্বীয় অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন এবং জনসাধারণকে উহাতে নমায পড়ার ব্যাপক অনুমতি প্রদান করিবেনা,— ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত মছজিদ তাহার ব্যক্তিগত স্বত্ব হইতে মুক্ত হইবেনা।

واذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلوة فيه – واما الافراز فلانه لا يخلص لله تعالى الا به –

ব্যক্তি বা দলগত অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করার তাৎপর্য এই যে, মানবীয় স্বত্ব হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মছজিদ— আল্লাহর জন্য খালেছ হইবেনা। উক্ত গ্রন্থে একথাও উল্লিখিত আছে যে, মছজিদের তল-দেশে যদি কাহারও তহ্‌খানা অথবা উপরিভাগে বালাখানা— থাকে আর সে ব্যক্তি সরকারি পথের দিকে মছজিদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, নিজের স্বত্ব হইতে উক্ত মছজিদকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও তাহার উক্ত মছজিদ বিক্রয় করার অধিকার রহিবে এবং সে মরিয়া গেলে তাহার উত্তরাধিকারীরা উক্ত মছজিদের ওয়ারেছ হইবে, কারণ মানবীয় স্বত্ব উহার সহিত সংযুক্ত থাকায় উক্ত মছজিদ আল্লাহর জন্য খালেছ হয় নাই।

من جعل مسجدا تحته سرداب او فوقه بيت، وجعل باب المسجد الى الطريق وعزله عن ملكه، فله ان يبيعه، وان مات يورث عنه، لانه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به –

এই গ্রন্থে আরও উক্ত— হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তাহার বাড়ীর মধ্যভাগে মছজিদ— স্থাপন করিল এবং জনগণকে উহাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিল,

ان اتخذ وسط داره مسجدا واذن للناس بالدخول فيه، له ان يبيعه ويورث عنه، لان المسجد ما لا يكون لاحد فيه حق المنع،

وإذا كان ملكه محيطا
بجوانبه كان حق المنع'
فلم يصر مسجدا ولانه
ابقى الطريق لنفسه
فلم يخلص لله تعالى ـ

সে ব্যক্তি উক্ত মছজিদ বিক্রয় করিতে পারিবে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিছরা উহার উত্তরাধিকারী হইবে। কারণ যে স্থানে ইবাদত করিতে কাহারও নিষেধ করার অধিকার নাই, তাহাকেই মছজিদ বলা হয়। আর যখন উক্ত ব্যক্তির স্বত্বাধিকার— মছজিদকে চতুষ্পার্শ্বে দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, তখন মুছল্লীদিগকে নিষেধ করার অধিকারও তাহার বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং উক্ত গৃহ মছজিদ পদবাচ্য হইবেনা আর যেহেতু মছজিদে যাতয়াতের পথটীকে সে নিজের ব্যক্তিগত স্বত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করেনাই, সুতরাং উক্ত মছজিদ আল্লাহর জন্য— খালেছ হয় নাই—হিদায়া, ফতহুলকদীরসহ, ৫ম খণ্ড, ৬৩ ও ৬৪ পৃঃ।

হিদায়ার টীকা ইনায়ায় হিদায়া ও ফত্হুল-কদীরে উল্লিখিত— "সে ব্যক্তি উক্ত মছজিদ বিক্রয় করিতে পারিবে"— فله ان يبيعه বাক্যের নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে—অর্থাৎ উহা মছজিদ বলিয়া গণ্য হইবেনা, ইহা হানাফী মযহবের সুস্পষ্ট রেওয়ায়ত। কারণ মছজিদে অবিমিশ্র ভাবে শুধু আল্লাহর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন—এবং নিশ্চয় সমুদয় মছজিদ আল্লাহর নিজস্ব—ছুরত আল্‌জিন। অতএব গৃহের নিম্নে বা উর্ধে (অথবা চতুষ্পার্শ্বে) মানবীয় অধিকারের বিদ্যামানতায় উক্ত মছজিদে আল্লাহর নিজস্ব খালেছ অধিকার সাব্যস্ত হইলনা—(৫) ৬৩ পৃঃ।

اى لا يكون مسجدا'
وهو ظاهر الرواية' لان
المسجد ما يكون
خالصا له تعالى ـ قال
الله تعالى : وان
المساجد لله ـ ومع بقاء
حق العباد فى اسفله او
فى اعلاه لا يتحقق
الخلوص ـ

জামেউর্‌রমূয গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে,—

قوله : وافرز اى ميزه
عن ملكه من كل الوجوه'
فلو كان العلو مسجدا
والسفل حوانيت او
بالعكس' لايزول ملكه
لتعلق حق العبد به ـ
كما فى الكافى ـ

বিচ্ছিন্ন করার তাৎপর্য হইতেছে মছজিদকে সর্বতোভাবে স্বীয় স্বত্বাধিকার হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া সুতরাং উপরিভাগ যদি মছজিদ হয় আর উহার নিম্নভাগে— দোকান ঘর থাকে, কিংবা ইহার বিপরীত, তাহা-হইলে মানবীয় অধিকারের বিদ্যমানতা নিবন্ধন— মছজিদ হইতে তাহার স্বত্ব বিলুপ্ত হইল না। এই উক্তি কাফী নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত— শামীয়া (৩) ৫২২ পৃঃ।

এই মর্মের উক্তি আলমগীরী, ফতাওয়ার শামীয়া ও ফতাওয়ায় নযীরীয়া প্রভৃতি গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে.— দেখুন আলমগীরী (৪) ২৯৬ পৃঃ ; শামী (৩) ৪০৩ পৃঃ ; নযীরীয়া (১) ২১৪ পৃঃ।

জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে যে, মছ্‌জিদটী জনৈক ব্যক্তির বাড়ীর সীমানার অন্তরভুক্ত ভূখণ্ডের একাংশে অবস্থিত (In a part of the home-steadplot of a man)। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে মছ্‌জিদটীকে মানবীয় অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া খালেছ আল্লাহর জন্য স্বতন্ত্র করা হয়নাই এবং উক্ত মছ্‌জিদের চতুষ্পার্শ্বে মছ্‌জিদ নির্মাতা অথবা তাহার উত্তরাধিকারীদের জমি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তাহার বা তদীয় উত্তরাধিকারীদের স্বীয় মালিকানা স্বত্বের অন্তরভুক্ত জমির উপর দিয়া নমাযীদিগকে মছ্‌জিদে যাতায়াত করার কার্যে বাধা দিবারও আইন-সংগত অধিকার আছে। এরূপ অবস্থায় জিজ্ঞাসিত মছ,-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিদটী শরীঅতের দৃষ্টিতে মছ্‌জিদ বলিয়া গণ্য হইবে-না এবং স্থানীয় মুছলমানগণের পক্ষে সমবেত ভাবে অন্য কোন প্রকাশ্য ও সুবিধাজনক ও প্রশস্ত স্থানে ওয়াক্‌ফকৃত জমির উপর মছ্‌জিদ নির্মাণ করা জায়েয হইবে।

(ক) আর জিজ্ঞাসিত মছ্‌জিদটী যদি উহার জমি, ঘর এবং যাতায়াতের পথ সহ মানবীয় অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া থালেছ আল্লাহ্‌র জন্য ওয়াক্‌ফকৃত হইয়া থাকে এবং বর্তমানে নমাযীদের উহাতে স্থান সংকুলন না হয়, তাহাহইলে উক্ত মছ্‌জিদটী স্থানান্তরিত করা চলিবে কিনা, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণের মতভেদ রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত করার অনুমতি হানাফী মযহবের প্রকাশ্য রেওয়ায়তে নাই কিন্তু পরবর্তী হানাফী বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম আবু শুজা ও ইমাম হাল্‌ওয়ানী প্রভৃতি ভগ্নদশা প্রাপ্ত ও অবহেলিত মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত করার অনুমতি দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইমাম মোহাম্মদ বিনুলহাছানও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ফতাওয়ায় শামীয়ায় এই বিষয়টী — বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে — (৩) ৩৭১ ও ৩৭২ পৃঃ।

মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল এবং পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট বিদ্বানগণের মধ্যে শয়খুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়া প্রভৃতি নির্দিষ্ট কারণে পুরাতন মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত করার অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহাদের অনুমতির ভিত্তি হইতেছে হযরত উমর ফারূক এবং অন্যান্য ছাহাবাগণের ফত্‌ওয়া। ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল ছনদ সহকারে কাছেমের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ যখন বয়তুলমালের চার্জ লইয়া কুফায় আগমন করেন, তখন ছঅদ বিনে মালিক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং খেজুর ব্যবসায়ীদের মধ্যে মছ্‌জিদ স্থাপিত ছিল। চোর ট্রেজারীতে সিঁধ কাটার সময় ধৃত হয় এবং এবিষয়ে হয্‌রত উমরের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হয়। উমর ফারূক চোরের হাত কাটিয়া দিবার, মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত করার এবং মছ্‌জিদের কিব্‌লার দিকে ট্রেজারী স্থাপন করার আদেশ দেন। ইমাম আহ্‌মদ বলেন, চোর কুফার মছ্‌জিদে সিঁধ কাটিয়াছিল, বর্তমানে পুরাতন মছ্‌জিদে আযান দিবার যে স্থান, হয্‌রত আবদুল্লাহ্‌ বিনে মছউদ সেই স্থানে মছজিদ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইমাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ বলেন, ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বলের উক্তির তাৎপর্য এইযে, ইব্‌নে মছউদ যে স্থানে মছজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইমাম আহ্‌মদের সময়ে তথায় আযান দেওয়া হইত এবং ইহাই ছিল পুরাতন মছজিদ। ইমাম আহ্‌মদ বলেন, পুনশ্চ তৃতীয় বার কুফার মছজিদ পরিবর্তিত হয়।

আবুলখত্তাব বলেন, ইমাম আহ্‌মদকে মছজিদ স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দেন যে, মছজিদে যদি নামাযীদের স্থান সংকুলিত না হয়, তাহা হইলে কোন প্রশস্ততর স্থানে মছজিদ স্থানান্তরিত করা দোষণীয় হইবেনা। ইমাম ছাহেবের পুত্র ছালিহ বলেন, কোন মছজিদ যদি বীরান হইয়া পড়ে আর বাশিন্দারা অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলে সে মছজিদ স্থানান্তরিত করা চলিবে কিনা? আমি একথা পিতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য হইলে স্থানান্তরিত করা ভাল, নতুবা নয়। হযরত ইবনে মছউদ ফল বিক্রেতাদের ইলাকা হইতে কুফার মছজিদ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইমাম আহ্‌মদ আরও বলিয়াছেন যে, চোর চোট্টার উপদ্রবের জন্য অথবা যে জায়গায় মছজিদ, তাহা ময়লা ও আবর্জনার জায়গা হইলে মছজিদ স্থানান্তরিত করা দোষনীয় হইবেনা — ফতাওয়া ইবনেতয়-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মিয়াহ (২) ২১৬ পৃঃ।

প্রকৃত পক্ষে যে মছজিদ শরীঅতের দৃষ্টিতে মছজিদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, বিনা কারণে অথবা ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থের জন্য উহা স্থানান্তরিত করা অবৈধ ও নাজায়েয। সংগত কারণে যথা, মুছল্লীদের স্থানাভাব, পুরাতন গৃহের আবস্থানিক সংকট, ভগ্ন ও অবহেলিত দশা এবং জনসাধারণের অসুবিধা ইত্যাদির জন্য পুরাতন মছজিদ স্থানান্তরিত করার কার্য কারী আবু ইউছুফ— এবং প্রকাশ্য রেওয়ায়ত সূত্রে ইমাম আবুহানীফার নিকট নিষিদ্ধ বিবেচিত হইলেও অবৈধতার প্রমাণ কোরআন, ছুন্নতে ছহীহা ও ইজমায়-ছাহাবার ভিতর পাওয়া যাইবেনা। বরং বৈধতার প্রমাণ হযরত উমর ফারুক, আবদুল্লাহ বিনে মছউদ, আবুমুছা— আশআরী প্রভৃতি ছাহাবার নির্দেশ ও আচরণ দ্বারা প্রমাণিত করা যাইতে পারে এবং ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ও অন্যান্য বিদ্বানগণ তাঁহাদের ফত্ওয়ারই অনুসরণ করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

বিশ্ব-পরিক্রমা

ইন্দোনেশীয় শুভেচ্ছা মিশন,

বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র সংস্থাপন এবং ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করার — উদ্দেশ্যে এক দেশ হইতে অপর দেশে সাংস্কৃতিক মিশন, সাংবাদিক মিশন, বাণিজ্য মিশন, সামরিক মিশন, শুভেচ্ছা মিশন প্রভৃতি প্রেরণের রেওয়াজ দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্বারা পারস্পরিক জানাশুনা এবং সহযোগিতার উপায় উদ্ভাবন যেরূপ সহজসাধ্য হইয়া উঠে অন্য আর কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে। মুছলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আদর্শগত ঐক্যের খাতেরে এরূপ মিশন বিনিময়ের সার্থকতা অত্যন্ত বেশী। সুখের বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিভিন্ন মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ— হইতে এখানে এই ধরণের বহু মিশন আগমন করিয়াছেন, পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলও শুভেচ্ছার বাণী লইয়া মুছলিম রাষ্ট্র সমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এই ভাবে বিশ্ব মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে একটা অকপট সম্প্রীতির ভাব এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি ইন্দোনেশীয়া হইতে ৬ জন বিশিষ্ট সদস্যের একটি শুভেচ্ছা মিশন পাকিস্তানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা পাকিস্তানের পর মধ্য প্রাচ্যের মুছলিম রাষ্ট্রগুলিও পরিভ্রমণ করিবেন। মিশনের নেতা মিঃ হরশোনা করাচীর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বিভিন্ন মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ইছলামী ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ় করাই এই মিশনের উদ্দেশ্য। তাঁহারা তাঁহাদের ৬ দিন ব্যাপী অবস্থানে পাকিস্তানের সহিত প্রীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার চেষ্টা করিবেন, সংশ্লিষ্ট মহলের সহিত বাণিজ্য লেনদেনের উন্নতির বিষয় এবং অর্থ ও শিক্ষা সম্পর্কে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করিবেন। এক প্রীতি ভোজে তিনি আশা পোষণ করেন যে, বিশ্বের ইছলামী রাজ্যসমূহ পরস্পর ইছলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের অনুসারীরূপে অদূর ভবিষ্যতে একটি পূরাদস্তুর — ইউনিটে পরিণত হইবে।

শীঘ্রই পাকিস্তানের একটি সাংস্কৃতিক মিশন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইন্দোনেশিয়া সফরে রওয়ানা হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

খয়েরপুর রাজ্যে নির্বাচনের ফল

পাশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত খয়েরপুর রাজ্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সম্প্রতি এই সর্বপ্রথম আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া—গিয়াছে। রাজ্যের মুছলিম লীগ পার্টি ব্যবস্থা পরিষদের ৩০টির মধ্যে ২৬ট আসনই দখল করিয়াছে। বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য যে, তন্মধ্য ১৪ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্বাচনে শতকরা ৬৬ জন ভোটার তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন।

নিখিল ভারত মুছলিম জামাত

কিছু দিন পূর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুছলমানগণ আলীগড়ে কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজার সভাপতিত্বে এক সম্মেলনে সমবেত হন এবং "নিখিল ভারত মুছলিম জামাত' গঠন করেন। এই সম্মেলনে তাঁহারা মুছলমানদের অভাব অভিযোগের কথা আলোচনা করেন এবং—তাহাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন আর বিগত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস তাহাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় যে সাফল্য অর্জন করেন তাহার উল্লেখ করিয়া মুছলিম সমাজের প্রতি তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু চরম আশ্চর্যের বিষয় ভারতের সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ এবং মুছলিম বিদ্বেষী পত্রিকাগুলি মুছলমানদের—এই ন্যায়সঙ্গত দাবী উত্থাপন করার কার্যকেই এক মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন এবং উহাকে প্রাক্তন পাক-ভারত মুছলিম লীগের স্বাতন্ত্রবাদী পুরাতন খেলার নব সূত্রপাত বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা এই আন্দোলনের মূলোৎপাটন করার জন্য সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সুফারিশ জ্ঞাপন—করেন এবং সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের মজ্জাগত মুছলিম বিদ্বেষে নূতন ইন্ধন যোগাইতে থাকেন। ভারত সরকার এই সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় প্রভাবান্বিত হন এবং জামাতের নির্বাচিত সভাপতি সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও যুক্তপ্রদেশের মুছলিম নেতা মিঃ বশির আহমদ সহ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন।

আশ্চর্যের বিষয় ভারতের হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ, আকালী শিখ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি ঘোর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির দিনের পর দিন মুছলিম বিরোধী বিদ্বেষাত্মক প্রচারণা ভারত সরকার বহাল তবিয়তে সহ্য করিয়া ও প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন, অথচ মুছলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া উত্থাপনকেই বরদাশ্‌ত করিতে রাযী নন! ভারত সরকারের এই পক্ষপাতমূলক অনিষ্টকর আচরণে স্বাভাবিক ভাবেই মুছলমানগণ আশঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তথাকথিক লৌকিক সরকারের উদারতার বড়াই ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভান আজ দুনিয়ার সামনে আর গোপন নাই।

অপর পক্ষে ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে হিন্দু কংগ্রেস এবং অন্যান্য অমুছলিম প্রতিষ্ঠানগুলির কোন কোনটি প্রকাশ্যে এবং গোপনে রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী প্রচার কার্য চালাইয়াও বরাবর সীমাহীন উদার ব্যবহার পাইয়া আসিতেছেন। পাকিস্তান সরকার শুধু মাত্র উপরিউক্ত গ্রেফতারের কারণ জানিতে চাহিয়া ভারতীয় মুছলমানদের প্রতি তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিয়াছেন! ভারতের পক্ষ হইতে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এ পর্যন্ত জানা যায় নাই।

কলিকাতায় হাঙ্গামা

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশব্যাপী শিক্ষক ধর্মঘটের সপ্তম দিবসে কলিকাতায় হাঙ্গামা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভীষণ আকারে ছড়াইয়া পড়ে। পরিস্থিতি এতই গুরুতর আকার ধারণ করে যে, পুলিশকে বাধ্য হইয়া কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলী বর্ষণে বাধ্য হইতে হয়। ফলে ৩ জন নিহত এবং ৬০ জনেরও অধিক আহত হয়। আহতদের মধ্যে আরও ৩ জনের হাঁসপাতালে মৃত্যু ঘটে। বিক্ষোভকারীরা ট্রাম ও বাসে অগ্নি সংযোগ করে এবং পথের বহু দোকান বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে এবং স্থানে স্থানে বোমা ব্যবহার করে। অবশেষে শান্তি রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীকে আহ্বান করার প্রয়োজন ঘটে। জানা গিয়াছে কম্যুনিস্টদের উস্কানিতেই "শিক্ষক ধর্মঘট" হাঙ্গামায় রূপান্তরিত এবং ব্যাপক ও ভীষণ আকার প্রাপ্ত হয়। সরকার ২জন বামপন্থী নেতা এবং একজন পরিষদ সদস্য সহ ১৬০ জনকে গ্রেফতার করেন। কম্যুনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মিঃ হেমন্ত কুমার বসু পরিষদ ভবনে আশ্রয় লইয়া আপাততঃ বাঁচিয়া যান।

দুর্ভিক্ষে নারীত্বের অবমাননা

জাপানে তীব্র চাউল-দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বিগত ৬০ বৎসরের মধ্যে এমন সঙ্কট আর দেখা যায় নাই। এই সঙ্কটমুহূর্তে একটি পুরাতন ঘৃণ্য প্রথা ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দারিদ্র-পীড়িত ও দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত অঞ্চলে ছেলেমেয়ের—পণ্যব্যবসায় 'সুসভ্য' জাপানীদের সমাজ-জীবনকে লাঞ্ছিত এবং মনুষ্যত্বকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, যাহারা দাস হিসাবে—বিক্রিত হইতেছে তন্মধ্যে শতকরা ৮০ জনই বালিকা। মনুষ্যনামধারী শয়তানরা অর্থলোভে এই কোমলমতি বালিকাদের অপরিস্ফুট নারীত্ব লইয়া যেভাবে ছিনিমিনি খেলিতেছে তাহাতে স্বয়ং খায়াছও বোধ হয় শিহরিয়া উঠিবে। এই পাপ ব্যবসায় একটা সুশৃঙ্খল গোপন কার্যক্রমের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। এজন্য ক্রেতা, বিক্রেতা ও দালালগণ সুসংগঠিত এবং সদাসতর্ক। আশ্চর্যের বিষয়, জাপানের ন্যায় একটি সুসভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রে এই জঘন্য ব্যবসায়ের প্রতিরোধ ও দমনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন আইন নাই। ইচ্ছা থাকিলেও পুলিশ এই যরূরী আইনের অভাবে বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা।

মার্কিণ সামরিক সাহায্য

প্রস্তাবিত পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির কথা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহার বিরোধিতায় ভারতের আকাশ বাতাসে যে প্রচণ্ড ধূলাঝড় উত্থিত করা হয়, পণ্ডিত নেহরু সুকৌশলে উহা সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়া যুক্ত রাষ্ট্রের সঙ্কল্প পরিবর্তনের অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠেন। পঞ্চপ্রবাহে তিনি তাঁহার নিজের সৃষ্ট এই ধূলা ঝড়ের গতি পরিচালনা—করেন। নেহরুর পঞ্চমুখী প্রচারণার প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল ভারতবর্ষ, দ্বিতীয়, কম্যুনিস্ট রাশিয়া ও চীন তৃতীয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, চতুর্থ, মধ্য প্রাচ্য ও আরব রাষ্ট্র জোট এবং পঞ্চম ও সর্বশেষ ইউরোপ-আমেরিকা।

ভারত-রাষ্ট্রে প্রস্তাবিত চুক্তির বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করা হয় উহার নেতৃত্ব দান করেন স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু। বিভিন্ন সভার বক্তৃতা ও প্রস্তাবাদিতে—এবং বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের কল্যাণী অধিবেশনে নেহরু এবং তাহার চেলাচামুণ্ডারা এই লইয়া প্রচণ্ড মাতামাতি এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য ভারতের জনগণকে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত থাকিতে উপদেশ বর্ষণ করিতে থাকেন। কল্যাণীতে——গৃহীত প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বিহারের মিঃ রাজেশ্বর প্রসাদ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তানে মার্কিণ সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত রাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট চীন ও রাশিয়ার সহিত একটি আত্ম

www.ahlehadeethbd.org

রক্ষামূলক মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত। বিভিন্ন বক্তা এই সাহায্যকে ভারতের সংহতি ও— স্বাধীনতার প্রতি হুমকি স্বরূপ এবং ভারত, চীন ও রাশিয়ার সম্ভাব্য মৈত্রি চুক্তিকে এই হুমকির বিরুদ্ধে প্রথম বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন রূপে অভিহিত করেন। ভারতের অগণিত পত্রিকাসমূহ জনগণকে মিথ্যা সংবাদ ও উত্তেজনামূলক মন্তব্য দ্বারা ক্ষেপাইয়া তোলার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে—কিন্তু এত করিয়াও ভারতীয় জনগণ অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া অনধিকার চর্চাকে খুব বেশী আমল দেয় নাই। বহু নেতা ও চিন্তাবিদ রাজনীতিজ্ঞ কংগ্রেস এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ও— উহাদের মুখপত্রগুলির অদ্ভুত প্রচার কার্যের কঠোর সমালোচনা করিয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

নেহরু দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে প্রস্তাবিত চুক্তির বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সৃষ্টির চেষ্টা করেন তাহাও ফলপ্রসূ হয় নাই। পণ্ডিতজি পার্লামেণ্ট ভবনে এই ঘোষণা প্রচার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করেন যে বার্মা, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রীগণ এই প্রশ্নটিকে তীব্র ভাবে নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত ঘোষণার পর পরই বার্মার প্রধান মন্ত্রী জানাইয়া দিয়াছেন, তিনি এই ধরণের কোন অভিমত জ্ঞাপন করেন নাই। সিংহল ও ইন্দোনেশীয়ার প্রধান মন্ত্রীগণও নেহরুর দায়িত্বহীন উক্তির সহিত তাঁহাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করিয়াছেন। প্রস্তাবিত পূর্ব এশীয় প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে এই প্রশ্ন আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এমন আশাও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

আরব জাহানকে পাকিস্তানে মার্কিণ সামরিক সাহায্যের বিরুদ্ধে বিরূপ করিয়া তোলার অপচেষ্টাও ব্যর্থতার পর্যবেশিত হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তির ফলে আরব এশীয় গ্রুপের সমাধি রচিত হইবে বলিয়া নেহরু যে হুমকি দেখাইয়াছিলেন— সংশ্লিষ্ট মহলে তাহাও কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পাক-তুরস্ক পারস্পরিক মৈত্রি চুক্তি এ ব্যাপারে নেহরুর মনে প্রচণ্ড আঘাত হানিবে। ইরাক ও ইরাণ ইতিমধ্যেই এই সামরিক সাহায্যের সংবাদে তাহাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছে। মিশরের — সন্দেহও উহার পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শীঘ্রই অপসারিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

বৃটেন ও ইউরোপেও ভারত সরকারের প্রচারণা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ সচিব ভারতের শূন্যগর্ভ প্রচারণার ব্যর্থতার কথা এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যার আলেকজাণ্ডার ক্লাটার বৃটেনের মনোভাব পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "বৃটেন পাকিস্তানে আমেরিকার সামরিক সাহায্য ও ভারতে অর্থনৈতিক সাহায্যের পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। কম্যুনিজমের সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিরোধের — ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিশালী করিয়া তোলাই উভয় প্রকার সাহায্যের উদ্দেশ্য।"

বস্তুতঃ চীন, রাশিয়া ও পাক-ভারতের কম্যুনিস্টগণ সহ সমগ্র কম্যুনিস্ট জগৎ ছাড়া ভারতের অশুভ প্রচারণা দ্বারা কেহই বিভ্রান্ত হয় নাই এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও তাহাদের সঙ্কল্প পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজিয়া পায় নাই।

পাকিস্তান কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে মার্কিন সামরিক সাহায্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপনের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার পারস্পরিক নিরাপত্তা আইন অনুসারে এই সাহায্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সম্মতি পাওয়ার পর পাক প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘোষণা করিয়াছেন, "কোন দেশের বিরুদ্ধে কোন অভিসন্ধি লইয়া পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই সামরিক সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে নাই। — এই সাহায্য প্রাপ্তির ফলে পাকিস্তান দেশরক্ষার ব্যাপারে শক্তিশালী হইবে এবং উহার অর্থনৈতিক উন্নতির পথও উন্মুক্ত হইবে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করার নীতি অনুসরণ করিতে এবং মোছলেম জাহানের স্থায়িত্ব বিধান ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাহায্যের হস্তপ্রসারিত করিতে পাকিস্তান সক্ষম হইবে। পাকিস্তান বিনা শর্তে এই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং পাকিস্তানে বিদেশী সৈন্য অবস্থান কিম্বা সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের কথা প্রশ্নের অতীত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইশেনহাওয়ার পণ্ডিত নেহরুকে জানাইয়া দিয়াছেন, এই সাহায্য প্রদানের ফলে ভারতের সহিত আমেরিকার বন্ধুত্বের কোনই ক্ষতি হইবে না, কোন দেশের বিরুদ্ধে এই সাহায্য আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যুক্তরাষ্ট্র উহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। ভারতও অনুরূপ সাহায্য চাহিলে তাহা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া আইসেন হাওয়ার নেহরুকে আশ্বাস দিয়াছেন।

স্মরণ করা যাইতে পারে ভারত বর্তমান বৎসরে মার্কিন সরকারের নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার দান গ্রহণ করিয়াছে, যেখানে পাকিস্তানকে মাত্র ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। নয়া দিল্লীর ২৪শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেও ভারত সরকার তলে তলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইতিমধ্যেই ৩০ খানি শেরম্যান ট্যাঙ্ক ও ফ্লাইং বক্সার বিমান এবং বহু সংখ্যক হেলিকপটার বিমান ক্রয় করিয়াছেন। অন্যান্য দেশ হইতেও ব্যাপকভাবে সামরিক উপকরণ ক্রয় এবং নিজ দেশে বহুল পরিমাণে অস্ত্র উৎপাদন করিয়া স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির কার্যে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়াও পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শর্তবিহীন মার্কিন সাহায্য গ্রহণের বিরুদ্ধে যাহারা মত প্রকাশ ও উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাক সরকার এবং জনগণের অবিলম্বে সতর্ক হওয়ার অবশ্য— প্রয়োজন রহিয়াছে।

পাক-তুরস্ক মৈত্রিচুক্তি,

২৯শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে এক মৈত্রিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তির মর্মানুসারে উভয় সরকার নিজেদের এবং বিশ্বের স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ রাখিয়া এই দুই মহান দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। এই চুক্তি সম্পাদনের সংবাদে একমাত্র কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন দল ছাড়া পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকলেই খুশী হইয়াছেন। বিভিন্ন মহল হইতে বলা হইয়াছে, মুছলিম জাহানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আর কখনও এত বড় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই। রাজনৈতিক ভাষ্যকারগণের মতে এই চুক্তি ভবিষ্যতে দুর্বল ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য মুছলিম রাষ্ট্রসমূহকে ঐক্যযুক্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক শক্তিশালী সুদৃঢ়, ও সম্মিলিত দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিবে। বিশ্বের শান্তিকামী জাতিগুলির নিরাপত্তা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পথও ইহাদ্বারা সুগম — হইবে। এই অভিমত যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বর্তমান চুক্তি সকলের জন্যই নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিবে

www.ahlehadeethbd.org

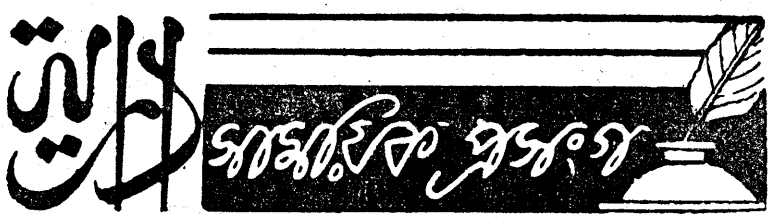

সাময়িক প্রসংগ

মারহবা। খুশআমদী!!

পাকিস্তানের 'কুশাগ্র বুদ্ধি' রাষ্ট্রনীতি বিশারদ, আলিমকুল শিরোভূষণ আছ্ছৈয়েদুল আল্লাম আল্হাজ হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী আলকোরায়শী রহমতুল্লাহে আলায়হের জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারী এম, এ, ডি, ফিল পূর্বপাক সরকারের বৃত্তিলাভ করিয়া ইছলামী দর্শনশাস্ত্র বিশেষতঃ আরব ও ভারত উপমহাদেশদ্বয়ের ইছলামী সংস্কার আন্দোলনসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ স্তরের গবেষণার জন্য বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি বিজয় মাল্যে ভূষিত হইয়া অর্থাৎ অক্সফোর্ড হইতে "ডক্টরেট" লাভ করিয়া তিনি ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বিজয়ী পুত্রের সার্থক প্রত্যাবর্তন দর্শন করার জন্য তাঁহার পুণ্যচরিত্র পিতা এ মরলোকে আজ বিদ্যমান নাই, কিন্তু ঊর্ধ-লোক হইতে তাঁহার অমর আত্মা যে পুত্রের — সৌভাগ্য ও সাফল্যে আনন্দিত হইয়াছেন, এ কথা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ বিলা-তের সুদীর্ঘ প্রবাস এই নব-যুবকের দেহে ও মনে অনৈছলামিকতার কোন ছাপ যে অংকিত করিতে পারে নাই তজ্জন্য তাঁহার মহাসাধক পিতামহ রাযি-য়াল্লাহোআন্হুও যে আশ্বস্তি বোধ করিবেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহার জন্মভূমির সহস্রা-ধিক আত্মীয় ও প্রতিবেশী সমবেত ভাবে তাঁহাকে আগ্রহ ভরে বরণ করিয়া লইয়াছেন। আমরাও আমাদের অন্তরের অন্তস্থল হইতে ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারীকে তাঁহার শুভ প্রত্যাবর্তনে স্বাগতম জানাইতেছি আর তাঁহার কাময়াবীর জন্য "মার্-হবা" বলিতেছি, সংগে সংগে তাঁহার চির নবীন সৌভাগ্য, সাফল্য এবং চিরঞ্জীবী নবীনতার জন্য— দোআ করিতেছি:

جواں بخت و جواں طالع' جواں باد!

ইছ্লামী রাষ্ট্রের আদর্শ,

The Ideal of Islamic State & Duties and Responsibilities of the Muslim Society

অর্থাৎ "ইছ্লামী রাষ্ট্রের আদর্শ এবং মুছ্লিম সমাজের কর্তব্য ও দায়িত্ব"। পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম যিলা ও সেশনস্ জজ্, আলী জনাব মওলানা ছৈয়েদ রশীদুল হাছান ছাহেব কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান পুস্তকে উল্লিখিত নাই। সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের নিকট হইতে নোয়াখালীর ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

ইছলামী রাষ্ট্রের অন্যতম ও অগ্রগণ্য কতিপয় কর্তব্য সম্পর্কে কোরআনের ছুরত আলহজ্জের বিখ্যাত ৪১শ আয়তে যাহা উক্ত হইয়াছে, উল্লিখিত পুস্তিকায় গ্রন্থকার সেগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চাহিয়াছেন। ফলে এই পুস্তিকায় ছালাত, যাকাত, আমর-বিল-মা'রূফ ও আন্নহী আনিল মুন্কর সম্পর্কে মুক্ত ও

www.ahlehadeethbd.org

নির্ভীক কণ্ঠে পাকিস্তানের নাগরিক ও শাসনকর্তাদের কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া প্রাসংগিক ভাবে ইছ্‌লামের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অপব্যয়ের কুফল, উৎকোচ ও অবৈধ উপার্জনের নিষিদ্ধতা, 'হাকুকুল ইবাদে'র ব্যাখ্যা, চোরাবাযারীর প্রতিরোধ এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়গুলিও সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি বহু অমূল্য তথ্য ও জ্ঞাতব্যে সমৃদ্ধ, ভাষা ও রচনা ভংগীও সরল এবং প্রাঞ্জল মূল্যও বর্তমান বাজারের দিক দিয়া সামান্য, লেখকের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও ইছলাম-প্রীতি সর্বজনবিদিত, কিন্তু যাঁহাদের জন্য গ্রন্থকার এত শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা একবেলার সিগারেট বা প্রসাধনের পয়সা খরচ করিয়া এই বহিখানা যে ক্রয় করিবেন এবং বিনা পয়সায় পাইলেও যে তাঁহারা ইহা পাঠ করার কষ্ট স্বীকার করিবেন, সে বিষয়ে আমরা সত্যই নিশ্চিত নই! বর্তমান সময়ে সকলপ্রকার অনাচার ও উচ্ছৃংখলাকে ইছলামের লেবেল লাগাইয়া বাজারে চালু করার এবং কোরআনী নীতি-নৈতিকতাকে 'মোল্লাবাদে'র নামে নিশ্চিহ্ন করার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, ইহার ভিতর তথাকথিত প্রগতিশীলদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়াদিবার জন্য যে পদ্ধতিতে লেখনীর তরবারি ধারণ করা যুগের দাবীতে পরিণত হইয়াছে আমরা মাননীয় জজ ছাহেবকে সেই দাবী পূরণ করার আহ্বান জাইনোতছি। যাঁহারা এখনও শাশ্বত ও সনাতন ইছ্‌লামের প্রতি আস্থাশীল রহিয়াছেন, আশাকরি তাঁহারা জজ ছাহেবের এই 'তুহ্‌ফা' পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

"রছুলুল্লাহর (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী"

স্বনামখ্যাত সাংবাদিক, যশস্বী লেখক, প্রবীণ আলেম ও অধুনালুপ্ত দৈনিক "নবযুগ" সম্পাদক মওলানা আহ্‌মদ আলী ছাহেব কর্তৃক সংকলিত। মূল্য ১৷৷০, প্রাপ্তিস্থান : আলী বুক হাউস, পোঃ—দওলতপুর, জেঃ খুলনা (পূর্বপাক) অথবা সংকলয়িতার বাসভবন : গ্রাম মেছাঘোণা, পোঃ শাজিয়াড়া, জেঃ খুলনা (পূর্বপাক)। মুষ্টিমেয় মুছলমান যখন বিরাট সংখ্যাগুরু কাফের ও মুশরিক জনতা, জননেতা ও সাম্রাজ্যবাদী এবং অনাচারী সম্রাটগণের অবিরাম নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হইয়া সর্বস্ববঞ্চিত, জন্মভূমি ও ভদ্রাসন হইতে বিতাড়িত এবং লাঞ্ছিত ও প্রপীড়িত জীবনযাপন করিতেছিলেন, সেই সংকটমুহূর্তে আল্লাহর রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) তাঁহাদের আসন্ন সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য ও গৌরবের যেমন—ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সুখৈশ্বর্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরব লাভকরার পর পুনশ্চ দুর্দশা ও সর্বনাশের যে অন্ধকার মুছলমান জাতির মাথার উপর নামিয়া আসিবে, তাহার বিশদ সন্ধানও তাঁহার পাক-রসনায় উচ্চারিত হইয়াছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি একদিকে রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের যেমন অকাট্য দলীল, তেমনি অপরদিকে জাতীয় উত্থান ও পতনের এক মর্মন্তুদ ও মহাবিস্ময়কর বাস্তব—ইতিহাস! এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের ঐতিহাসিকতা যে দার্শনিক পটভূমিকার উপর স্থাপিত, গ্রন্থকার বিদ্বানগণের উক্তি ও গবেষণার ভিতর দিয়া পাঠক ও পাঠিকার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন কার্যে, বিশেষতঃ উদ্ধৃতিগুলির জন্য যে সতর্কতা অবলম্বিত হওয়া উচিত ছিল, গ্রন্থকারের পক্ষে বোধহয় তাহা সম্ভাবিত হয় নাই। আমরা এই পুস্তিকার বহুলপ্রচার কামনা করি।

পাকিস্তানের ক্ষুব্ধ আত্মা

কাশ্‌মীরকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মরহুম লিয়াকত আলী শহীদ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পাকি-

www.ahlehadeethbd.org

স্তানের অবিচ্ছেদ্য অংগ এমন কি উহার স্কন্ধ স্নায়ু রূপে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির ঝুলিতে "আশাহীন ও অন্তহীন আশাবাদ" ছাড়া অন্য কোন বস্তুর সন্ধান লাভ করার উপায় নাই। মুছলিম লীগ-বিরোধী ফ্রন্টে যাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছেন, লীগের বিরুদ্ধে অশ্লীল গালি-গালাজ এবং মুছলমানদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানকে ধ্বংস করার সাধনায় তাঁহারা যতই সিদ্ধহস্ত হউননা কেন, কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে ভারতরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এবং এ বিষয়ে পাকিস্তানের জাতীয় কর্তব্য নির্ধারণ কল্পে আজ পর্যন্ত তাঁহাদের মুখ হইতে টুঁ শব্দটিও নিসৃত হয় নাই। শ্রীজওয়াহেরলাল নেহরুর মিত্র শয়খ আবদুল্লাহ্ বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে ভারত সম্বন্ধে—তাঁহার ধারণার ভ্রান্তি ধরিয়াফেলার সংগে সংগে—কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ আযাদী রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার এই আচরণের ফলে তাঁহাকে এবং—তাঁহার সমর্থকগণকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত অথবা ভরাবহ ভাবে নির্যাতিত করা হয়। ভারত-গোলামীর খতে দস্তখত করার প্রতিশ্রুতিতে বখ্শী গোলাম—মোহাম্মদ কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীত্বের গদ্দী লাভ করেন। এই সময়ে এক দিকে পাক-ভারত প্রধানমন্ত্রীদ্বয় আপোষ আলোচনা করিতে থাকেন, অপরদিকে কাশ্মীরে মুছলিম-সংহার-যজ্ঞ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের পাশবলীলা চলিতে থাকে। বিগত জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে বখ্শী গোলাম মোহাম্মদ কাশ্মীরকে—ভারত রাষ্ট্রের অন্তরভুক্তির প্রস্তাব তথাকথিত কাশ্মীর গণ-পরিষদ কি ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহার উপদেশ লইবার জন্য রাজধানী দিল্লীতে আগমন—করেন। স্থিরীকৃত হয় যে, ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে কোনরূপ শুল্ক প্রাচীর থাকিবেনা, কাশ্মীরের আদায়ী আয়কর, শুল্ককর এবং অনুরূপ অন্যান্য কর ভারত সরকার পাইবেন। বিনিময়ে তাঁহারা কাশ্মীরকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। কাশ্মীর হাইকোর্টের উপর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্ব ও ইখ্তিয়ারও মানিয়া লওয়া হইয়াছে। আরও স্থির হইয়াছে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যাপারে কাশ্মীর ভারতের সমস্ত নির্দেশ মানিয়া চলিবে, তদুপরি কতিপয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও সে ভারত সরকারের হুকুম তামিল করিবে।

এই আলোচনার পরেপরই কাশ্মীরের তথাকথিত গণপরিষদে মৌলিক অধিকার সম্পর্কীয় উপদেষ্টা—কমিটির যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তাহাতে স্বীকার করা হয় যে, কাশ্মীর ভারতে যোগদান করায় উহার দেশরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের—ক্ষেত্রেও ভারতের দায়িত্ব রহিয়াছে।

বখ্শী-নেহরু আলোচনার শেষে ২৯শে জানুয়ারী দিল্লীর এক জনসভায় বখ্শীজী সদম্ভে ঘোষণা করেন, "আগামী এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে গণভোট পরিচালক নিয়োগের যে স্বপ্ন পাকিস্তান দেখিতেছে তাহা কোনদিন বাস্তবে পরিণত হইবে না।" তিনি বলেন, "কাশ্মীরের নেতৃবর্গ পাক-ভারত চুক্তি কার্যকরী করার পক্ষপাতী নন। গণভোট গ্রহণ ভারত ও অধিকৃত কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এ বিষয়ে পাকিস্তানের মাথা গলাইবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীর কোন শক্তিই ভারতের সহিত অধিকৃত কাশ্মীরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা।"

কাশ্মীর কে ভারতের কুক্ষিগত ও ভারতীয় প্রদেশে পরিণত করার অসাধু উদ্দেশ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমুন্নত সংগীনের ছায়াতলে এবং প্রদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডের অধিবাসীবর্গকে উপেক্ষা করিয়া তথাকথিত কাশ্মীর গণপরিষদ গঠিত হইয়াছিল। পাকিস্তান এই তথাকথিত গণপরিষদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত করায় ১৯৫১ সালের ৩০শে মার্চ তারীখে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, "নিখিল জম্মু ও কাশ্‌মীর জাতীয় সম্মেলনের ছুফারিশ অনুসারে গণপরিষদ আহ্বান ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ সম্পর্কে উহার সিদ্ধান্ত বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে না"। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তথাকথিত গণপরিষদের রচয়িতা শয়খ আবদুল্লাহ ও প্রেসিডেন্ট এবং পরিষদের শক্তিমান ও প্রভাবশালী সদস্যবৃন্দ যখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, সুযোগের পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিয়া বখ্‌শী সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে সেই তথাকথিত গণপরিষদে কাশ্‌মীরকে ভারতভুক্ত করার সিদ্ধান্ত পরিগৃহীত হইয়াছে এবং ভারত সরকার যাহাতে যতশীঘ্র সম্ভব, গোলাম বখশীর গণপরিষদের আরযী গ্রাহ্য করিয়া লন, সেই আবেদন লইয়া পরিষদের ২০ জন সদস্য দিল্লীতে পদার্পণ করিয়াছেন! পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী — তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (!) পণ্ডিত নেহরুকে এ বিষয়ে যে অনুরোধ জানাইয়াছেন তাহার জওয়াবে তিনি — বলিতেছেন, কাশ্‌মীর গণপরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য পাক প্রধান মন্ত্রী অনুরোধ করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার কোনই হাত নাই! বরং পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করা আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হইবে!

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পাকিস্তানের দিকে মুখ করিয়া উপরিউক্ত মন্তব্য করিয়াছেন কিন্তু সংগে সংগে রাষ্ট্র সংঘের দিকে মুখ করিয়া ঐ একই বক্তৃতায় একই নিশ্বাসে বলিতেছেন, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারতের পক্ষ হইতে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি আমরা মানিয়া চলিব।

পণ্ডিত নেহরুর সরকার কি অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট দ্বারা কাশ্‌মার সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে রাষ্ট্রসংঘের এবং পৃথিবীর কাছে আবদ্ধ নহেন? আর পাক-প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধের জওয়াবে বখশী গোলাম মোহাম্মদের তথাকথিত গণ পরিষদ কর্তৃক কাশ্‌মীরের ভারতভুক্তির ছুফারিশকে ন্যায় সংগত বলিয়া স্বীকার করার পরও পণ্ডিতজীর আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পালনের কথা কি নিছক ভাওতায় পর্যবসিত হয় নাই? প্রকাশ, দিল্লীর পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা যে, গণ ভোট হইবেনা, কাশ্‌মীরীদের মনে এই— হতাশার ভাব সৃষ্টি করিয়া ভারত ও বখশী সরকার অবশ্যই লাভবান হইবেন।

কিন্তু পাক পররাষ্ট্র সচিব চওধুরী যফরুল্লাহ খাঁর নিষ্ফল আশাবাদ এই নাটকের সর্বাপেক্ষা রহস্যপূর্ণ অংক! সমস্ত কথার পরও তিনি ইহা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই যে, "অবাধ ও নিরপেক্ষ গণ ভোট দ্বারাই কাশমীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে হইবে। ভারত অধিকৃত কাশ্‌মীর গণপরিষদের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ইহার ব্যতিক্রম হইবেনা" তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তান চুক্তি বদ্ধ। পণ্ডিত নেহরু গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করুন বা না করুন অবাধ গণভোট দ্বারাই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, ইহাই আসল কথা!"

ভারত রাষ্ট্রের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই — জানে যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট দ্বারা কাশ্‌মীরকে ভারত ভুক্ত করার কোন আশাই নাই, সুতরাং ভারত সরকার যে এই চুক্তি এড়াইয়া যাইবার জন্যই গোড়াগুড়ি হইতে ফন্দী ফিকির করিয়া বেড়াইতেছেন, যে কোন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহা বুঝিয়া লওয়া কষ্টকর নয় আর এ বিষয়ে রাষ্ট্র সংঘের নীতিও সর্বজনবিদিত, কিন্তু তথাপি পাক পররাষ্ট্র নীতির অকর্মণ্য আশাবাদ যে কেন ফুরাইতেছেনা, সে কথা বলিবে কে?

পাকিস্তানকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে স্বয়ং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানীদিগকেই উহার স্কন্ধের স্নায়ুকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার প্রতীক স্বরূপ মরহুম লিয়াকত আলী খান বজ্রমুষ্টি প্রদর্শন করিয়াছিলেন অর্থাৎ সামরিক সংগঠন ও জাতীয় ঐক্যের দৃঢ়তা! কিন্তু নেতৃত্ব ও মন্ত্রীত্ব ক্ষুধার বেদী মূলে যাহারা বে-দেরেগ পাকিস্তানকেই কোরবানী দিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে জাতি কি প্রত্যাশা করিতে পারে?

মিছরের রাজনৈতিক চক্র,

গত কয়েকদিন যাবৎ মিছর হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের চাঞ্চল্যকর সংবাদ আসিতেছে। জেনারেল নজীব সামরিক অভ্যুত্থানের সাহায্যে—মিছরের বাদশাহ ফারুককে সিংহাসনচ্যুত ও দেশ-বিতাড়িত করিয়া দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শাসন ও রাজস্ব ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন সাধনের কার্যে অগ্রসর হন। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, পদ্ধতির রূঢ়তা এবং সাফল্যের পর সাফল্যদ্বারা তিনি মিছরের "লৌহ মানব" রূপে আখ্যাত হন। কিন্তু নজীব অতি দ্রুতগতিতে ও অনেক সময় স্বৈরাচারী পন্থায় অগ্রসর হইতে থাকেন এবং ডিক্টেটরিয়াল ক্ষমতার জন্য অধীর হইয়া পড়েন। এই অতিরিক্ত ক্ষমতা-লোভই অবশেষে তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মিছরের বর্তমান শাসন ক্ষমতার পরিচালক 'বিপ্লবী পরিষদ' গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার নিকট হইতে পদত্যাগপত্র আদায় করিয়া লেঃ কর্ণেল আবদুন্ নাছেরকে নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন।

জেনারেল নজীবের ভবিষ্যৎ লইয়া যখন বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে অন্তহীন জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল, ঠিক তখন অর্থাৎ মাত্র ২ দিন পর ২৭শে ফেব্রুয়ারী কায়রো বেতার হইতে বিশ্বের সমুৎসুক শ্রোতাদিগকে চমকিত করিয়া ঘোষণা করা হয় যে, জেনারেল নজীব—পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং কর্ণেল নাছের প্রধান মন্ত্রি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ পদাতিক বাহিনীর ৮০জন অফিসার কর্ণেল নাছেরের নবগঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আপোষ মীমাংসার উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। অবাধ ডিক্টেটোরিয়ল বুভুক্ষার মুখে বল্গা আঁটিবার জন্য যদি এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে তাহাহইলে মিছরের এই সৌভাগ্যের জন্য ইছলাম জগত গৌরব বোধ করিবে। কিন্তু সমুদয় ব্যাপার ভাল ভাবে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া উচিত হইবেনা।

শোক প্রকাশ,

রংপুর যিলার প্রবীণ আলেম, দিল্লীর মিয়াঁ-ছাহেব শয়খুল ইছলাম ছৈয়েদ নযীর হুছইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর (রহঃ) ছাত্র মহিমাগঞ্জ শিবপুর—নিবাসী মওলানা আবদুল গফুর উর্‌ফে আমানতুল্লাহ ছাহেব এবং পাবনা যিলার প্রবীণতম আলেম—সিরাজগঞ্জ চাকীপাড়া নিবাসী মওলানা মোহাম্মদ ইছহাক ছাহেব, এবং কুষ্টিয়া ধর্মদহ নিবাসী—মওলানা মোহাম্মদ ইছহাক ছাহেবের ইনতিকালের সংবাদে আমরা মর্মাহত হইলাম। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন! শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের উৎসাহী কর্মী এবং বন্ধু ছিলেন। আমরা পরলোকগতদের আত্মার মগ্‌ফিরাৎ এবং পারলৌকিক উন্নতি কামনা করিতেছি এবং তাঁহাদের বিয়োগবিধুর পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين!

www.ahlehadeethbd.org

চতুর্থ বর্ষের বিদায়-সম্ভাষণ

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
والصلوة والسلام على اشرف البريات وعلى
آله وصحبه التحيات الزاكيات *

সমুদয় প্রশস্তি শুধু আল্লাহর জন্য, যাঁর ন্যামতে যাবতীয় সদাচরণ পরিসমাপ্তি লাভ করিয়া থাকে এবং বিশিষ্ট দরূদ ও মংগলাচরণ সৃষ্টির সেরা হযরত মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) জন্য এবং বিশুদ্ধ ছালাম তদীয় পরিবারবর্গ ও সহচরগণের প্রতি অবতীর্ণ হউক!

گفتی کہ چرا حال دل زار نہ گوئی؟
من خود کنم آغاز بہ پایاں کہ رساند؟

তুমি বলিতেছ, ব্যথিত মনের অবস্থা খুলিয়া বলনা কেন? আমি বলি, কাহিনীর সূচনা করিতে পারি বটে, কিন্তু ইহার উপসংহার করিবে কে?

"তর্জুমানুল হাদীছ" বর্তমান সংখ্যায় স্বীয় যাত্রাপথের চতুর্থ বর্ষ সমাপ্ত করিল! যেভাবে আর যে অবস্থার ভিতর দিয়া এবারকার বৎসর শেষ হইল, তাহার বিবরণ যতই মর্মন্তুদ ও অসহনীয় হউক, আমরা—তর্জুমানুলহাদীছের দীনাতিদীন—খাদেমরা, আমাদের প্রভু ও প্রতিপালক বিশ্বপতি আল্লাহর দরগাহে এই পরিসমাপ্তির জন্য শোক্‌রের ছিজ্‌দা আদা করিতেছি!

যাত্রার চতুর্থ বর্ষ শেষ হইল বটে, কিন্তু "পথের শেষ" কোথায়? আর আমাদের মত দুর্বল অভাজন পথিকদের "পথের শেষ" কোনদিন সম্ভাবিত হইয়া উঠিবে কি? "পথের শেষ" দূরে থাক, দিগ্‌বলয়ে 'মন্‌যিলে মকছুদে'র গোধূলিও তো দেখা যাইতেছেনা! আমরা জানিনা, আমাদের গন্তব্যস্থল, আমাদের মন্‌যিল কতদূরে?

خبرم نیست کہ منزل گہ مقصود کجاست؟
این قدر هست کہ بانگ جرس می آید!

আমি অবগত নই, আমাদের লক্ষ্যের মন্‌যিল কতদূর? শুধু এইটুকু জানি যে, লক্ষ্যভূমি হইতে কাফিলার ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে!

হাঁটিতে হাঁটিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ এবং দেহ—রুধিরাক্ত হইলেও সুখের বিষয় মন্‌যিলের দূরত্ব আর পথের দুর্গমতা আমাদিগকে লক্ষ্যচ্যুত এবং মন্‌যিলে মকছুদ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারেনাই, ইহার জন্য পুনরায় আমরা দয়াময় প্রভুর উদ্দেশ্যে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি—

شکر نعمت هائے تو چنداں کہ نعمت هائے تو!
عذر تقصیرات من چنداں کہ تقصیرات من!

হে প্রভু, আপনার ন্যামত যত,
আমার কৃতজ্ঞতাও সেই পরিমাণ!
হে প্রভু, আমার অপরাধ যত,
আমার অনুশোচনাও সেই পরিমাণ!

মন্‌যিলের নৈকট্য মিলন সুখ লাভ করার জন্য শ্রেয়ের পথ হইলেও, শুনিয়াছি প্রকৃত প্রেমিক যাঁরা, তাঁরা মন্‌যিলের দূরত্ব নিবন্ধন হাঁটার কষ্টকেই প্রেয়ের পথ মনে করিয়া থাকেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক রামপ্রসাদ বিছ্‌মিল বোধহয় এই জন্যই ইংরাজের ফাঁসীতে ঝুলিতে গিয়া গাহিয়াছিলেন:

رہ رو راہ محبت رہ نہ جانا راہ میں
لذت صحرا نوردی دوری منزل میں ہے!

হে প্রেমের পথের পথিক, পথেই থাকিয়া যাইওনা,
মন্‌যিলের দূরত্বের মধ্যেই পথশ্রমের সুখ নিহিত!

শুধু বস্তুতান্ত্রিক বা দৈহিক লাভের সাধনায় যদি মানুষ পথের দূরত্বে হতাশার পরিবর্তে আশার প্রেরণা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ইছ্‌লামকে নিরীশ্বরবাদ, জড়বাদ, বহু-ঈশ্বরবাদ, সমূহবাদ; পুঁজিবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি দুশ্‌মনদের মারকীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া পাকিস্তানে হযরত মোহাম্মদ

www.ahlehadeethbd.org

মছ্তফার (দঃ) সেনাপতিত্বে এক ও অদ্বিতীয়— বিশ্বপতি আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার যে মহাগুরুভার তর্জুমানুলহাদীছের দীন সেবকরা তাহাদের দুর্বল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, পবিত্র লক্ষ্য-ভূমির দূরত্ব এবং দুস্তর পথের দুর্গমতার জন্য জীবন থাকিতে নৈরাশ্য ও অবসন্নতার মরণ-কুণ্ডে তাহারা এলাইয়া পড়িবে কেন?

সত্যবটে, বিপথয়ের ঝড় তীব্রতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, ঈমান ও ইছ্লামের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের সমরসজ্জা প্রচণ্ড গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, কুফ্রের সুচভেদ্য অন্ধকারে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য ও অট্টহাস্য ঘন ঘন দেহ ও মনকে শিহরিত করিয়া তুলিতেছে, ইছ্লামী আদর্শ ও জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআন ও হাদীছের সৈন্য শিবিরে ফওজের সংখ্যা অত্যন্ত মুষ্টিমেয়, যুগের ন্যায় ও অন্যায় দাবীর মাঝখানে সীমারেখা টানিবার এবং ইছ্লামী নীতি নৈতিকতার মূল্যমানকে অত্যাচারী, স্বৈরাচারী ও সংখ্যাগুরুদের এবং উচ্ছৃংখল জনতার কবল হইতে উদ্ধার করার মত মহাবাহু সেনানী পূর্বপাকিস্তানের ইছ্লামী শিবিরে কেহই নাই। দুর্বল ও কাংগাল তর্জুমান গোটা পূর্বপাকিস্তানে যে দামামা চারি বৎসর ধরিয়া বাজাইতেছে, আজ তাহার ফলে উহার কর্মীরা সর্বস্বান্ত ও রণক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আর ইহাও সত্য যে, বিগত চারিবৎসর কালে "তর্জুমানুলহাদীছ" পরিচালনা ও পরিবেশন — করিতে অন্ততঃ পাঁচসহস্র টাকার ক্ষতি বরদাশ্ত করিতে হইয়াছে, বহুভাবে অনুরোধ উপরোধ এবং তর্জুমানের অর্থসংকটের কথা জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও গ্রাহক ও অনুগ্রাহকরা দুই, দশ জন ছাড়া কেহই একজন করিয়া গ্রাহকও সংগ্রহ করিয়া দিতে অগ্রসর হননাই। শিক্ষিত দলের মধ্যে যাঁহারা— আমাদের পরিগৃহীত আদর্শ ও নীতির সহিত একমত, তাঁহারা, অবশ্য দুই, একজন ছাড়া, তর্জুমানের প্রবন্ধকলেবর সমৃদ্ধ করিতে উৎসাহ বোধ করেননাই। সংগে সংগে একথাও অনস্বীকার্য যে, তর্জুমানের অযোগ্য ও দীন সম্পাদকের অযোগ্যতা ও দৈন্য তাহার চিররুগ্ন ও অর্দ্ধপ্রায় অবস্থার ফলে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার নিঃসংগ সহযোগীর শ্রম ও সাধনা ছবরের সীমা ছড়াইয়া উঠিতেছে,—

তথাপি বর্ষশেষের এই সম্ভাষণে আমরা তর্জুমানুলহাদীছ কে চালুরাখার সংকল্পই আল্লাহর পবিত্র নাম লইয়া পুনঃ উচ্চারণ করিতেছি। আমরা আমাদের অযোগ্যতা, দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও এ বিশ্বাস পরিহার করিতে পারিতেছিনা যে, রাত্রির অন্ধকার যতই গাঢ়তর হয়, প্রদীপের প্রয়োজনও ততই তীব্রতর হইয়া উঠে, কুফ্র ও বিদ্আতের ঘুলমাত্তের ভিতরেই কোরআন ও ছুন্নতের নূর ও বুরহান অপরিহার্য বিবেচিত হয়।

আজ যখন তাণ্ডবের ছয়লাব পূর্বপাকিস্তান কে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে অগ্রসর হইয়াছে, ঈমান ও ইছলাম এমন কি স্বয়ং পাকিস্তানও বিপন্ন বিবেচিত হইতেছে, এই সংকট মুহূর্তে কোরআন ও হাদীছের পতাকাবাহী এই একমাত্র ইছলামের মুখপত্রটী কে আমরা বন্ধ করিবনা, বন্ধ হইতে দিবনা! আমাদের এই সংকল্প যে কী পরিমাণ দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক, ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে তাহা অনুমান করা সম্ভবপর নয়! গোটা পূর্বপাকিস্তানে আমাদের অবলম্বিত আদর্শের অনুসারী একখানা সাময়িক পত্রও যদি বিদ্যমান থাকিত, আমরা বোধহয় আর এই দুঃসাহসিকতার সম্মুখীন হইতামনা! কিন্তু আমরা যতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইনা কেন, কুফ্র ও ইছলামের এই সংগ্রামে, আমরা যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিব, কিছুতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবনা, ইছলামী আদর্শের দামা-

www.ahlehadeethbd.org

মাকে নীরব হইতে দিবনা! ইহাই আমাদের দৃঢ় পণ!

دست از طلب ندارم، تا کام من برآید!
یا تن رسد بجانان، یا جان زتن برآید!

যাঁহারা ইছলামী জীবনদর্শনের সত্যতার—আজও বিশ্বাসহারা হন নাই, যাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) ইমামতকে এবং মহাগ্রন্থ কোরআনের জীবন দিশারী হওয়াকে অলীক ও অবাস্তব মনে করেন না, তাঁহাদের কাছে আমরা আজ শুধু এই অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত হইতেছি যে, "তর্জুমানুলহাদীছ"কে নিয়মিত ও শক্তিশালী সাময়িকপত্র রূপে জীবন্ত রাখার জন্য তাঁহারা স্বীয় প্রজ্ঞা, পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগ দ্বারা উহার নিঃস্ব ও দুর্বল সেবকবর্গের হস্ত বলিষ্ঠ করুন। স্মরণ রাখিবেন, তর্জুমানের বর্তমান অনিয়মিত ও বহু দোষ-ত্রুটি পূর্ণ অবস্থার জন্য উহার পরিচালকবর্গের অযোগ্যতা অপেক্ষা শিক্ষিত ও সক্ষম সমাজের উদাসীনতা ও তুষ্ণীম্ভাব অধিকতর দায়ী! আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র রূপে এই মাসিকপত্রখানা প্রকাশ লাভ করিতেছে, অথচ পূর্বপাকিস্তানে যাঁহারা এই আন্দোলনকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই আদর্শ ও আন্দোলনের একাধিক সাময়িকপত্র পরিচালিত করার মত যোগ্যতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের অভাব নাই। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন, আসন্ন সংগ্রামের ফলাফলের জন্য চরম মীমাংসার মুহূর্তে তাঁহাদিগকে জওয়াবদিহী করিতে হইবেই—

فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد -

আজ যাহা আপনাদের খিদ্‌মতে আরয করিলাম, একদিন আপনাদিগকে তাহা স্মরণ করিতে হইবেই! আমি আমার যাহা গিয়াছে, আর যাহা রহিয়াছে, সমস্তই আল্লাহর পবিত্র চরণে সমর্পণ—করিতেছি, তিনিই তাঁহার দাসানুদাসদের অন্তরযামী এবং তাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষকারী—আলকোর্‌আন: ৪০: ৪৭ আয়ত।

আহ্‌কর—

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

আলকোরায়শী

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জিলা—রংপুর

সদর দফতরে মণি অর্ডারে প্রাপ্ত:—

৫১। মৌঃ রহিমবখশ ছরদার, মথরপাড়া, বোনারপাড়া, ফিংরা—৯৲ ৫২। মৌঃ রইছুদ্দিন আহমদ, জগদীশপুর, কোচাশহর, কোরবানী—১৷৷৵০ ৫৩। মাঃ করিমবখশ, চন্দনপাট, মহিমাগঞ্জ, —কোরবানী—১১৲ ৫৪। মৌঃ মোঃ আবদুছ ছালাম, চরমবাদিলা, টেপামধুপুর, কোরবানী—৩৲ ৫৫। হাজী আনিছুদ্দিন, হারাগাছ পাকা মছজিদ, হারাগাছ, কোরবানী—১০৲ ৫৬। মুন্‌শী আবদুল হক, ধরমপুর, কোরবানী—৫৲ ৫৭। ইমানউদ্দিন সরকার, ধরমপুর, কোরবানী—৩৲ ৫৮। মোঃ আয়েনুদ্দিন, বাহুনিয়াপাড়া, গোপীগ্রাম, কোরবানী—২৷৷৵০ ৫৯। মৌঃ ছিরাজুল হক, চাঁপাদহ জামে মছজিদ,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গাইবান্ধা কোরবানী—৫৯৲ ৬০। আমিরুদ্দিন মণ্ডল, চকচকিয়া, ভরতখালি, কোরবানী—৫৲ ৬১। মৌঃ মোঃ মীর হুছয়ন, বগারভিটা, জুমারবাড়ী, কোরবানী—৭৲ ৬২। হিছাবুদ্দিন বাসুনিয়া, রামদেব বামনডাঙ্গা, কোরবানী—৭৷৵০ ৬৩। আদায় মাঃ মৌঃ আবদুল আযিয, চাপাদহ-কুপতলা-খোলাহাটি আতরাফ কমিটী, গাইবান্ধা, কোরবানী—১৫৷৵০ ৬৪। মওঃ আবদুল মান্নান, ডোগডাবুরী পাটোয়ারী পাড়া, চিলাহাটি, কোরবানী—৫৲ ৬৫। মৌঃ আবু মোহাম্মদ আফাবুদ্দিন, কাইরেম শাখা জমঈয়তে আহলে-হাদীছ, মুশা, কিশোরীগঞ্জ, ফিংরা—৭৲ কোরবানী—৩৷৵০ ৬৬। মোঃ আবদুছছালাম, সারাই বিদ্যাপাড়া, হারাগাছ, কোরবানী—৩৲ ৬৭। মৌঃ নায়েবুল্লা সরকার, খোলাহাটী, গাইবান্ধা, কোরবানী—৬৷৹ ৬৮। হাজী মোঃ তমেরুদ্দিন পাইকার, সারাই, হারাগাছ, ফিংরা—৫৲, কোরবানী—৫৲, যাকাত—৫৲ ৬৯। মৌঃ বযলুর রহমান, হারাগাছ, এককালীন—২৲ ৭০। ডাঃ শাহ্ ফরহাদ জামান, শাহব্রাদার্স মেডিক্যাল হল, বোনারপাড়া, কোরবানী—২৮৵১০ ৭১। মাঃ মৌঃ মোঃ আবদুল জব্বার, মহিমাগঞ্জ, কোরবানী—১০০৲, বিবিধ—৫০৲ ৭২। মৌঃ আবদুল মান্নান, শেরুডাঙ্গা, মিঠাপুকুর, ফিংরা—৫০৲ ৭৩। মোঃ আলিমুদ্দি মুন্শী, মুশা, কিশোরীগঞ্জ, কোরবানী—১০৲।

যিলা—বগুড়া

আদায় মারফত হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

আলকোরায়শী ছাহেব।

১। ডাঃ মোঃ কাছেম আলী, সিচারপাড়া, সোনাতলা, যাকাত—১০৲ ২। মৌঃ মোঃ আবদুর রশিদ, ছৈয়দপুর মাদ্রাসা, গাওনগর, ফিংরা—১০৲ ৩। ডাঃ মিযানুর রহমান, শিচারপাড়া, সোনাতলা, ফিংরা—১০৲ ৪। মুন্শী মোঃ বরেজুদ্দিন, ঐ, ছদকা—২৲ ৫। মুনশী মোঃ এফাজুদ্দিন, ঐ, ছদকা ২৲ ৬। মৌঃ মোঃ মযাহারুল হান্নান আখন্দ, গড়ফতেপুর, সোনাতলা, যাকাত—১০৲ ফিংরা—৬৲ ৭। মৌঃ মোঃ ফহীমুদ্দিন আখুঞ্জী, সাং হুয়াকুয়া, হাটশেরপুর, ফিংরা—২৲ ৮। মোঃ এরফান আলী সরদার, দড়িইঁস-রাজ, হরিখালী, ফিংরা—১০৲ ৯। মাঃ মৌঃ কাদিরবখশ পণ্ডিত, চকনন্দন আড়িয়া, সোনাতলা, ১০৲

সদর দফতরে মণি অর্ডারে প্রাপ্ত :—

১০। মাঃ মোঃ জামালউদ্দিন, ছোটহার, বানিয়াপাড়া, ফিংরা—৬৲ ১১। মোঃ জাকারিয়া সরদার সাং ও পোঃ বানিয়াপাড়া, ফিংরা—১০৲ ১২। মৌঃ মোঃ ফহিমুদ্দিন আখুঞ্জী, হুয়াকুয়া, হাটশেরপুর ছদকা—২৲ ১৩। মোঃ জয়নাল আবেদীন, কুষ্টিয়া, ডেমাজানী, ফিংরা—১০৲ ১৪। মোঃ ছায়েতুল্লাহ বেপারী, মধুপুর, হরিখালী, ফিংরা—১০৲ ১৫। মোঃ মিরাজউদ্দিন মণ্ডল, ইমাম, তালসন জামাত, পোঃ ক্ষেতলাল, কোরবানী—২৲ ১৬। মৌঃ মোঃ শরাফত আলী, বিহিগ্রাম, ডেমাজানী, ফিংরা—৭৲ কোরবানী—৩৲ ১৭। মাঃ মোঃ আবদুল গফুর, শালুকডুবি, মাহুয়াপুর, বানিয়াপাড়া, ফিংরা-১৫৲ ১৮। মোঃ ইউনুছ আলী সরদার, কালাই, কোরবানী—৪৲ ১৯। কাযী ছৈয়েদুর রহমান, দাসরা, ক্ষেতলাল, কোরবানী—৩৲ ২০। মোঃ হায়বতুল্লাহ মণ্ডল, পলিকাদা; বানিয়াপাড়া, ফিংরা—২৲; কোরবানী ১৲ ২১। মোঃ আবদুল খালেক সরদার; দাসরা; ক্ষেতলাল; এককালীন—৫৲ ২২। মোঃ মুযাম্মেল হক, শালুকডুবি মহেশপুর; বানিয়াপাড়া, কোরবানী—২৷৵০।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

আপনিও শুনিয়া সুখী হইবেন যে বর্ত্তমান বাজারে সত্য সত্যই—

হিমালয় তৈল

সকলের নিকট সমাদৃত হইতেছে।

যেহেতু অনিদ্রা, শিরঃ ঘুর্ণন, কেশ পতন ও কেশের অকাল পক্কতা প্রভৃতি দূর করিয়া মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিতে এই হিমালয় কেশ তৈলই বিশেষ কার্য্যকরী।

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

শেখ নুর মহম্মদ (আঁটুয়া—পাবনা)।

সুসাহিত্যিক মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার সিদ্দিকী প্রণীত—

মানুষের নবী

(তত্ত্ব ও তথ্য-বহুল নবী-চরিত)

ইহা শুধু একটানা জীবনী নহে। কোরআন পাক ও ছহিহ হাদিছ এর ভিত্তিতে এবং প্রাচীন ও আধুনিক মনীষীগণের চিন্তার ফল একত্র করিয়া আধুনিক জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হিসাবে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। যে সকল মোছলমান খাওয়া-পরা, শয়ন-নিদ্রা, জীবিকার্জ্জন, এবাদত-জেহাদ ইত্যাদি সকল কাজে রছুলে করিম (দঃ) এর পবিত্র আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন গঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্যই ইহা লিখিত। বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মূল্যবান ও জ্ঞান-গর্ভ টীকা প্রদত্ত হইয়াছে। যুক্তি ও ভক্তির সমাবেশে এমন মধুর ইছলামী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে ইহাই প্রথম। পাঠ করুন এবং প্রিয়জনকে উপহার দিয়া জাতীয় জীবন গঠন করুন। মূল্যবান কাগজ, সুন্দর বাঁধাই, রয়েল ৮ পেজী সাইজ—২২০ পৃষ্ঠা। মূল্য—৫৲ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আল-ইছলাহ লাইব্রেরী, ষ্ট্রাণ্ডরোড্, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

স্বাধীন ও শক্তিমান পাকিস্তানী জাতি গড়ে উঠুক –

প্রত্যেকটি পাকিস্তানী এ কামনা পোষণ করেন। জাতির এই মহান খেদমতে এড্‌রুক লেবরেটরীর দুইটি বিশিষ্ট অবদান—

কুইনোভিনা

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর সমূলে বিনাশ করে, পাথরের মত শক্ত প্লীহা দূর করে এবং শরীরে নূতন রক্ত সঞ্চার করিয়া শরীর সবল ক'রে তুলে। জ্বর বিনাশক ঔষধ ও টনিক হিসাবে যাবতীয় বিদেশী ঔষধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দেশবাসী সকল শ্রেণীর জনগণের নিকট সমাদৃত হয়েছে। দেশীয় গাছ গাছড়ার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মূল্যবান উপাদান মিশিয়ে কত উৎকৃষ্ট মহৌষধ তৈরী হতে পারে, একবার ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন। আপনার ও আপনার পরিজনের রোগ বিনাশ এবং দেশ সেবা দুইই হবে।

তুলসী কম্পাউণ্ড সিরাপ

(প্লেন ও কোডিন সহ)

সর্দ্দি, কাশি, অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ও ব্রঙ্কাইটিস সংক্রান্ত যাবতীয় রোগে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী তুল্য মহৌষধ। যাঁহারা নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দান করিয়া বেড়ান ইহা তাঁহাদের চির-সাথী, কারণ ইহা ব্যবহারে গলার ভগ্ন স্বর ফিরিয়া আসে। শিশুদের সর্দ্দি, কাশি এবং হুপিং কফের প্রতিষেধক। যাঁহারা ফুস্‌ফুসের পীড়ায় অনবরত কষ্ট পান তাঁহারা ইহা ব্যবহারে আশাতীত ফল পাবেন।

এড্‌রুক লেবরেটরী, পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)

www.ahlehadeethbd.org